মুমিন জীবনে সময়

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংলাপ

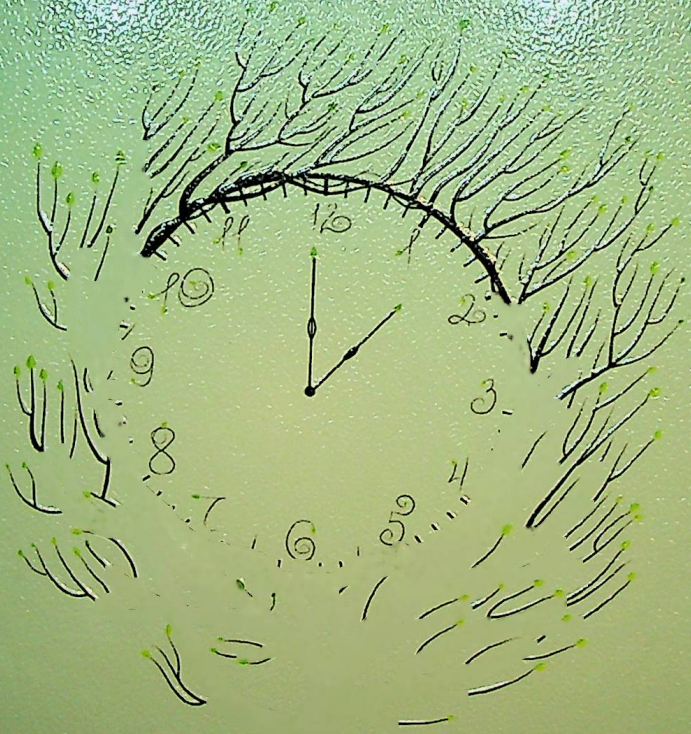

ইউসুফ আল কারজাভি

তারিক মাহমুদ
অনূদিত

www.QuranerAlo.net

Contents

মুমিন জীবনে সময়

(মুসলিম মানসে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবনা)

ইউসুফ আল কারজাভি

অনুবাদক

তারিক মাহমুদ

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

www.QuranerAlo.net

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০২-৫৭১৬৩২১৪, ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
info@guardianpubs.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ	৩১ অক্টোবর, ২০১৯
তৃতীয় সংস্করণ	১৫ এপ্রিল, ২০২২
অনুবাদস্বত্ব	গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
প্রচ্ছদ	বদরুদ্দোজা শোয়াইব
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৮২৫৪-৩৮-৭
ফিক্সড প্রাইস	১৩০ টাকা

ফিক্সড প্রাইসে বই কিনুন

www.QuranerAlo.net

প্রকাশকের কথা

সম্মানিত পাঠক, এই বইটি পড়ার পূর্বে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। উত্তরটা নিজেকেই শুনিয়ে দিন। যদি সম্ভব হয় উত্তর রেকর্ড করে নিন, পরে নিজেই যেন শুনতে পান। প্রশ্নটি হলো—সময় কী?

উত্তর খুঁজতে শুরু করুন। আশা করছি, সময়ের একটা জুতসই সংজ্ঞা নিশ্চয় খুঁজে পেয়েছেন।

আচ্ছা, আসলেই কি সময়ের সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছেন? নাকি সময়ের একটা অবয়ব আপনার কল্পনার সাগরে ভাসছে। সময়কে কল্পনা করছেন ঘড়ির ঘূর্ণায়মান কাঁটায় কিংবা সূর্যের বদলে যাওয়া অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। আদৌ কি সময়ের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কোথাও বিদ্যমান আছে? না, সম্ভবত নেই।

প্রাত্যহিক জীবনে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কেবল সময়ের কোনো পরিচিত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারি, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সময় কী—তা খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন। এ ব্যাখ্যা উপলব্ধি আর বোধের; প্রথাগত সংজ্ঞার সীমানার কিছুটা বাইরে। বিজ্ঞানী ও গবেষকরা প্রতিনিয়ত সময় আর সময়ের অস্তিত্বকে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু আজতক সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেননি।

মুসলিম দর্শনে সময় নিয়ে বোঝাপড়া আরও ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং তাঁর রাসূল ﷺ বারবার সময়ের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেছেন। জীবনের ক্ষুদ্রতম ইউনিট সময়। ইসলাম তাই সময়ের গাড়িতে চড়ে মানুষকে জান্নাতে নিতে চায়।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ইসলামি পণ্ডিত ইউসুফ আল কারজাভি লিখিত *আল ওয়াকতু ফি হায়াতিল মুসলিম* গ্রন্থ লিখে মুসলিম মানসে সময়কে প্রোথিত করার একটা দারুণ উদ্যোগ নিয়েছেন।

www.QuranerAlo.net

এই গ্রন্থে সময়কে আমরা ইসলামি জীবন-দর্শনের আলোকে জানব, সময়ের ফাংশন বুঝতে চেষ্টা করব, সময়কে ফলপ্রসূ উপায়ে ব্যবহার করে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছার হিসাব চুকিয়ে নেব। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করা তারিক মাহমুদ ভাই বইটির অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের একটা প্রয়াস চালিয়েছেন। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স বইটি বাংলায় মুমিন জীবনে সময় শিরোনামে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত।

আমরা বিশ্বাস করি, সময়ের সঠিক মূল্যায়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত করে একজন মুমিন তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছবে, ইনশাআল্লাহ। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
৩১ অক্টোবর, ২০১৯

www.QuranerAlo.net

অনুবাদকের কথা

'সময় একটি ধারালো তরবারি। যদি তুমি তাকে না কাটো, সে তোমাকে কেটে ফেলবে।'

কথাটি আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। আর এই কথাটি পড়েছিলাম ইউসুফ আল কারজাভির الوقت في حياة المسلم *(আল ওয়াকতু ফি হায়াতিল মুসলিম)* বইতে। ২০১৩ সালে কায়রো যাওয়ার পর এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বইটি উপহার হিসেবে পাই। বইটিতে সময়ের তথ্যবহুল ও তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

তবে আরবিতে দুর্বলতার কারণে তখন পুরো বইটা পড়া হয়নি; চুম্বক অংশ পড়েছিলাম। ২০১৮ সালের শুরুতে দেশে ফেরার পর অবসর সময় কাটাচ্ছিলাম। তখন পুনরায় বইটি পড়ার সুযোগ হয়। বইটি পড়ার সময় বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অনুবাদ করার মনস্থির করি। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স থেকে আমাকে কিছু আরবি বই অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। আমার দৃষ্টিতে বইটি খুবই চমৎকার। তাদের সাথে বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলে তারা খুবই উৎসাহ দেখায়। গার্ডিয়ানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের ভাই এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহমুদুল হাসান ভাই মাঝে মাঝে তাড়া দেওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ে বইটির অনুবাদ সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। এক-তৃতীয়াংশ অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার পর বন্ধুপ্রতিম শাহমুন নাকীব ফারাবী অনুবাদের কিছু বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা আরও গুছিয়ে অনুবাদ করতে আমাকে বেশ সহায়তা করেছে। বিশেষ করে অনুবাদের ওপর তার মূল্যায়ন আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।

তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের জন্য উত্তম জাজাহ কামনা করছি।

www.QuranerAlo.net

বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে যা কিছু বলার, পাঠক তা বইয়ের প্রতিটি পাতাতেই খুঁজে পাবেন। আশা করি, বইটি সময়ের ব্যাপারে ইসলামি দর্শনকে পাঠকের সামনে খোলাসা করবে। দুটো পয়েন্টের কথা না উল্লেখ করে পারছি না। মানুষ কীভাবে তার হায়াতকে লম্বা করতে পারে এবং মৃত্যুর পরও জীবন কীভাবে বিলম্বিত হয়—এই বই পড়ে পাঠকবৃন্দ তা জানতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

বইটি যদি সম্মানিত পাঠকদের সময় ব্যবস্থাপনায় কিঞ্চিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়, তবেই লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক—সবার সফলতা।

তারিক মাহমুদ
মতিঝিল, ঢাকা
২০ অক্টোবর, ২০১৯

www.QuranerAlo.net

ভূমিকা

সময় এক মহামূল্যবান নিয়ামত। মানবজীবনে তার বিশেষ মূল্য রয়েছে। সময়ের সাথে জড়িয়ে আছে মুসলিমদের নানা ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই বইতে আমি সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। কুরআন-সুন্নাহতে সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া নিয়ে বেশ আলোচনা এসেছে। সেই আলোচনাগুলো আমাকে এ বইটি লেখার পেছনে উৎসাহ দিয়েছে।

সর্বোত্তম যুগে তথা প্রথম যুগের মুসলিমরা সময়ের সাথে কীরকম আচরণ করতেন—তা এখন আমাদের চোখের সামনে। তারা সময়কে খুব হিসাব-নিকাশ করে খরচ করতেন। টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদের চেয়ে সময়কে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সময়ের প্রতিটি অংশকে কোনো না কোনো উপকারী কাজে ব্যয় করতেন। তা হতে পারে জ্ঞানার্জন অথবা কল্যাণমুখী কোনো কাজ। আবার হতে পারে আল্লাহর পথে জিহাদ, কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের ভিত নির্মাণ কিংবা মজবুত শিকড়বিশিষ্ট মাথা উঁচু করে রাখা এক সভ্যতার বিনির্মাণ।

আজ মুসলিমরা তাদের সময়গুলো অবহেলায় নষ্ট করে ফেলছে। অপচয় করে ফেলছে নিজেদের জীবনকে। তাদের নির্লিপ্ততা এখন নির্বুদ্ধিতার পর্যায়ে নেমে এসেছে। বনি আদমের কাফেলায় তাদের অবস্থান এখন পেছনের সারিতে; অথচ একসময় তারাই সামনের সারিতে বসে বনি আদমের নেতৃত্ব দিত। পার্থিব বিবেচনায় তারা যেমন নিজেদের দুনিয়া সাজাতে পারেনি, তেমনই দ্বীনি বিবেচনায় আখিরাতের জন্যও কিছু করতে পারেনি। তারা দুকূলই হারিয়েছে, দুটো কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে।

আফসোস, যদি তারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত! তাহলে দুনিয়ার সঙ্গে এমন আচরণ করত, যেন তাকে চিরকাল দুনিয়াতেই থাকতে হবে। আর আখিরাতের সঙ্গে এমন আচরণ করত, যেন আগামীকালই তার মৃত্যু হবে। কুরআনের অর্থবোধক এই আয়াতটিকে তাদের স্লোগান বানাত—

www.QuranerAlo.net

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

'হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো।'
সূরা বাকারা : ২০১

হয়তো সময়ের গতি একদিন তাদের জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করে দেবে। দিন-রাতের বিবর্তন তাদের সতর্ক করে দেবে। তবে যদি কখনো তাদের হৃদয় ও মনে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে, কেবল তখনই তা সম্ভব হতে পারে।

'যারা আল্লাহর জিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে এবং যারা চিন্তা-ফিকির করে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে, আর বলে— "আমাদের প্রভু! তুমি এসব অকারণে সৃষ্টি করোনি। তুমি সবকিছুর ত্রুটিমুক্ত নিখুঁত পরিচালক। অতএব, তুমি আমাদের আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করো। আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি যাকে আগুনে দাখিল করবে, তাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত করে ছাড়বে; আর জালিমদের জন্য থাকবে না কোনোই সাহায্যকারী। আমাদের প্রভু! আমরা শুনেছি একজন আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে (এই বলে), তোমরা ঈমান আনো তোমাদের প্রভুর প্রতি। (তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে) আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের প্রভু! অতএব, তুমি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দাও। আমাদের সমস্ত মন্দ কর্ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে, মুছে দাও। আর আমাদের ওফাত দান করো পুণ্যবানদের সঙ্গে। আমাদের প্রভু! তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের যা দেবে বলে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের দাও আর কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।"'
সূরা আলে ইমরান : ১৯০-১৯৩

www.QuranerAlo.net

সূচিপত্র

সময়ের পরিচর্যা	**১৩**
ইবাদতে সময়ের মূল্য	১৫
সময়ের বৈশিষ্ট্য	১৯
সময়ের সাথে মুসলমানের দায়বদ্ধতা	২৪
সময় থেকে উপকৃত হওয়া	২৪
সময় কাটানো	২৭
অবসরের গনিমত	২৭
কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা	৩০
দিনরাতের বিবর্তন থেকে শিক্ষা	৩৩
সময় বিন্যাস	৩৪
উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ	৩৮
মর্যাদাবান সময় অনুসন্ধান	৪০
মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন	৪৪
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের মধ্যে সময়	**৫৬**
ভবিষ্যতের পূজারি	৬৩
ভবিষ্যৎ নিয়ে নৈরাশ্য : এক অশুভ চিন্তা	৬৪
ভবিষ্যতের কল্পনাবিলাস এবং দিবাস্বপ্ন	৭০
'বর্তমান'-এর প্রেমিক	৭৪
সময়ের সাথে সঠিক আচরণ	৭৬
ভবিষ্যতে দৃষ্টিদান	৮২
বর্তমানকে গুরুত্ব প্রদান	৮৪
দীর্ঘ হায়াত	**৮৮**
মানুষের দ্বিতীয় জীবন	**৯৭**
সময় নষ্ট হয় যেভাবে	১০০

www.QuranerAlo.net

সময়ের পরিচর্যা

কুরআন-সুন্নাহর বহু জায়গায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের পরিচর্যার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই পরিচর্যার অগ্রভাগে রয়েছে সময়ের গুরুত্ব বর্ণনা, সময়ের মধ্যে আল্লাহর নিয়ামতের বিশালতা। মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়া ও করুণার বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

> 'তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন সূর্য আর চাঁদকে। তারা অবিরাম একই নিয়ম মেনে চলে। তিনি তোমাদের কল্যাণে আরও নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। তোমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছ (অর্থাৎ, যা কিছু তোমাদের প্রয়োজন), তার প্রত্যেকটিই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো, তাহলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।' সূরা ইবরাহিম : ৩৩-৩৪

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

> 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত আর দিন; তারা একে অপরের পেছনে আসে। এ ব্যবস্থা করেছেন তাদের জন্য, যারা শিক্ষা গ্রহণ করার ইরাদা করে কিংবা ইরাদা করে শোকর আদায় করার।'
> সূরা ফুরকান : ৬২

www.QuranerAlo.net

Contents

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার এক সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি অনুসারে রাতের পরে দিন আসে, দিনের পরে আসে রাত। কেউ যদি দিনে বা রাতের নির্দিষ্ট কোনো কাজ সময়মতো করতে সক্ষম না হন, তাহলে তিনি দিনের কাজ রাতে অথবা রাতের কাজ দিনে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

সময়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা মাক্কি যুগে কুরআনের বেশ কিছু সূরার শুরুতে বিভিন্ন সময়ের কসম করেছেন। যেমন : রাত, দিন, ফজর, দুহা, আসর ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার কালামে এসেছে—

> 'শপথ রাত্রির! যখন সে আচ্ছন্ন করে।' সূরা লাইল : ১-২
>
> 'শপথ দিনের! যখন সে আলোকিত হয়।' সূরা দুহা : ১-২
>
> 'শপথ ফজরের! শপথ দশ রাত্রির, শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির! যখন তা গভীর হয়।' সূরা ফাজর : ১-২ চেক করতে হবে
>
> 'শপথ যুগের! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।' সূরা আসর : ১-২

মুফাসসিরদের ব্যাখ্যায় এবং মুসলমানদের উপলব্ধিতে এটা পরিষ্কার, আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছুর কসমের অর্থ—এই বিষয়টির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তার গুরুত্ব, উপকারিতা কিংবা প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করছেন।

রাসূল ﷺ-এর কথাতেও সময়ের মূল্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে সময়ের ব্যাপারে জবাবদিহিতার সমর্থনে অনেক কথা বলা হয়েছে। এমনকী শেষ বিচারে দিন আদম সন্তান যে চারটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তার দুটোই হলো সময়সংক্রান্ত। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'কিয়ামতের দিন চারটি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত বান্দার পা বিন্দু পরিমাণ নড়বে না। তার জীবন সম্পর্কে; তা কোন কাজে ব্যয় করেছে। তার যৌবন সম্পর্কে; কীভাবে তা ক্ষয় করেছে। তার সম্পদ সম্পর্কে; কীভাবে আয় করেছে এবং কী কাজে ব্যয় করেছে। তার জ্ঞান সম্পর্কে; সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।'[১]

---

১. বাজজার ও তিবরানি সহিহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

www.QuranerAlo.net

Contents

মানুষকে সাধারণভাবে জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে, আর বিশেষ করে জিজ্ঞাস করা হবে যৌবন সম্পর্কে। বস্তুত যৌবন জীবনেরই একটা অংশ। তবে উজ্জীবিত জীবনীশক্তি এবং কার্যকর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হিসেবে যৌবনকালের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যৌবন মানুষের জীবনের দুটো দুর্বল অধ্যায়ের মধ্যবর্তী একটা শক্তিশালী অধ্যায়। একপাশে শৈশবের দুর্বলতা, অপরপাশে বার্ধক্যের দুর্বলতা; ঠিক যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'আল্লাহ (সেই সত্তা), যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়। তারপর দুর্বলতার পরে দেন শক্তি। শক্তির পর পুনরায় দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।' সূরা রুম : ৫৪

ইবাদতে সময়ের মূল্য

ইসলামের ফরজ বিধানসমূহ সময়কে মূল্যবান মনে করে প্রতিটি মিনিট ও সেকেন্ড গণনায় রাখে। ইসলাম দিনরাতের পরিবর্তন, গ্রহসমূহের গতিধারা, কক্ষপথের বিবর্তন এবং দুনিয়ার কর্মযজ্ঞের সাথে সময়ের গুরুত্ব নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেয়। সেইসঙ্গে মানুষের চেতনা জাগরণের ওপর জোর দেয়।

যখন রাত বিদীর্ণ হয়ে সুবহে সাদিক তার চেহারাকে নেকাবমুক্ত করে, ঠিক তখন আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দাঁড়িয়ে যায়, দিগন্ত বিস্তৃত দুনিয়ার বুকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। অসতর্কদের সতর্ক করে, ঘুমন্তদের জাগিয়ে তোলে। আল্লাহ তায়ালার কুদরতি হাত থেকে পবিত্র ভোরের আবহ গ্রহণ করার তৃষ্ণা তাদের গভীর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তখন একটা ডাক আসে— 'এসো নামাজের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে, ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম।' এই ডাকে জিকিরে অভ্যস্ত জবান, শোকর আদায়কারী আত্মা এবং অজুর মাধ্যমে পবিত্র হাতগুলো সাড়া দেয়। তারা বলে—'তুমি সত্য বলেছ, সত্যকে সমর্থন করেছ।' এরপর শয়তানের সকল গিঁট খুলে যায়। আল্লাহর বান্দারা তাড়াতাড়ি সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়।[২]

---

২. এখানে মূলত ইমাম বুখারি (রহ.) বর্ণিত একটি হাদিসের দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদাংশে তিনটি গিঁট দেয়...'

www.QuranerAlo.net

Contents

যখন মধ্যাহ্নের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে, সূর্য আকাশের বুক থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ে, মানুষ দুনিয়াবি কাজ এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততায় ডুবে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই আহ্বানকারী আবার উঠে দাঁড়ায়। মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ, নবি ﷺ-এর রিসালাতসহ তাকবির-তাহলিলের সঙ্গে ডাকে, সালাত ও কল্যাণের দিকে ডাকে। মানুষকে তার কর্মযজ্ঞ ও রুটিন ওয়ার্ক থেকে টেনে বের করে আনে—যাতে তারা মহান স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও নিয়ন্ত্রকের সামনে একান্তে কিছু সময় কাটাতে পারে। দুনিয়ার অন্বেষণে ডুবে যাওয়া এবং বস্তুর পেছনে ছোটা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেতে পারে। আর এটা হলো—দিনের মধ্যভাগে জোহরের সালাত।

আবার যখন প্রত্যেকটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে পড়ে, সূর্য অস্তগামী হয়, সেই আহ্বানকারী তৃতীয়বারের মতো উঠে দাঁড়ায়। তখন আসরের সালাতের জন্য আহ্বান করে।

সূর্যের চাকতি যখন আত্মগোপন করে, তার চেহারা যখন দিগন্ত থেকে গায়েব হয়ে যায়, তখন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী মুয়াজ্জিন চতুর্থবারের মতো আহ্বান করে। এটা দিনের শেষ এবং রাতের শুরুর সালাত—সালাতুল মাগরিব। আর যখন পশ্চিম আকাশ থেকে লালিমা (লালছে আভা) মুছে যায়, ঠিক তখন দিনের শেষ সালাত এশার জন্য স্বর্গীয় আহ্বান ভেসে আসে।

আর এভাবেই একজন মুসলিম তার দিনের শুরুটা সালাত দিয়ে করে, শেষটাও সালাত দিয়ে করে। পৃথিবীর ঘূর্ণন এবং দিন-রাতের বিবর্তনের সময় সর্বদা সে রবের সঙ্গে নিত্য-নতুন সাক্ষাতে ডুবে থাকে।

আবার প্রতি সপ্তাহেই জুমাবার আসে। সেদিন একই আহ্বানকারীর পক্ষ থেকে নতুন একটি ডাক আসে; সমবেত সাপ্তাহিক সালাতের ডাক। সেই সালাতের বিশেষ ধরন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এই সকল সালাতের বাইরে রয়েছে ভোর রাতের সালাত। রহমানের বান্দারা তখন উঠে দাঁড়ায় এবং রুকু-সিজদায় বাকি রাত কাটিয়ে দেয়। এ ছাড়াও রয়েছে সূর্যোদয়ের সালাত এবং দিন-রাতের বিভিন্ন সময়ের নফল সালাত।

www.QuranerAlo.net

Contents

প্রতি মাসের শুরুতে নতুন চাঁদ উদিত হয়। মুসলমানরা তাকবির-তাহলিলের সঙ্গে নতুন এই অতিথি চাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করতে করতে বরণ করে নেয়। তখন তারা বলে—

> 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছেন। তোমাকে করেছেন সৃষ্টিজগতের জন্য নিদর্শন। হে আল্লাহ! তুমি এই চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, ইসলাম ও প্রশান্তির কারণ বানিয়ে দাও। তার বর্তমানে তোমার সন্তুষ্টি এবং পছন্দের কাজ করার তাওফিক দাও। এই চাঁদকে করো কল্যাণ ও শুভবুদ্ধির লগ্ন। হে চাঁদ! তোমার এবং আমার, আমাদের দুজনের রবই আল্লাহ।'

প্রতি বছরই রমজান আসে। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানকে শৃঙ্খল পরানো হয়। এবার আর দুনিয়া থেকে নয়; আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী ডাকতে শুরু করে—

> 'হে কল্যাণ প্রত্যাশী! তোমরা (কল্যাণমূলক) কাজে মনোযোগী হও। হে অন্যায়ের আকাঙ্ক্ষী! তোমরা (অন্যায়) কাজ থেকে নিবৃত থাকো।'

এ মাসে পাপীরা তওবা করে। আল্লাহবিমুখ মানুষজন সৎকাজে আগ্রহী হয়। অমনোযোগী সতর্ক হয়ে যায়। বিভ্রান্ত, পলাতক আসামিরা আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে ফিরে আসে। তারা একনিষ্ঠ সিয়াম-কিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মাগফেরাত খুঁজতে শুরু করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ মাসে তাদের জন্য মাগফেরাতের ওয়াদা করেছেন—

> 'যে ব্যক্তি ঈমান ও এহতেসাবের সাথে সিয়াম-সাধনা করে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যে ঈমান ও এহতেসাবের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করে, তারও পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।' বুখারি : ২০১৪

মুমিনের জন্য রমজান মাস একটি আধ্যাত্মিক সফর। এর পরপরই আসে আরও একটি সফর। আধ্যাত্মিক ও সাধারণ সফরের সমন্বয়ে হজের সফর। আর সেই মাসগুলো শুরু হয় রমজান শেষ হওয়ার সাথে সাথেই।

www.QuranerAlo.net

Contents

> 'হজের মাসগুলো[৩] (সাধারণভাবে) সবারই জানা আছে। এ সময় যে ব্যক্তি হজ করার ফয়সালা করবে, সে যেন হজের সময় (ইহরাম বাঁধার দিনগুলো) স্ত্রী সহবাস করা, পাপকর্ম করা এবং ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকে। তোমরা যা কিছু কল্যাণের কাজই করো, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা (হজের সফরে প্রয়োজনীয়) পাথেয় সাথে নিয়ো। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া (মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহভীতি)। আর হে বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী লোকেরা! তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।' সূরা বাকারা : ১৯৭

স্কলারগণ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে দিনের সময় ওজনের 'দাঁড়িপাল্লা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা জুমাকে সপ্তাহের, রমজানকে বছরের এবং হজকে জীবনের দাঁড়িপাল্লা গণ্য করতেন। তারা চাইতেন—সবাই প্রত্যেকটি দিন কাজে লাগাক। দিনের কাজ দিনে শেষ করুক। সপ্তাহের কাজ সপ্তাহে, মাসের কাজ মাসে। কারও যদি দিনের কোনো কাজ ছুটে যায়, তা সপ্তাহের মাঝে সমন্বয় করে নেবে। সপ্তাহে কোনো কাজ ছুটে গেলে মাসের মাঝে শেষ করবে। এভাবেই দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর এবং পুরো জীবনকে কাজে লাগাবে। আর এটাই তাদের শেষ অবলম্বন।

এই সবগুলোর পাশাপাশি আসে আরেকটি ফরজ বিধান জাকাত—যা স্বাবলম্বী মুসলিমদের ওপর অধিকাংশ বছরই ফরজ হয়। ফরজ হয় প্রতিটি ফল-ফসল সংগ্রহ বা মজুদের সময়। কুরআনের ঘোষণা—

> 'আর এটির হক দান করো সংগ্রহের সময়।' সূরা আনআম : ১৪১

এভাবেই একজন মুসলিমকে সময়ের গতির সাথে সচেতন থাকতে হয়। পরিবর্তনের সাথে সতর্ক পর্যবেক্ষক হতে হয়, যেন বছর শেষে কিংবা ফসল সংগ্রহের সময় জাকাতের নির্দিষ্ট সময় চলে না যায়।

---

৩. মাসগুলো ১০ম ও ১১তম মাস এবং ১২তম মাসের প্রথম ১০ দিন অর্থাৎ শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিন।

www.QuranerAlo.net

Contents

সময়ের বৈশিষ্ট্য

কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সময় অন্য সবকিছু থেকে ব্যতিক্রম। আমাদের সেগুলো উপলব্ধিতে এনে সময়ের সাথে আচরণ করতে হবে। সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. **ত্বরিত ফুরিয়ে যাওয়া :** সময় মেঘের গতিতে চলমান, বাতাসের গতিতে ধাবমান। সুখ বা আনন্দ, কিংবা বিষণ্নতা বা দুঃখ—সব ক্ষেত্রেই সময় এই গতি মেনে চলে। যদিও মনে হয়—সুখের দিনগুলো দ্রুত ফুরিয়ে যায়, আর কষ্টের দিনগুলো যেতেই চায় না; আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে, বাস্তবে কিন্তু এমনটা ঘটে না। যে যেমন ভাবে, তার কাছে ঠিক তেমনই মনে হয়। জনৈক কবি বলেছেন—

مرت سنين بالوصال وبالهنا * فكانها من قصرها ايام

ثم انثنت ايام هجر بعدها * فكانها من طولها اعوام

ثم انقضت تلك السنون وأهلها * فكانها وكانهم احلام

'ধারাবাহিক সুখময় একটি সময় কাটিয়েছি,
বেশ কিছু বছর ধরে।
মনে হলো যেন কয়েকটি দিন...
এরপর শুরু হলো বিচ্ছেদ আর বেদনাভরা কালো দিন;
কদিনই-বা গেল, উপলব্ধিটা কিন্তু বহু বছরের।
সুখ-দুঃখ কাটিয়ে নতুন সময়ে পা দিতেই;
এ তো শুধুই স্বপ্ন এবং সবকিছু আগের।'

দুনিয়ায় মানুষের বয়স যত বেশিই হোক, বাস্তবে তা নিতান্তই ক্ষুদ্র। মানুষের জীবনে কত কিছু ঘটে! কিন্তু শেষটা ঠিকই মৃত্যু দিয়ে শুরু হয়। আল্লাহ কবির ওপর রহম করুন। তিনি বলেছেন—

واذا كان الخر العمر موتا

فسواء قصيره والطويل!

'মৃত্যুই যদি হয় জীবনের শেষ ওয়াক্ত,
কিই-বা পার্থক্য তার, লম্বা নাকি সংক্ষিপ্ত!'

মৃত্যুর সময় জীবনের মুহূর্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে। মনে হয় জীবনটা যেন আকস্মিক বিদ্যুতের গতিতে ফুরিয়ে যাওয়া কিছু সময় ছিল।

www.QuranerAlo.net

Contents

নুহ (আ.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর সময় আজরাইল (আ.) তাঁর কাছে এসে হাজির হলো। তিনি তুফানের আগে-পরে মিলিয়ে হাজার বছরের বেশি বেঁচে ছিলেন। আজরাইল (আ.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—'হে সবচেয়ে দীর্ঘ জীবনপ্রাপ্ত নবি! দুনিয়াকে কেমন পেয়েছেন?' তিনি বললেন—'আমার কাছে দুনিয়াটা যেন একটা ঘর; যার একপাশ দিয়ে প্রবেশ করেছি, আর অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে গেছি।'

ঘটনাটি সঠিক হোক কিংবা বেঠিক! তবুও এই কথাগুলো যেন একটি ধ্রুব সত্য! মৃত্যুর সময় জীবনীশক্তি দুর্বল ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। আর এটা ঘটবে কিয়ামতের সময়ও। দুনিয়ায় সে যা ছেড়ে এসেছে এবং যা হারিয়েছে, তার স্বল্পতা বাস্তবরূপ ধারণ করে সামনে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যে দিন তারা সে দিনটিকে দেখতে পাবে, তারা অনুভব করবে—পৃথিবীতে তারা কাটিয়েছে একটি সন্ধ্যা কিংবা একটি সকাল মাত্র।' সূরা নাজিয়াত : ৪৬

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন—

> 'যে দিন তিনি তাদের হাশর করবেন, সেদিন তাদের মনে হবে—(পৃথিবীতে) তারা অবস্থান করেছিল দিনের কিছুক্ষণ মাত্র। তারা পরস্পরকে চিনবে।' সূরা ইউনুস : ৪৫

২. **সময় কখনো ফিরে আসে না :** এটা সময়ের আরেকটি বেশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি দিন গত হয়। প্রত্যেকটি ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। প্রত্যেকটি মুহূর্ত অতিক্রম করে চলে যায়। তার কোনোটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কোনো সুযোগ থাকে না। অতিক্রান্ত সময়ের নেই কোনো প্রতিদান কিংবা বিনিময়। হাসান বসরির সবচেয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক এভাবে—

'ফজর ভেদ করে আলোতে আসা প্রতিটি দিন ডেকে বলে—"হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি। আমি তোমার কাজের ব্যাপারে সাক্ষী। আমার নিকট থেকে রশদ সংগ্রহ করো। কারণ, আমি বিদায় নেওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনোই ফিরে আসব না।"'

এটি রাসূলের হাদিস নয়। অনেকে এটাকে হাদিস মনে করেন; বস্তুত এটি হাসান বসরির উক্তি। ইমাম আলি জয়নুল আবেদিন এ ব্যাপারে বলেছেন, এর ভাষা নবিদের ভাষার মতোই।

www.QuranerAlo.net

Contents

এ কারণেই অনেক কবি-সাহিত্যিককে বার্ধক্য আসার পর যৌবন ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে দেখা যায়, কিন্তু তা নিছক কামনা মাত্র। এই আকাঙ্ক্ষা কম-বেশি যাই হোক, তাতে কোনো ফায়দা নেই। তাদের একজনের উক্তি হলো—

الا ليت الشباب يعود يوما

فاخبره بما فعل المشيب!

'যদি এক দিনের জন্যও
যৌবনটা ফিরে পেতাম!
বার্ধক্য আমার সাথে যা যা করেছে,
শুধু তা জানিয়ে দিতাম।'

অন্য কবির বর্ণনায় ফুটে উঠেছে—জীবন কীভাবে কেটে যায়। কীভাবে দিবারাত্রি চলে যায়—যা আর কখনো ফিরে আসে না, ফিরে পাওয়ার আশাও থাকে না। তিনি বলেন—

وما المرء الا راكب ظهر عمره * على سفر يفنيه باليوم والشهر

يبيت ويضحى كل يوم وليلة * بيعدا عن الدنيا قريبا الى القبر

'মানুষ মানেই অশ্বারোহী।
সে জীবনের পিঠে আরোহণ করে আছে।
এমন এক সফরে আছে সে,
শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার দিন ও মাসের হিসেবে।
প্রতিটি দিন আসছে,
আলোকিত দিন শেষে রাত্রিও যাচ্ছে কেটে,
দুনিয়া থেকে দূরদূরান্তে
মহাকাল; সেই আখিরাতের দিকে।'

৩. সময় মূল্যবান সম্পদ : সময় দ্রুত ফুরিয়ে যায়। আর যখন ফুরিয়ে যায়, তখন তা আর পূরণ হওয়ার জন্য ফিরে আসে না। তার কোনো প্রতিদানও সম্ভব নয়। তাই এটি মানুষের মালিকানায় থাকা সবচেয়ে দামি সম্পদ এবং মূল্যবান জিনিস। সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ এই 'সময়' প্রত্যেকটি কাজ ও সৃজনশীলতার রক্ত সঞ্চালক। বাস্তবে এটাই সকল মানুষ ও সমাজের আসল মূলধন।

www.QuranerAlo.net

Contents

প্রচলিত প্রবাদে সময়কে সোনার সাথে তুলনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি সোনা, জহরত, হিরা কিংবা সকল মূল্যবান মণি-মুক্তো পাথরের চেয়েও মূল্যবান। ইমাম শহিদ হাসান আল বান্না বলেন—

> 'জীবন! মানুষের জীবন জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত কাটানো সময় ব্যতীত অন্য কিছু নয়।'

একই প্রসঙ্গে হাসান বসরি (রহ.) বলেন—

> 'হে আদম সন্তান! তুমি মুষ্টিমেয় কিছু দিনের সমষ্টি মাত্র। এক এক করে দিন যখন চলে যায়, তখন তোমার জীবনের একটা করে অংশ চলে যায়।' হিলইয়াতুল আওলিয়া

যে মানুষ এখন সময়ের মূল্য নিয়ে অজ্ঞতায় আছে, তারও এমন একটা সময় আসবে—যখন সে সময়ের মূল্য ও মর্যাদা কাজে লাগানোর গুরুত্ব অনুধাবন করবে, কিন্তু তখন শুধু 'সময়' নামক সোনার হরিণটি তার হাতে থাকবে না। এই প্রসঙ্গে কুরআনে দুটো সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—যখন মানুষ সময় অপচয়ের জন্য খুব বেশি আফসোস করবে, কিন্তু তার আফসোস আর কোনো কাজে আসবে না।

প্রথম অবস্থা : মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে; যখন মানুষ দুনিয়াকে পেছনে ফেলে আখিরাতকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হবে, তখন সে চাইবে—যদি তাকে একটুখানি সময় ভিক্ষা দেওয়া হতো! যদি তার মৃত্যুকে একটু পিছিয়ে দেওয়া হতো! জীবনে সে যা যা ভুল করেছে, সব ঠিকঠাক করে দিয়ে আসত। যা ছেড়ে এসেছে, তা পূর্ণ করে দিত। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলে—

> 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীন না করে। যারা সে রকম হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগেই তোমাদের আমরা যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো। (আল্লাহর শপথ) তা না হলে মৃত্যু এলে বলবে—"আমার প্রভু! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দাও, যাতে আমি দান করতে পারি এবং পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পরি।"' সূরা মুনাফিকুন : ৯-১০

www.QuranerAlo.net

তার এই ফাঁকা বাসনার জবাব হবে অকাট্য—

> 'যখন কারও নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ তাকে আর (এক মুহূর্তও) অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন।' সূরা মুনাফিকুন : ১১

দ্বিতীয় অবস্থা : আখিরাত; যখন মানুষ তার সকল কাজের ফলাফল হাতে পেয়ে যাবে। তার সকল অর্জনের প্রতিদান দেওয়া হয়ে যাবে। জান্নাতের অধিবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে। জাহান্নামের অধিবাসী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি তাদের আবারও দুনিয়ার জীবনে পাঠানো হতো! তখন তারা তাদের নতুন জীবনকে আমলে সালেহ দিয়ে সাজিয়ে নিত। আফসোস! তারা তখন নতুন জীবনের তালাশে ব্যস্ত, অথচ কর্মের সময় শেষ হয়ে প্রতিদানের সময় শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'আর যারা কুফুরি করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে তাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা দেওয়া হবে না। ফলে তারা আর মরবে না এবং তাদের থেকে আজাবও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমরা শাস্তি দেবো প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে। তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে—"প্রভু! আমাদের এখান থেকে বের করো। এতদিন আমরা যে আমল করছি, তার পরিবর্তে আমরা এখন থেকে পুণ্য কাজ করব।" (আল্লাহ বলবেন) "আমরা কি তোমাদের একটা দীর্ঘ জীবন দিইনি—যাতে কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তা ছাড়া তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং এখন আস্বাদন করো আজাব; জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"' সূরা ফাতির : ৩৬-৩৭

বিদ্রুপাত্মক এক প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের থামিয়ে দেওয়া হবে—

> 'আমি কি তোমাদের এতটা বয়স দিইনি—যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল।' সূরা ফাতির : ৩৭

তারা এর কোনো জবাব খুঁজে পাবে না। কারণ, তখন আল্লাহ কৈফিয়ত প্রদানের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক মানুষকে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়স নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে যখন অমনোযোগী হয়েছে, তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

www.QuranerAlo.net

বিশেষ করে যারা ৬০ কিংবা তার চেয়ে বেশি বয়স পেয়েছেন, তাদের জন্য সাবধান হওয়ার এটাই যথেষ্ট সময়। সে যে বয়স পেয়েছে, তা একজন অন্যমনস্কের সতর্ক হওয়া, বিভ্রান্তি থেকে ফিরে আসা কিংবা পাপী ব্যক্তির তওবার জন্য যথেষ্ট। সহিহ হাদিসে এসেছে—

> 'আল্লাহ কোনো কোনো লোককে সংশোধনের সুযোগ দেন। এমনকী তাকে ৬০ বছর পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন।'
> বুখারি : ৬৪১৯

সময়ের সাথে মুসলমানের দায়বদ্ধতা

সময়ের এত বেশি গুরুত্বের কারণ হলো—প্রকৃতপক্ষে সময়ই জীবন! একজন মুসলিম মানুষের ওপর সময়ের সাথে বেশ কিছু দায়িত্ব চলে আসে। শুধু কিছু দায়িত্ব বললে ঠিক হবে না; বরং তার ওপর একগুচ্ছ দায়িত্ব আসে। তাকে সচেতনভাবে এই দায়িত্বগুলো উপলব্ধি করতে হবে। সর্বদা নিজ চোখের সামনে রাখতে হবে। আর সেটাকে উপলব্ধি ও জানার পর্যায় থেকে বিশ্বাস ও ইচ্ছার পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বগুলো বাস্তবায়ন করেও দেখাতে হবে।

সময় থেকে উপকৃত হওয়া

মুসলমানের প্রথম কর্তব্য হলো সময়কে সংরক্ষণ করা। প্রিয় সম্পদকে ঠিক যেভাবে আগলে রাখা হয়, তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে সময়কে আগলে রাখা জরুরি। সময়ের সবটুকু ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা দরকার। দুনিয়াবি অথবা পরকালীন যেকোনো উপকরণ সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে হবে। এমন কিছু করা দরকার—যা জাতিকে কল্যাণ, সৌভাগ্য এবং আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

আমাদের সালাফরা সবচেয়ে বেশি কৃপণ ছিলেন সময়ের ব্যাপারে। সময়ের মূল্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে সর্বাধিক মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীর মতো তাঁরা ছিলেন।

www.QuranerAlo.net

Contents

হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন—

> 'আমি বেশ কিছু জাতির সঙ্গে মেলামেশা করেছি। তোমরা তোমাদের দিরহাম-দিনারের প্রতি যতটুকু মনোযোগী, তারা তাদের সময়ের প্রতি তার চেয়েও বেশি মনোযোগী।'

তাদের সর্বান্তকরণে প্রচেষ্টা ছিল নিয়মতান্ত্রিক কর্মের মাধ্যমে নিজেদের সময়কে নির্মাণ করার। কিঞ্চিৎ পরিমাণ সময়ও যাতে অলাভজনক কাজে ব্যয় না হয়। উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) বলেন—

> 'রাত ও দিন তোমার মাঝে কাজ করে। তুমিও তাদের মাঝে কাজ করো।'

তারা বলতেন, সময়ের অপচয় করা হলো অস্থিরতার আলামত। তাঁরা আরও বলতেন—

> 'সময় একটি ধারালো তরবারি। যদি তুমি তাকে কাটতে না পারো, তাহলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে।'

তারা সর্বদা নিজেদের ভবিষ্যৎকে বর্তমানের চেয়ে উন্নত করার জন্য কাজ করতেন। আজকের দিন যেন গতকালের চেয়ে উন্নত হয়, সেই প্রচেষ্টা চালাতেন। আর আগামী দিনকে করতে চাইতেন আজকের চেয়ে উন্নত। কোনো এক সালাফের মন্তব্যটা ছিল এ রকম—

> 'যার আজকের দিন গতকালের মতো হলো, সে বোকা। আর যার আজকের দিন গতকালের চেয়ে খারাপ গেল, সে তো অভিশপ্ত।'

তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন—তাদের কোনো একটা দিন, দিনের কোনো একটা অংশ অথবা ক্ষুদ্র মুহূর্তও যেন বিফলে চলে না যায়; যা থেকে তারা উপকারী জ্ঞান, সৎকাজ অথবা আত্মিক উন্নতির পাথেয় সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির উপকার করতেও সমর্থ না হন কিংবা জীবনের কোনো একটা সময় নিরর্থক কেটে যায়। তারা চাইতেন, উপলব্ধির ফাঁক দিয়ে হলেও সামান্য কিছু সময় অপচয় না হোক কিংবা স্রোতে ভেসে না যাক।

www.QuranerAlo.net

Contents

নিজের কিংবা আশপাশের কারও জ্ঞানগত, বিশ্বাসগত কিংবা সৎকর্মের উন্নতির কাজে আসা ছাড়া কোনো একটি দিন কেটে যাওয়াকে তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের নাফরমানি মনে করতেন। মনে করতেন, তারা বুঝি সময়ের বুকে খঞ্জর চালিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন—

> 'সাধারণত আমি কোনো ব্যাপারে আফসোস করতাম না। আমার আফসোস ছিল একটা জায়গায় আর তা হলো—একটি দিনের সূর্য অস্ত চলে গেল, নির্ধারিত সময় কমে গেল, কিন্তু আমার কর্মে কিছু যোগ হলো না!'

অন্য একজন বলেছেন—

> 'যে দিনটি আমাকে অতিক্রম করল, কিন্তু আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য আমার জ্ঞানকে বাড়িয়ে দিলো না, সে দিনের সূর্যোদয় আমার ওপর কোনো বরকত নিয়ে এলো না।'

অনেকে এটি রাসূলের হাদিস বলেছেন। ইবনে তাইমিয়ার মতে—এটা রাসূলের কথা নয়। তিনি *মিফতাহুস সায়াদাহ* গ্রন্থে বলেছেন, এটাকে সাহাবি বা তাবেয়ির কথা ধরাই যথেষ্ট।

একজন কবি বলেছেন—

اذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى
ولم استفد علما فما ذاك من عمري

'একটি দিন গেল চলে,
সত্যের কিছুই ধরা দিলো না।
এ কেমন জীবন বলো,
কী হবে আমার তাহলে?'

হাকিম (রহ.) বলেন—

> 'যার জীবন থেকে একটি দিন চলে গেল, আর কোনো কর্তব্য সম্পাদন করতে পারল না, কোনো ফরজ আদায় করতে পারল না, আপন মর্যাদায় কিছু যোগ করতে পারল না, কোনো প্রশংসা অর্জন করতে পারল না, কল্যাণকর কিছু প্রতিষ্ঠা করতে পারল না, কোনো জ্ঞানও অর্জন করতে পারল না, সে তার দিনটির বুকে ছুরি চালাল এবং নিজের ওপর জুলুম করল।'

www.QuranerAlo.net

সময় কাটানো

এটা ছিল আমাদের সালাফদের সময়ের প্রতি মনোযোগ এবং মূল্যায়ন কিংবা অবমূল্যায়নের ভয়াবহতার আলোচনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ মুসলিমদের মধ্যে সময় অপচয়ের যে অবস্থা দেখা যায়, তাতে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। তাদের অবস্থা অপচয় ছাড়িয়ে অপব্যয়ের পর্যায়ে নেমে এসেছে। এ অবস্থা দেখে সচেতন যে কারোর-ই হৃদয় কেঁদে উঠবে।

বাস্তবিকপক্ষে সময় অপচয়ের বোকামি যেকোনো সম্পদ অপচয়ের বোকামির চেয়েও ভয়াবহ। সম্পদ অপচয়কারীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার সুযোগ রয়েছে। সময় অপচয়-অপব্যয়কারীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ আরও বেশি জরুরি। কারণ, হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়া যায়, কিন্তু সময় চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না; তার কোনো প্রতিদানও নেই।

আজকাল দুটো শব্দ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্লাব, রেস্তোরাঁ, আড্ডায় বহুল ব্যবহৃত শব্দ দুটো হলো—সময় কাটানো। আমরা সময় ঘাতকদের দেখি—দিন নেই, রাত নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিকেট খেলা দেখা, নাটক-সিনেমা দেখা, পাশার প্লেট, দাবার ঘর, তাস খেলায় মগ্ন। হালাল-হারামের কোনো বাছবিচার নেই। আল্লাহর জিকির ও সালাতের খবর নেই। দ্বীন-দুনিয়ার দায়িত্বের কোনো হুঁশ নেই। যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়—কেন? কেন এসব করছ? কেন এভাবে সময়ের অপচয় করছ? তারা স্পষ্ট জবাব দেবে, 'আমরা তো অবসর সময় কাটাচ্ছি।'

এই মিসকিনরা জানে না, অবসরের নামে নিজের সময় হেলায় কাটিয়ে দেওয়া প্রকৃতপক্ষে নিজের জীবনটাকেই অবহেলায় কাটিয়ে দেওয়ার নামান্তর। সে সময় কাটানোর নামে মূলত নিজেকেই হত্যা করছে। এটি ধীরগতির আত্মহত্যা—যা একজন ব্যক্তি কিংবা বেশ কিছু মানুষের ওপর সংঘটিত হয়, কিন্তু তার ওপর কারও সাজা হয় না। কীভাবে সাজা হবে? এই হত্যাযজ্ঞ কেউ উপলব্ধিই করতে পারে না এবং তার ভয়াবহতাও বুঝতে পারে না।

অবসরের গনিমত

এই গনিমত সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অসচেতন। তার মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ। তার শোকর যথাযথভাবে আদায় করে না। এই গনিমতটির নাম 'অবসর'।

www.QuranerAlo.net

Contents

ইমাম বুখারি ইবনে আব্বাসের সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন—

> 'আল্লাহর দুটো নিয়ামতের সাথে বহু মানুষ ধোঁকাবাজের মতো আচরণ করবে। নিয়ামত দুটো হলো—সুস্থতা ও অবসর।' বুখারি : ৬৪১২

এখানে অবসর বলতে পরকালীন মুক্তির কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য সকল প্রকার দুনিয়াবি ব্যস্ততা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত থাকাকে বোঝানো হয়েছে। অনেক হাদিসে উপার্জন এবং রিজিক সন্ধানের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই হাদিসটি সেগুলোর বিরোধী নয়; যতক্ষণ না এটি তাকে জীবন ও দুনিয়া তালাশের ব্যস্ততায় ডুবিয়ে দেয় কিংবা আল্লাহর হক আদায়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

ধোঁকাবাজি মূলত বেচাকেনা ও ব্যাবসার ক্ষেত্রে হয়। আল্লামা মানাবির মতো অনেকে একজন মুকাল্লিফকে ব্যবসায়ীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুস্থতা ও অবসরকে তুলনা করেছেন মূলধনের সঙ্গে। কারণ, এটা মুনাফার উপকরণ ও সাফল্যের প্রারম্ভ। সুতরাং যে আল্লাহর সাথে তাঁর আদেশ অনুযায়ী আচরণ করবে, সে মুনাফা পাবে। আর যে শয়তানের অনুসরণ করবে, সে মূলধন হারাবে।

আরেকটি হাদিসে এসেছে—

> পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গনিমত হিসেবে গ্রহণ করো। তার মধ্যে একটি হলো—ব্যস্ততার পূর্বে অবসর।'

অবসর সব সময় অবসর থাকে না। তাকে ভালো অথবা মন্দ যেকোনো একটি দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। যে তার নফসকে সত্যমুখী কাজে লাগায় না, তার নফস তাকে ন্যায়ভ্রষ্ট কাজে জড়িয়ে ফেলে। সুতরাং সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যে তার নফসকে কল্যাণ ও উপকারী কাজে নিয়োজিত করেছে। আর ধ্বংস তার জন্য, যাকে তার নফস মন্দ ও বিশৃঙ্খলার কাজে লিপ্ত করেছে।

সালাফের মধ্যে অনেকে বলতেন—

> 'নির্ঝঞ্ঝাট অবসর সময়টুকু এক মহান নিয়ামত। আল্লাহর যে বান্দা নফসের ওপর প্রবৃত্তির দরজা উন্মুক্ত করে দিয়ে এ নিয়ামত কাজে লাগায় না এবং বাসনার তৃপ্তি মেটাতে মেটাতে শেষ করে দেয়, আল্লাহ তার হৃদয়ের নিয়ামতকে (চিত্তের প্রশান্তি) বিক্ষিপ্ত করে দেন। তার অন্তরের নিষ্কলুষতা ছিনিয়ে নেন।'

www.QuranerAlo.net

Contents

গ্রন্থকার হিকাম বলেন—

> 'তুমি পিছিয়ে পড়লে; যদি তুমি কোনো কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করো কিংবা গ্রহণ করার পর তার প্রতি মনোযোগী না হও। তোমার বিপত্তিগুলো বেড়ে যাবে, আর তুমি মহিমান্বিত অভিভাবকের দিকে ফিরে যেতে পারবে না।'

সালফে সালেহিনরা কোনো লোকের দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবি কাজ ছেড়ে অলসভাবে বসে থাকাকে খুবই অপছন্দ করতেন। কারণ, অবসর তার সঙ্গীর ওপর প্রতিশোধ নেয়। এটা পুরুষ ও মহিলা সবার জন্যই প্রযোজ্য। কথায় আছে—'পুরুষের অবসর অকর্মণ্যতার আর নারীর অবসর কামনার।' অর্থাৎ, সহজাত কামনা জাগ্রতকারী এবং বাসনার চিন্তায় মশগুলকারী। আজিজের স্ত্রীর ইউসুফের সাথে সম্পর্ক, তাঁর প্রতি আসক্তি, তাঁর জন্য ফাঁদ পাতা এবং তাঁকে ফাঁসানো—সবকিছুর পেছনেই ছিল তার অবসর জীবন-পদ্ধতি।

অবসরের ভয়াবহতা ঠিক তখন বৃদ্ধি পায়, যখন তার সাথে যৌবন যুক্ত হয়। স্বভাবতই যৌন বাসনা ও প্রাচুর্যের কারণে মানুষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকে ধাবিত হয়। আর্থিক সক্ষমতার মাধ্যমে সে তার চাহিদা পূরণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আবুল আতাহিয়্যাহ তাঁর *আরজুজাতিহ* গ্রন্থে বলেন—

ان الشباب والفراغ والجده

مفسدة للمرء اي مفسده!

> 'যৌবন, অবসর ও প্রাচুর্য—এই তিনটি যখন একসাথে হয়, তখন তা হয় খুবই ভয়ংকর।'

আরেক কবি বলেন—

لقد هاج الفراغ عليه شغلا

واسباب البلاء من الفراغ

'ব্যস্ততার আগমনে
অবসর গেছে পালিয়ে,
দুর্ভোগের অন্তরালে
সেই অবসরই গেছে হারিয়ে।'

www.QuranerAlo.net

Contents

অর্থাৎ, অবসরই মানসিক যন্ত্রণা, কামনা কিংবা দিবাস্বপ্নে বিভোর মনের জন্ম দিয়েছে। এর দ্বারা ইহজগৎ কিংবা পরজগতে বেদনা ছাড়া কোনো ফল আশা করা যায় না।

কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা

সময়ের মূল্য উপলব্ধিকারী সকল মুমিনের উচিত হবে নিজেকে যথাসম্ভব কল্যাণের কাজে ডুবিয়ে রাখা। খুঁটি ধরে কিংবা আলস্যের আবরণে কল্যাণের কাজে সাড়া দেওয়া যথেষ্ট নয়। কিছু কাজ করে বাকিটা রেখে দেওয়া কিংবা আজকের দিনের কাজ পরের দিনের জন্য রেখে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই; তা দুর্বলতা কিংবা অপারগতা যে কারণেই হোক না কেন। কবি বলেন—

ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل

الى غد ز ان يوم الغاجزين غد!

'অলসতা আমার কাজকে
রেখে দিতে পারে না আগামীকালের জন্য
আগামীকাল তো তাদেরই
যারা অক্ষম আর অকর্মণ্য।'

নবি করিম ﷺ উম্মাহকে সকাল-সন্ধ্যা জপার জন্য কিছু দুআ-জিকির শিক্ষা দিয়েছেন। তার একটি হলো—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে আশ্রয় চাই। আমি আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে। আপনার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা ও কার্পণ্য থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ঋণের বোঝা এবং মানুষের রোষানল থেকে।' আবু দাউদ : ১৫৫৫

www.QuranerAlo.net

Contents

কুরআন কোনো ব্যস্ততা কিংবা প্রতিবন্ধকতা গ্রাস করার আগে কল্যাণের কাজে অগ্রবর্তী ও প্রতিযোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'প্রত্যেকেরই (প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীরই) একটি দিক (কিবলা) আছে, যে দিকে সে ফিরে (প্রার্থনা করে)। সুতরাং সকল কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন।' সূরা বাকারা : ১৪৮

আহলে কিতাব এবং তাদের ওপর নাজিলকৃত কল্যাণের বিষয়ে বলেছেন—

> 'আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে একটি উম্মতই বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের প্রদত্ত কল্যাণের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করো। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।' সূরা মায়েদা : ৪৮

জান্নাত ও তার নিয়ামতের প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেন—

> 'তোমরা দৌড়ে এসো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা মহাকাশ ও পৃথিবীর মতো। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।' সূরা আলে ইমরান : ১৩৩

অন্য আয়াতে এসেছে—

> 'তোমরা প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে এসো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে আর সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের প্রশস্ততার মতো। এই জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলদের প্রতি। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ অতীব অনুগ্রহপরায়ণ।' সূরা হাদিদ : ২১

আল্লাহ তায়ালা জান্নাত ও মাগফিরাতের দিকে দ্রুততার সঙ্গে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দৌড়ানোর আদেশ দিয়েছেন। জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে দৌড়ানো অর্থ—সেটা লাভের উপকরণের দিকে দৌড়ানো। আর সেটা হলো ঈমান, তাকওয়া ও উত্তম আমল। এখানে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়; কাম্যও বটে—

www.QuranerAlo.net

'এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।'
সূরা মুতাফফিফিন : ২৬

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাছাইকৃত পছন্দের কয়েকজন নবির প্রশংসায় বলেছেন—

'ফলে আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং তাঁর জন্য দান করেছি ইয়াহিয়াকে। আর তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে করে দিয়েছি (সন্তানধারণের) যোগ্য। এরা সবাই ছিল কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতাকারী। তাঁরা আমাকে ডাকত আশা ও ভয় নিয়ে এবং তাঁরা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী।' সূরা আম্বিয়া : ৯০

আহলে কিতাবের সৎকর্মশীল লোকদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন—

'তারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং ভালো কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে এবং মানব কল্যাণে তৎপর থাকে। এরা সালেহ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।' সূরা আলে ইমরান : ১১৪

মুনাফিকদের নিন্দাবাদের সময় কুরআনের ভাষ্য ছিল—

'তারা যখন সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়, তখন আলস্যের সাথে দাঁড়ায়।' সূরা নিসা : ১৪২

মহান আল্লাহ আরও বলেন—

'তারা নামাজে আসে অলসতার সাথে, আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে।' সূরা তাওবা : ৫৪

'তাদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে নিষেধ করার কারণ হলো, তারা কুফরি করেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আলসেমি ছাড়া তারা সালাতে আসে না, আর অনিচ্ছাকৃত ছাড়া দান করে না।' সূরা তাওবা : ৫৪

নবি করিম ﷺ কোনো প্রতিবন্ধকতা কিংবা বিপদ আসার আগে ঝটপট কিছু কাজ সেরে রাখার পরামর্শ দিতেন। তিনি বলেন—

'তোমরা কার্য সম্পাদনে সাতটি বিষয়ের অগ্রগামী হও। তোমরা কি এমন দরিদ্রতার অপেক্ষায় আছ—যা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলিয়ে দেয়

www.QuranerAlo.net

Contents

অথবা এমন ধনবান হওয়ার, যা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যাচারে লিপ্ত করে অথবা এমন রোগের, যা স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দেয় অথবা নির্বোধে পরিণতকারী বার্ধক্যের অথবা এমন মৃত্যুর, যা হঠাৎ করেই এসে যায় অথবা অপেক্ষা করছ দাজ্জালের অপেক্ষমাণ অদৃশ্য অমঙ্গলের অথবা কিয়ামতের? আর কিয়ামত তো আরও বিভীষিকাময়, আরও তিক্ত।' তিরমিজি

তিনি আরও বলেন—

'যে লোক ভয় পায়, সে ভোররাতেই যাত্রা শুরু করে, আর ভোররাতেই যে লোক যাত্রা শুরু করে, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। জেনে রেখ, আল্লাহ তায়ালার পণ্য খুবই দামি। জেনে রেখ, আল্লাহ তায়ালার পণ্য হলো জান্নাত।' তিরমিজি

দিনরাতের বিবর্তন থেকে শিক্ষা

একজন মুমিনকে প্রত্যেকটি দিন ও রাত থেকে কিছু শিক্ষা সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, প্রতিটি দিন ও রাত নতুনকে জীর্ণ করে তোলে। দূরের জিনিসকে কাছে নিয়ে আসে। জীবনকে ভাঁজ করে গুটিয়ে ফেলতে থাকে। ছোটোকে বড়ো করে তোলে। বড়োকে জীবন সন্ধিক্ষণে পৌঁছে দেয়। যেমনটা কবি বলেছেন—

اشاب الصغير وافنى الكبير * كر الغداة ومر العشي

اذا ليلة أهرمت يومها * أتى بعد ذلك يوم فتي

'প্রত্যুষের আগমনে সাঁঝের প্রস্থান ঘটেছে,
যুবককে করেছে বৃদ্ধ, বৃদ্ধকে ফেলেছে কবরে।
দিনকে বৃদ্ধ করেছে রাতের আগমনে,
আবারও যুবক দিন এসে হাজির, তার প্রস্থানে।'

সময় আপন গতিতে চলবে। দিনরাতের পরিবর্তনও অব্যাহত থাকবে তার আপন গতিতে। আর একজন মুমিন তা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করবে না,

www.QuranerAlo.net

Contents

তা নিয়ে কোনো চিন্তা করবে না—এমনটা হতে পারে না। চলে যাওয়া প্রত্যেকটি দিন, গত হওয়া প্রত্যেকটি ঘণ্টা এবং কেটে যাওয়া প্রত্যেকটি ক্ষণে জীবন ও দুনিয়ায় বহু কিছু ঘটে যায়। তার কিছু দেখা যায়, আবার কিছু দেখা যায় না; কিছু জানা যায়, কিছু জানা যায় না। কিছু জমি আবাদি হয়। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গাছ জন্মায়। গাছে ফুল আসে। ফুল থেকে ফল-ফসল হয়। ফল-ফসল ঘরে তোলা হয়। শস্য শুকিয়ে খড়কুটো হয়ে পড়ে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নেয়। একটা ভ্রূণ বেড়ে ওঠে এবং তার শরীর গঠিত হয়। শিশুর জন্ম হয়। সে বেড়ে ওঠে। যুবক হয়। যুবক মধ্য বয়সে এসে দাঁড়ায়। মধ্যবয়সি বৃদ্ধদের কাতারে চলে যায়। আর বৃদ্ধ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়।

ওপরের আসমান এবং নিচের জমিন তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘোরার সাথে সাথে মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রাচুর্য-দরিদ্র, সুস্থতা-রোগ-বালাই, খুশি-বেদনা, কষ্ট-আরাম এবং সুদিন-দুর্দিনও ঘুরতে থাকে। এই সবকিছুতেই জ্ঞানীর জন্য রয়েছে নিদর্শন। হৃদয়বানের জন্য রয়েছে উপদেশ। চক্ষুষ্মানের জন্য রয়েছে শিক্ষা। যে জ্ঞানীর মতো চিন্তা, চিত্তবানের মতো উপলব্ধি এবং চাক্ষুষ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, দিনরাতের আসা-যাওয়া তার কোনো উপকার করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য।' সূরা আলে ইমরান : ১৯০

তিনি আরও বলেন—

> 'আল্লাহ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য চিন্তার উপকরণ রয়েছে।' সূরা নুর : ৪৪

সময় বিন্যাস

একজন মুমিন-মুসলমানকে তার দুনিয়াবি ও দ্বীনি কাজের অত্যাবশ্যকীয় এবং আরও অন্য যেসব কাজ করতে হয়, তার আলোকে সময়কে গুছিয়ে পরিকল্পনা করতে হয়; যেন একটি অন্যটির ওপর প্রাধান্য না পায়। গুরুত্বহীন কাজ গুরুত্বপূর্ণ কাজের ওপর প্রাধান্য না পায় কিংবা সাধারণ গুরুত্ববহ কিছু অধিক গুরত্ববহ কিছুর ওপর প্রাধান্য না পায়। সময়ের মাঝে শেষ করতে হবে—এমন কিছু সময়ের বাধ্যবাধকতামুক্ত কাজের

www.QuranerAlo.net

Contents

ওপর প্রাধান্য না পায়। যে কাজটি তাৎক্ষণিক করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, অন্য কাজ বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিক সেই কাজ করতে হবে। আর যে কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, সে কাজ যথাসময়ে শেষ করতে হবে।

নবিজি ﷺ ইবরাহিম (আ.)-এর সহিফা থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> 'একজন বিবেকবানের চারটি সময় থাকবে (যতক্ষণ সে প্রবৃত্তি বিবেকের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না)।
>
> - একটা সময় সে তার রবের কাছে চাওয়া-পাওয়ার কথা বলবে।
> - একটা সময় সে নিজেকে মূল্যায়ন করবে।
> - একটা সময় আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাববে।
> - আর একটা সময় তার খাবার-পানীয়ের জন্য খালি রাখবে।'[৪]

মানুষের মধ্যে যারা অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করে আছেন, যাদের নিয়মিত ব্যস্ততা আছে, তারা সময় ভাগ করে নেওয়া এবং বিন্যাসের অধিকতর মুখাপেক্ষী। কারণ, তাদের দায়িত্বের গণ্ডি সাধারণের চেয়ে ব্যাপক। তারা ভালো করেই উপলব্ধি করেন, সময়ের চেয়ে দায়িত্বের ভার অনেক বেশি।

'সময়' বিন্যাসের সময় একটা অংশ বিশ্রাম এবং একটা অংশ বিনোদনের জন্য রাখতে হবে। কারণ, লম্বা সময় ধরে একাগ্রতার সাথে কাজ করার পর আত্মা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শরীরের মতো অন্তরেরও ক্লান্তি আসে। তাই যে সুযোগ পাবে, সে হালাল বিনোদনের সুযোগগুলো গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে আলি (রা.) বলেছেন—

> 'নিয়মিত বিরতিতে তোমাদের হৃদয়-মনের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করো। কারণ, মনের ওপর জবরদস্তি হলে সে অন্ধ (দিশেহারা) হয়ে পড়ে।'

একজন মুসলিম ব্যক্তির উচিত হবে না নফসের ওপর বাড়াবাড়ি রকমের চাপ নেওয়া। এই বাড়তি চাপ মানসিক শক্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে, যা স্বাভাবিক গতিকে পরিবর্তন করে দেবে। তার নিজের, পরিবার ও সমাজের অধিকার গৌণ করে দেবে। এই বাড়াবাড়ি আল্লাহর ইবাদত তথা সিয়াম, তাহাজ্জুদ কিংবা দুনিয়াবিমুখতা অথবা তাপস্য—কোনো ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত নয়!

---

[৪]. সহিহ ইবনে হিব্বান ও মুসতাদরাকে হাকিম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

www.QuranerAlo.net

Contents

এজন্যই নবি ﷺ যখন দেখলেন, সাহাবিরা তাঁর পেছনে রাতের নামাজে দীর্ঘ সময় ব্যয় করছে, তখন তিনি তাদের বললেন—

> 'তোমরা তোমাদের সাধ্যের আলোকে নেক কাজ করো। কারণ, আল্লাহ তোমাদের আগে বিরক্ত হবেন না। আর আল্লাহর দরবারে সর্বোত্তম নেক কাজ হলো যা নিয়মিত করা হয়; তা পরিমাণে কম হলেও।' বুখারি ও মুসলিম

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

> 'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে, দ্বীন তার ওপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং (মধ্যপন্থার) নিকটে থাকো। আশান্বিত থাকো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদত সহযোগে) সাহায্য চাও।' বুখারি ও নাসায়ি

আর যারা কুরআন তিলাওয়াত, রাতের সালাত এবং সিয়ামে বাড়াবাড়ি করেন, তাদের তিনি মধ্যপন্থা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন—

> 'তোমার ওপর তোমার শরীরের কিছু অধিকার রয়েছে। তোমার পরিবারের কিছু অধিকার রয়েছে। তোমার স্ত্রীর কিছু অধিকার রয়েছে।' বুখারি ও মুসলিম

আনুগত্য এবং তপস্যায় সীমালঙ্ঘনকারী একটি দলকে উদ্দেশ্য করে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ও মুত্তাকি। কিন্তু আমি রাতে সালাতে দাঁড়াই আবার ঘুমাইও। (নফল) সাওম পালন করি আবার সাওম ছেড়েও দিই। আমি নারীদের বিবাহও করেছি। যে আমার চলার পথ (সুন্নাহ) থেকে বিমুখ হলো, সে আমার দলভুক্ত নয়।' বুখারি : ৫০৬৩, মুসলিম : ১৪০১

এটাই নবির সুন্নাহ। এটাই নবি করিম ﷺ-এর চলার পথ। এই পথ আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুর মাঝে সমন্বয় করে তৈরি করে। আর এটাই হলো আত্মার প্রশান্তি এবং প্রতিপালকের অধিকারের ভারসাম্য তৈরির পথ।

এখান থেকে বোঝা গেল, সময়ের একটা অংশ বৈধ বিনোদনের কাজে ব্যবহৃত হওয়া দোষের কিছু নয়। তা সকল প্রকার বৈধ চাকচিক্য, আকর্ষণ,

www.QuranerAlo.net

Contents

উপভোগ্য কিছু অথবা খেলাধুলা হতে পারে। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবি হানজালা (রা.) নিজেই নিজের ওপর মুনাফিকির অপবাদ দিলেন। ঘর-সংসার, সন্তান-সন্ততি এবং রাসূলের সাথে নিজ সম্পর্কের তুলনা করে তাঁর এরূপ মনে হয়েছিল। রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন—

> 'হানজালা! যদি তোমরা আমার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই অবস্থার ওপর অটল থাকো, তবে ফেরেশতারা পদে পদে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করবে। কিন্তু হানজালা! সেটা ঘণ্টায় ঘণ্টায়।' মুসলিম

এখানে 'ঘণ্টায় ঘণ্টায়' অর্থ—এক ঘণ্টা তাঁর রবের জন্য, আরেক ঘণ্টা তাঁর নিজের জন্য। এটাই মুসলমানের চরিত্র। এর সমর্থনে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে।

আসমায়ি (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'তিনি একটি উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক মহিলাকে দেখলেন, তাঁর হাতে তসবির জপমালা। তিনি সেটাতে কারুকার্য করছেন। তাতে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে বললাম—"কোথায় এই কাজ আর কোথায় সেই কাজ?" অর্থাৎ, এই সৌন্দর্যবর্ধন কিংবা বিনোদনমূলক কাজ তোমাকে ইবাদত এবং তাসবিহ পাঠ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তখন মহিলা একটি শ্লোক শোনালেন—
>
> ولله مني جانب لا أضيعه
>
> وللهو مني والبطالة جانب!
>
> "একগুচ্ছ সময় বরাদ্দ আল্লাহর জন্য
> কোনো হেলা করি না তাতে
> আর একগুচ্ছ সময় রেখেছি
> বিনোদন ও নৈপুণ্য প্রদর্শনে।"'

আসমায়ি (রা.) বলেন, 'আমি বুঝলাম তিনি একজন সৎকর্মশীল মহিলা। তিনি তাঁর স্বামীর জন্য কিছু কারুকাজ করছেন।'

www.QuranerAlo.net

Contents

উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ

সকল মুসলিমকে জানতে হবে—সময় তার মন, জবান, শরীর কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে কোন কাজটি দাবি করছে। তাকে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কাজে মনোনিবেশ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, যেন গুরুত্ব এবং প্রয়োজনভেদে সবকিছুকে যথাস্থানে রাখতে পারে। আর তা আল্লাহর দরবারে যথাযথভাবে কবুল হয়।

আবু বকর (রা.) উমর (রা.)-কে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার সময় উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

> 'শোনো! দিনে আল্লাহর কিছু কাজ রয়েছে, যা রাতে কবুল হবে না, আর রাতের কিছু কাজ রয়েছে, যা দিনে কবুল হবে না।'

স্থান-কাল-পাত্র চিন্তা না করে কাজ হাতে পেলেই করে ফেলা হবে—এটা ঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হলো, প্রতিটি কাজ উপযুক্ত সময়ে করা। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা অনেক ইবাদত এবং ফরজ কাজের সময়কে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সময়ের আগে করাও জায়েজ নয় আবার পরে করারও সুযোগ নেই। তিনি এর দ্বারা আমাদের বুঝিয়েছেন, কোনো কোনো কাজ তার নির্দিষ্ট সময়ের আগেও কবুল করা হবে না, পরেও না। আল্লাহ তায়ালা সালাত সম্পর্কে বলেন—

> 'নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের ওপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।' সূরা নিসা : ১০৩

সাওম সম্পর্কে বলেন—

> 'কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোজা রাখবে।' সূরা বাকারা : ১৮৫

হজ সম্পর্কে বলেন—

> 'হজে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত।' সূরা বাকারা : ১৯৮

জাকাত সম্পর্কে বলেন—

> 'তার অংশ ফসল সংগ্রহের দিন পরিশোধ করে দাও।' সূরা আনআম : ১৪১

অন্তরের কর্মও জবানের কর্মের মতো। এটাও নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্টকালে করতে হয়।

www.QuranerAlo.net

জ্ঞানীগণ বলেন, বান্দার সময় চার ধরনের হবে, যাতে পঞ্চম বলে কিছু নেই।

- নিয়ামত
- বিপদ
- আনুগত্য
- অবাধ্যতা।

এগুলোর প্রত্যেকটিতেই আল্লাহর দাসত্বের সুযোগ রয়েছে। রব হিসেবে তাঁর যে অধিকার, সেই দাবি এগুলোর প্রত্যেকটিতেই রয়েছে।

যার সময় আনুগত্যের মাঝে চলছে, তার পক্ষে রবের অধিকার আদায়ের পথ হচ্ছে—তার ওপর বর্ষিত আল্লাহর দয়া ও করুণার সাক্ষ্য দেওয়া। কারণ, আল্লাহ তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন। তার ওপর অবিচল থাকার সুযোগ দিয়েছেন।

যার সময় নিয়ামতের মধ্য দিয়ে চলছে, তার পথ হচ্ছে শোকর আদায় করা এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। যার সময় অবাধ্যতায় চলছে, তার পথ হচ্ছে তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা।

যার সময় বিপদের মধ্য দিয়ে চলছে, তার ওপর রবের অধিকার হচ্ছে সন্তুষ্টি ও সবর। এখানে সন্তুষ্টির অর্থ—আল্লাহর আরোপিত সকল অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে থাকা। আর সবরের অর্থ—আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হৃদয়ের অবিচলতা ধরে রাখা।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের এই কথাটি কুরআন-হাদিসের কথারই সমর্থক।

আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'হে নবি! বলো, এটি (কুরআন) এসেছে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়ায়। সুতরাং এর জন্য তারা উৎফুল্ল ও আনন্দিত হোক। তারা যা জমা করে, এটি তার চাইতেও উত্তম।' সূরা ইউনুস : ৫৮

নিয়ামতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'তাদের (সাবা নগরের অধিবাসীদের) বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের প্রভুর দেওয়া জীবিকা ভোগ করো আর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। কত উত্তম নগরী এটি এবং ক্ষমাশীল (এ নগরীর) প্রভু!' সূরা সাবা : ১৫

www.QuranerAlo.net

Contents

অবাধ্যতার জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে নবি! লোকদেরকে আমার এ কথা বলে দাও—হে আমার বান্দারা—যারা নিজেদের প্রতি জুলুম-অবিচার করেছ! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত পাপই ক্ষমা করে দেবেন। কারণ, তিনি তো পরম ক্ষমাশীল এবং অতীব দয়াবান।' সূরা জুমার : ৫৩

বিপদের জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা নেব ভয়-ভীতি দিয়ে, ক্ষুধা-অনাহার দিয়ে এবং অর্থ-সম্পদ, জান-প্রাণ ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে। তবে সুসংবাদ দাও সবর অবলম্বনকারীদের। যারা বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত হলে বলে—"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব।"' সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৬

সহিহ মুসলিমে নবি ﷺ থেকে এসেছে—

> 'মুসলমানের কর্ম আসলেই বিস্ময়কর! ভালো-মন্দ সব অবস্থায়ই নিজ কল্যাণের সুযোগ রয়েছে। মুসলিম ভিন্ন অন্য কারও এ সুযোগটি নেই। যখন তার মাঝে স্বাচ্ছন্দ্য আসে আর সে শোকর আদায় করে, এটা তাকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। আবার যখন তাকে দুঃখ-কষ্ট গ্রাস করে, তখন সে সবরের পথ গ্রহণ করে; এখানেও নিশ্চিত কল্যাণ।'

মর্যাদাবান সময় অনুসন্ধান

একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের উচিত হবে, কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। কিছু সময়কে অন্য সময়ের ওপর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ সময়গুলো আধ্যাত্মিক শক্তি অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি। এ সময়ে নেক কাজ তাকে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখবে। হাদিসে এসেছে—

> 'তোমাদের রব তোমাদের সময়ের কিছু অংশকে সুশোভিত করেছেন, তাকে গ্রহণ করো।' তাবরানি

www.QuranerAlo.net

Contents

এই বিশেষায়িতকরণ শুধু তাঁর উলুহিয়্যাতের সাথে যায়। তিনি তাঁর দয়া-কৃপা যাকে ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা ঢালতে পারেন।

এটা ঠিক, আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে অন্যদের ওপর মর্যাদাবান করেছেন। কিছু প্রজাতিকে অপর প্রজাতিগুলোর ওপর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। কিছু জায়গাকে অন্য জায়গাগুলোর ওপরে স্থান দিয়েছেন। কুরআনের ভাষায়—

> 'তোমার প্রভু যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন; এতে তাদের কোনো হাত নেই। আল্লাহ সেসব থেকে পবিত্র ও মহান, যাদের তারা তাঁর সাথে শরিক করছে।' সূরা কাসাস : ৬৮

আল্লাহ তায়ালা রাতের শেষ তিন ভাগের একভাগ তথা সেহরির অংশকে মর্যাদাবান করেছেন।

এ সময় তিনি প্রতি রাতে বান্দাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন এবং স্বীয় মহিমাময় পদ্ধতিতে তাদের কাছে নেমে আসেন। আর ঘোষণা করেন—

> 'হে আমার বান্দারা! তোমাদের মধ্যে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছে? আমি তাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক। কোনো তওবাকারী আছে? আমি তার তওবা কবুল করব। কোনো সাহায্যপ্রার্থী আছে? কোনো আহ্বানকারী আছে?' মুসলিম, মুসনাদে আহমদ

তিনি এভাবেই ফজর পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।

এ কারণেই আল্লাহ মুত্তাকি-মুহসিনদের গুণ বর্ণনায় বলেছেন—

> 'মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাতে আর ঝরনাধারায়। তাঁরা সেখানে উপভোগ করবে তাঁদের প্রভুর দেওয়া নিয়ামতরাজি। কারণ, ইতঃপূর্বে (পৃথিবীর জীবনে) তাঁরা ছিল কল্যাণপরায়ণ পুণ্যবান। তাঁরা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় ব্যয় করত, শেষ রাতে তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থনা করত।' সূরা জারিয়াত : ১৫-১৮

সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে তিনি জুমার দিনকে মর্যাদাবান করেছেন। এই দিনটি মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদ। এতে রয়েছে জুমার সালাত, রয়েছে জুমা উপলক্ষ্যে মিলনমেলা। আর এতে রয়েছে এমন একটি সময়, যে সময়ে মুসলিমরা আল্লাহর কাছে কল্যাণকর কিছু চাইলে তিনি তাতে সাড়া দেন।

www.QuranerAlo.net

হাদিসে এসেছে—

> 'যে প্রথম সময়ে জুমায় শামিল হলো, সে যেন একটা হৃষ্টপুষ্ট উট কুরবানি দিলো। যে দ্বিতীয় সময়ে এলো, সে যেন একটা গরু কুরবানি দিলো। এরপর যে এলো, সে যেন বকরি কুরবানি দিলো। এরপর যে এলো, সে মুরগি এবং সবশেষে যে এলো, সে ডিম কুরবানির সমান নেকি অর্জন করল। অতঃপর যখন খতিব মিম্বরে আরোহণ করার সময় হয়, ফেরেশতারা তাদের কাতারগুলো ঘিরে ফেলেন।' বুখারি : ৮৮১

আল্লাহ তায়ালা বছরের দিনগুলোর মধ্যে জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী আরাফার দিন। বলা যায়, এটা সারা বছরের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন। ইবনে আব্বাসের সূত্রে সহিহ সনদে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে—

> 'আল্লাহর কাছে এই দিনগুলোতে (আশুরার ১০ দিন) নেক আমলের চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয় কোনো আমল নেই। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন—"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়?" তিনি বলেন—"আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে জিহাদে বের হলো এবং ফিরে এলো না; তার কথা ভিন্ন।"' বুখারি

বছরের মাসগুলোর মাঝে আল্লাহ রমজান মাসকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। এই মাসটিতে তিনি মানবজাতির পথনির্দেশ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। সিয়াম ফরজ করেছেন। রাতের সুন্নাত সালাতকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। অধিক পরিমাণে আমলে সালেহ করাকে করেছেন মুস্তাহাব। সুতরাং এটা ইবাদতের মৌসুম। সৎকর্মশীলদের ব্যাবসাক্ষেত্র। জান্নাতের পথের যাত্রীদের প্রতিযোগিতার ময়দান। আমাদের সালাফরা বিপুল উৎসাহ এবং অধীর আগ্রহের সাথে রমজানের প্রতীক্ষায় থাকতেন। তারা রমজানকে স্বাগত জানাতে 'পবিত্র ক্ষণ' শব্দটি ব্যবহার করতেন। তারা এর মাধ্যমে নিজেদের দোষ-ত্রুটির আবর্জনা এবং পাপরাশির ময়লা ধুয়ে ফেলতে চাইতেন। আর আল্লাহ তো তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।

www.QuranerAlo.net

Contents

উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম ﷺ রমজানের শুরুর দিকে কোনো একদিন বলেন—

> 'তোমাদের মাঝে বরকতে পরিপূর্ণ রমজান মাস এসেছে। আল্লাহ তোমাদের বরকতে আচ্ছাদিত করে দেবেন। তোমাদের ওপর রহমত নাজিল করবেন। তোমাদের ভুলগুলো কমিয়ে দেবেন। তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। আল্লাহ এ মাসে তোমাদের আগ্রহ এবং প্রতিযোগিতা দেখবেন। তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করবেন। তোমাদের কল্যাণকর কাজগুলো আল্লাহর সামনে প্রদর্শন করো। কত দুর্ভাগ্যবান সে, এই মাসে যে আল্লাহ জাল্লাজালালুহুর রহমত থেকে বঞ্চিত হলো।' ইমাম সুয়ুতি : জামিউল কাবির, তাবরানি

রমজানের পুরো মাসটিই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শেষ এক-তৃতীয়াংশ বা শেষ ১০ দিন। তার গুরুত্ব দুটো কারণে—

প্রথমত : এটা মাসের শেষ ভাগ। আর শেষ কাজটা সুন্দর হওয়ার বেশি দাবি রাখে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে উল্লেখিত একটি দুআ আছে—

> 'হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ ভাগকে করো সর্বোত্তম। শেষ কর্মগুলো যেন হয় সবচেয়ে ভালো। আর সর্বোৎকৃষ্ট দিনটি যেন হয় তোমার সাথে সাক্ষাতের দিন।' তাবরানি

দ্বিতীয়ত : এটা হলো কদরের সম্ভাবনাময় সে রাত, যে রাতকে আল্লাহ হাজার রাতের চেয়ে উত্তম করেছেন। যার মহিমা বর্ণনায় কুরআনের একটি সূরা নাজিল করেছেন—

> 'আমি একে নাজিল করেছি শবেকদরে। শবেকদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? শবেকদর হলো হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।' সূরা কদর : ১-৫

কুরআনের আলোকে এ রাত যে রমজান মাসে এটা নিশ্চিত। এই মাসে কুরআন নাজিল হয়েছে। এই মাসের শেষ তিন ভাগের একভাগে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করার ব্যাপারে হাদিসেও নির্দেশনা এসেছে।

www.QuranerAlo.net

Contents

নবি করিম ﷺ যখন রমজানের শেষ ১০ দিনে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি তাঁর কাপড়কে শক্ত করে বাঁধতেন। রাতকে প্রাণবন্ত করতেন, পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন; আর এ সময়কে ইতেকাফের জন্য বরাদ্দ করতেন।

রমজানের পর আল্লাহ তায়ালা হারাম মাসগুলোকে সম্মানিত করেছেন। সেগুলো হলো—রজব, জিলকদ, জিলহজ ও মুহাররম। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আল্লাহর কাছে আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে গণনায় মাস বারোটি। এর মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ। এটাই প্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এ সময় তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করো, যেভাবে তারা সর্বাত্মক লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে। আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন।' সূরা তাওবা : ৩৬

প্রত্যেক মাসেই প্রাণের ওপর আঘাত হারাম, কিন্তু হারাম মাসগুলোতে এটি ভয়ানক রকমের অপরাধ।

মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন

কোনো মুসলিম যদি একটি বরকতপূর্ণ জীবন পেতে চায়, তাহলে তাকে ইসলাম নির্ধারিত দৈনন্দিন জীবন-পদ্ধতির পথে হাঁটতে হবে। এই জীবন-পদ্ধতির দাবি হলো—সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা এবং সকাল সকাল ঘুমোতে যাওয়া।

তার দিন শুরু হবে ফজরের সাথে সাথে অথবা অন্ততপক্ষে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ আগে থেকে। পাপিষ্ঠদের নিশ্বাস বাতাসকে কলুষিত করার আগেই সে পবিত্র নির্মল বাতাসের ছোঁয়ায় সকাল পার করবে। পাপিষ্ঠরা দিনের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার আগে ঘুমের ওপর বিজয়ী হতে পারে না।

এভাবে একজন মুসলিম প্রত্যুষে উঠে তার দিনকে বরণ করে নেবে। রাসূল ﷺ এ সময়টিতে তাঁর উম্মাহর ওপর বরকত ঢেলে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে নিবেদন করেছেন। তাঁর দুআটি ছিল—

> 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের ওপর ভোরবেলায় বরকত বর্ষণ করো।' ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ

www.QuranerAlo.net

Contents

দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলমানরা তাদের দিনের রুটিন বদলে ফেলেছে। তারা গভীর রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকে। ফলে ফজর কাজা হয়ে যায়। সালাফরা অনেকে আশ্চর্য হয়ে বলতেন, 'যে সূর্যোদয়ের পর ফজর নামাজ পড়ে, সে কীভাবে রিজিকপ্রাপ্ত হয়! আশ্চর্য!'

ইমাম বুখারি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন—

> 'ঘুমানোর পর শয়তান তোমাদের ঘাড়ের পেছনে তিনটি গিঁট দেয়। সে প্রত্যেক গিঁটের ওপর প্রহার করে বলে—"তোমার সামনে একটি লম্বা রাত; প্রশান্তির ঘুম ঘুমিয়ে থাকো।" অতঃপর যখন কেউ জাগ্রত হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তার একটি গিঁট খুলে যায়। অজু করার পর আরেকটি গিঁট খুলে যায়। যখন সে সালাত আদায় করে, তখন তার তৃতীয় গিঁটও খুলে যায়। ফলে সে সতেজ এবং পবিত্র মনের একটি সকাল অতিবাহিত করে। অন্যথায় তার সকালটি হয় আলস্যময় এবং দূষিত মনের।' বুখারি : ১১৪২

দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কত বিশাল। যার ঘাড়ের ওপর থেকে শয়তানের সকল গিঁট খুলে গেল, সে প্রত্যুষে আল্লাহর স্মরণ, পবিত্রতা ও সালাতের মাধ্যমে দিন শুরু করল এবং জীবনযুদ্ধের ময়দানে চাঙা শরীর, পবিত্র মন, এবং প্রশস্ত বক্ষে হাজির হলো। আর যে আপন ঘাড়ের ওপর শয়তানের গিঁট নিয়ে দিনাতিপাত করল, তার সকালটা ঘুমে কাটল। ধীর পদক্ষেপে হেলেদুলে পদচারণা করল। তার মন কলুষিত হয়ে পড়ল এবং শরীরটা হলো ভারী ও অলস।

একজন মুসলিম তার দিন শুরু করে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে। ফরজ ও সুন্নাত সালাত আদায় এবং রাসূল থেকে বর্ণিত দুআসমূহ পাঠ করার মাধ্যমে মুমিনের দিন শুরু হবে। রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত কয়েকটি দুআ হলো—

> اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ.
>
> 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় এটি আপনার (প্রদত্ত নিয়ামত) রাতের প্রস্থান এবং দিনের আগমনের মুহূর্ত এবং আপনার প্রার্থনাকারী বান্দাদের প্রার্থনার আওয়াজ সমুন্নত হওয়ার মুহূর্ত : (এই মুহূর্তের বরকতে) আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।' তিরমিজি : ৩৫৮৯, আবু দাউদ : ৫৩০

www.QuranerAlo.net

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

'হে আল্লাহ! প্রভাতে আপনার যে নিয়ামতই আমি লাভ করি অথবা আপনার বান্দাদের কেউ লাভ করে, তা তো আপনারই পক্ষ থেকে। আপনি একক, আপনার কোনো অংশীদার নেই। সব প্রশংসা আপনারই এবং কৃতজ্ঞতাও আপনার।' আবু দাউদ : ৫০৭৩

অতঃপর কুরআনুল কারিম থেকে বিনম্র চিত্তে, গভীর ধ্যানের সাথে বুঝে বুঝে কিছু অংশ তিলাওয়াত করে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

'এই কিতাব (আল কুরআন) আমরা নাজিল করেছি, যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।' সূরা সোয়াদ : ২৯

এরপর পরিমিত পরিমাণ সকালের নাশতা গ্রহণ করে। নাশতা শেষে জীবিকা অন্বেষণ এবং রিজিকের সন্ধানে ছুটে চলে। নিজেকে কোনো একটি হালাল কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য সাধনা করে। আর এই হালাল কাজে তার আয় কম-বেশি যা-ই হোক, সে পরিতৃপ্ত থাকে। সাধারণ কোনো ব্যবস্থাপনা বা পর্যবেক্ষণের কাজ হলেও সে করে। কারণ, মুক্ত ও অবাধ সম্পদ চুরির সুযোগ তৈরি করে দেয়।

এজন্যই ইসলাম সুদ হারাম ঘোষণা করেছে। কারণ, সুদ কোনো বিবর্তন ছাড়াই সম্পদ থেকে সম্পদের জন্ম দেয়। যেখানে কোনো পরিশ্রম, শরিকানা কিংবা লসের আশঙ্কা নেই। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদ বাড়াতে থাকে। সুদখোর শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে—শতকরা ১০ টাকা কিংবা হাজারে একশো আসছে। ছোটোখাটো কোনো দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া এই সম্পদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকে। এটা ইসলামের দর্শনের বিপরীত। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন কাজ এবং দুনিয়াকে আবাদ করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন—

'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন জমিন থেকে এবং তাতেই তোমাদের তামির (প্রতিষ্ঠিত) করেছেন।' সূরা হুদ : ৬১

www.QuranerAlo.net

Contents

মানুষ যেহেতু সমাজ ও জীবন থেকে কিছু গ্রহণ করে, তাই তাকে সমাজ ও জীবনের জন্য কিছু একটা করতে হয়; করতে হবে। যেহেতু সে ভোগ করে, তাই তাকে কিছু উৎপাদনও করতে হবে। বেকার ভবঘুরে হতে পারে না। খাবে কিন্তু কোনো কাজ করবে না—এমনটা হতে পারে না। তা যদি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য কর্মমুক্তির দাবি হয়, তারপরও নয়। কারণ, ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই।

ইমাম বায়হাকি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন—

> 'দুনিয়ায় সবচেয়ে খারাপ জিনিস হলো বেকারত্ব।'

আল্লামা মানাবি তাঁর *ফয়জুল কাদির* গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—

> 'যখন মানুষ কর্মশূন্য বা বেকার থাকে, তখন তার অন্তকরণ নিয়মানুগভাবে কিছু কাজ করতে থাকে—যার দ্বারা সে আপন ধর্মের কাছে সাহায্য কামনা করে। বাহ্যিকভাবে সে কাজকর্ম থেকে মুক্ত থাকে, কিন্তু তার ভেতরটা খালি থাকে না। শয়তান সেখানে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফোটায়। অন্য যেকোনো প্রজাতির তুলনায় সে দ্রুত বংশ বিস্তার করে।'

আর যে ব্যক্তি কোনো পেশায় যোগ দেওয়ার মাধ্যমে মানবসমাজের কোনো উপকারে আসতে পারে না, সে মানবসমাজ থেকে কেবল সুবিধাই গ্রহণ করে। সে মানবসমাজের জীবনধারণের উপকরণকে সংকীর্ণ করে তোলে। পানি ঘোলা করা এবং দ্রব্যমূল্য বাড়ানো ছাড়া সে মানবসমাজের কোনো উপকার করে না।

আমিরুল মুমিনিন উমর (রা.) কোনো ভবঘুরেকে দেখলে জিজ্ঞেস করতেন, তার কি কোনো উপার্জনের উপায় নেই? উত্তর 'না' শুনলে তাঁর চক্ষু দিয়ে জলের ধারা নেমে আসত। বাস্তবে তিনি ব্যাপারটাকে ভয়াবহ বলে মূল্যায়ন করতেন। যারা নিজ সম্পদ অপচয়, অপব্যয়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে, তিনি তাদের নিন্দা করেছেন। তাহলে যারা অপরের সম্পদ নীরবে ভক্ষণ করে, তাদের অবস্থা কী দাঁড়ায়?

সালফে সালেহিনদের কেউ কেউ পেশাহীন সুফিদের ধ্বংসাবশেষে বসবাসকরী নিশ্চুপ প্যাঁচার সঙ্গে তুলনা করেছেন; যে প্যাঁচা কারও কোনো উপকারে আসে না।

www.QuranerAlo.net

Contents

একজন মুসলিম তার দুনিয়াবি কাজকেও ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত ও জিহাদ মনে করে, যতক্ষণ তার নিয়্যাত শুদ্ধ থাকে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে না যায়, বলিষ্ঠতা ও আমানতদারিতার সঙ্গে তার কর্ম সম্পাদন করে। কর্মে বলিষ্ঠতা সকল মুসলিমের ওপর আবশ্যক। যেমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর মাঝেই নৈপুণ্য রেখেছেন।'

ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বলিষ্ঠ হাতের নিপুণ কাজগুলো পছন্দ করেন।' মুসলিম : ১৯৫৫

দৈনন্দিন যে কাজটি মুসলিমদের ভুলে যাওয়া কিংবা অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই তা হলো—সমাজকল্যাণমূলক কাজ। সমাজের লোকদের সহযোগিতা, প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের জীবনঘনিষ্ঠ ব্যাপারগুলো সহজীকরণে প্রতিনিয়ত কাজ করে যেতে হয়। এ কাজগুলো তার নিজের ওপর সাদাকা ও সালাত।

ইমাম বুখারি ও মুসলিম আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন—

> 'নবি ﷺ বলেছেন—'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সাদাকা করা ফরজ। সাহাবিরা বললেন, যদি তার কিছু না থাকে? তিনি বলেন, সে নিজ হাতে উপার্জন করবে। সেখান থেকে নিজে উপকৃত হবে এবং দান করবে। তারা বলেন, যদি সে তাও করতে সক্ষম না হয় বা না করে? তিনি বলেন, তাহলে অভাবগ্রস্ত দুঃখীকে সহযোগিতা করবে। তারা বলেন, যদি সে তাও না করে? তিনি বলেন, তাহলে সৎকাজের আদেশ দেবে। তারা বলেন, যদি তাও না করে? তিনি বলেন, তাহলে অসৎকাজ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এটাও সাদাকা।' বুখারি : ১৪৪৫

এই সাদাকা বা সমাজকর্ম প্রত্যেক মুসলিমের ওপর দৈনন্দিন ফরজ; বরং সহিহ হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী—এটি দিনের প্রতিটি অংশে কিংবা প্রতি সুযোগেই ফরজ। প্রতিটি সূর্যোদয় এই ফরজটি নিয়ে আসে। এ ফরজ কাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন মুসলিম হবে একটি ঝরনা—যা থেকে তার আশেপাশের সকল জীব ও জড় পদার্থ শ্রোতধারার গতিতে কল্যাণ, উপকার ও প্রশান্তি লাভ করবে।

www.QuranerAlo.net

Contents

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'প্রত্যেক দুজন মানুষের মাঝেও সাদাকা হতে পারে। প্রতিদিন সূর্য উদিত হলে দুজন লোকের মাঝে সুবিচার করাটাও সাদাকা, কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারিতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা তার ওপরে মালপত্র তুলে দেওয়াও সাদাকা, ভালো কথাও সাদাকা, সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পথচলায় প্রতিটি কদমেও সাদাকা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সাদাকা।' বুখারি : ২৯৮৯

হাদিসে ব্যবহৃত 'সুলামি' শব্দ দ্বারা হাড্ডি, গিরা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বোঝানো হয়েছে। এর সমর্থনে অন্য হাদিস রয়েছে। এগুলো সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত নিয়ামত। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ভারসাম্যপূর্ণ করে তাকে বিন্যাস করেছেন। তিনিই সর্বোত্তম করে তার চেহারা সাজিয়েছেন। সুতরাং তার জন্য আবশ্যক দায়িত্ব হলো—আল্লাহর শোকর আদায় করা। আর এ শোকর আদায়ের মাধ্যম হলো, সেগুলোকে (শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর বান্দাদের কল্যাণে ব্যবহার করা অথবা সম্ভাব্য কোনো একটা উপায়ে তাদের কল্যাণে কাজে লাগানো।

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথে জোহরের আজান ভেসে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন মুসলমান প্রথম ওয়াক্তে এবং সম্ভব হলে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করার জন্য ছুটে আসে। প্রথম ওয়াক্তে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকর কাজে ছুটে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তা ছাড়া আল্লাহর রাসূল ﷺ জামায়াতে শামিল না হওয়ায় কিছু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। জামায়াতে সালাতকে একাকী সালাতের চেয়ে ২৭ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ করেছেন; যদিও সে সালাত মসজিদে একাকী হয়।

একজন মুসলিম দিনের মধ্যভাগে দুপুরের খাবার গ্রহণ করবে। তার খাবার হবে পরিমিত ও পরিমাণমতো। এত বেশি হবে না, যাতে বদহজমজনিত পীড়া হয়। আর এত কমও হবে না, যাতে ক্ষুধা রয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'হে আদম সন্তান! প্রত্যেক মসজিদের (সালাতের) সময় তোমরা তোমাদের সুন্দর পোশাক পরবে। আর আহার করবে, পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। কারণ, তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করবেন না।' সূরা আরাফ : ৩১

www.QuranerAlo.net

Contents

> 'হে নবি! বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সুন্দর বস্তু আর উত্তম জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো হারাম করল কে? বলো, সেগুলো তো মুমিনদেরই জন্য এই দুনিয়ার জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতকালে। এভাবেই আমরা সুস্পষ্টভাবে আয়াত বর্ণনা করি, যারা জ্ঞান রাখে তাদের জন্য।' সূরা আরাফ : ৩২

গরমের দেশে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে অনেকে দুপুরে বিশ্রামে অভ্যস্ত। তারা এ সময় কিছুটা বিশ্রাম নেয়। এটা তাদের রাতের সালাত এবং প্রত্যুষে বিছানা ত্যাগে সহায়ক। এর দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে এসেছে—

> 'দুপুরে যখন তোমাদের পোশাক খুলে রাখো।' সূরা নুর : ৫৮

এরপর যখন আসরের সময় হয়, মুয়াজ্জিন 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলে ডাক দেয়, তখন কোনো মুসলিম বিশ্রামে থাকলে উঠে পড়ে। আর কাজে ডুবে থাকলে কাজ ছেড়ে দিনের মধ্যম সালাত হিসেবে পরিচিত আসরের সালাতের জন্য ছুটে যায়। এ সময় মুসলিমদের বেচাকেনা, ব্যাবসা বা বিনোদনে ডুবে থাকার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, কুরআনে বর্ণিত নিচের গুণগুলোতে যারা গুণান্বিত, তারাই প্রকৃত মুসলমান।

> 'সেই সব লোক, যাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর জিকির, সালাত কায়েম ও জাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনটিকে, যেদিন মানুষের অন্তর আর চোখ উলটে যাবে।' সূরা নুর : ৩৭

মুসলমানের পক্ষে অবহেলায় আসরের সালাতকে সূর্য হলুদ হওয়া বা সূর্যাস্তের কাছাকাছি পর্যন্ত দেরি করা সাজে না। কারণ, এটা মুনাফিকদের সালাত। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'এটা মুনাফিকের সালাত! এটা মুনাফিকের সালাত! এটা মুনাফিকের সালাত! তাদের একজন বসে থাকে। যে বসে বসে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করে। যখন সে হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শয়তানের শিঙের সঙ্গে মিলিত হয়, সে ওঠে এবং চারটি ঠোকর মারে। তাতে আল্লাহর স্মরণ খুব কমই থাকে।' মুসলিম : ৬২২

www.QuranerAlo.net

সূর্য ডোবার সাথে সাথে একজন মুসলিম প্রথম সময়ে মাগরিবের সালাত আদায় করবে। উল্লেখ্য, মাগরিবের সালাতের সময় সংকীর্ণ। ফরজ ও সুন্নাত সালাত শেষে সে হাদিসে বর্ণিত সান্ধ্যকালীন মাসনুন দুআগুলো পাঠ করবে। যেমন :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ.

'হে আল্লাহ! এটা হচ্ছে আপনার রাত আসার সময়, আপনার দিন বিদায়ের মুহূর্ত এবং আপনাকে আহ্বানকারীর ডাক শোনার সময়। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' আবু দাউদ : ৫৩০

এ ছাড়া ফজরের দুআগুলোও পাঠ করবে, তবে শুধু (اَصْبَحْنَا)-এর জায়গায় (اَمْسَيْنَا) পড়বে।

একজন মুসলমান অপচয় ও কার্পণ্যমুক্ত রাতের খাবার গ্রহণ করবে। এরপর সালাতুল এশা আদায়ের পর সুন্নাত সালাতগুলো আদায় করবে। যদি ভোররাতে জাগার অভ্যাস থাকে, তবে তখনই বিতর আদায় করবে; নতুবা ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায় করে নেবে।

কখনো কখনো রাতের খাবার এশার পরে হতে পারে। তবে যদি রাতের খাবার এবং এশার নামাজ একসঙ্গে উপস্থিত হয়, আগে রাতের খাবার গ্রহণ করবে। হাদিসের নির্দেশনা এ রকমই, যাতে তার নামাজ আল্লাহর স্মরণমুক্ত না হয়। একজন মুসলিম চাইলে ঘুমানোর পূর্বে কিছু সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে পারে। যেমন : কারও সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং ভদ্রতামূলক দায়িত্বসমূহ।

তাকে দৈনিক পরিকল্পিত একটা সময় পড়াশোনায় ব্যয় করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানগত প্রবৃদ্ধি অর্জন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলতে শিখিয়েছেন—

'আমার প্রভু! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করো।' সূরা ত্ব-হা : ১১৪

www.QuranerAlo.net

তাকে দুনিয়াবি ও দ্বীনি দিক থেকে উপকৃত করবে—এমন বই এবং সাময়িকী বাছাই করে নিতে হবে। প্রখ্যাত দার্শনিক হাকিমের একটি উক্তি রয়েছে—

> 'আমাকে তোমার অধ্যয়ন সম্পর্কে বলো, আমি তোমার পরিচয় বলে দেবো।'

মুসলিমদের জন্য বৈধ খেলাধুলা বা শরিয়তসম্মত বিনোদনে অংশ নেওয়া দোষের কিছু নয়; তা দিন কিংবা রাতের যেকোনো সময়ে হতে পারে। কিন্তু তার কারণে যাতে রবের হক তথা ইবাদত, চোখের হক তথা ঘুম, শরীরের হক তথা বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটে কিংবা পরিবারের দেখাশোনা, কর্মের দৃঢ়তা অথবা অন্য কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ না হয়। অনুরূপভাবে দীর্ঘ রাত্রি জাগরণও ঠিক নয়। যাতে এ অধিকারগুলোর কোনো একটি বাধাগ্রস্ত না হয়। যদিও সে ইচ্ছাকৃতভাবে এ অধিকারগুলোর সাথে খেয়ানত না করে, তবুও প্রত্যেকটি বাড়াবাড়ির অপর পিঠে নিশ্চিত কোনো ক্ষতি বিদ্যমান।

আর এই কাজটি রহমানের আদেশ এবং কুরআনের আয়াতের বিপরীতে যায়।

> 'যাতে তোমরা পরিমাপে সীমালঙ্ঘন না করো। ওজনে ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত করো এবং ওজনে কম দিয়ো না।' সূরা আর-রহমান : ৮-৯

মুসলমানকে বয়ে যাওয়া প্রত্যেকটি দিন থেকে একটা জিনিস স্মরণে রাখতে হবে, যা কখনোই ভুলে যাওয়া চলবে না, তা হলো—আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত দশটি অধিকার যথাযথ আদায় করা। তিনি বলেছেন—

> 'তোমরা সবাই এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করো এবং আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ব সাথি, ভ্রমণপথে সাক্ষাৎ লাভকারী পথিক এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতিও ইহসান করো।' সূরা নিসা : ৩৬

সুতরাং প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হকটি হলো সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা, সব আদেশের মালিক, জীবনদাতা ও নিয়ামতদাতা আল্লাহর হক।

> 'তোমাদের সাথে যত নিয়ামত রয়েছে, সবই তো আল্লাহ প্রদত্ত।' সূরা নাহল : ৫৩

www.QuranerAlo.net

সুতরাং একজন মুসলিমের পক্ষে তাঁর অধিকারে অবহেলা এবং তা থেকে অন্যমনস্ক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে দৃশ্যমান দৈনিক ইবাদত হচ্ছে সালাত। মুমিনের গুণ বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা সালাতে খুশুকে (বিনয়) প্রথমে রেখেছেন।

> 'যারা তাদের সালাতে বিনয়ী হয়।' সূরা মুমিনুন : ২

আর শেষে রেখেছেন সালাতের হেফাজতকে—

> 'তা ছাড়া তারা তাদের সালাতের প্রতি যত্নবান থাকে।'
> সূরা মুমিনুন : ৯

আর যারা সালাত ছেড়ে অন্য কাজে এতই মগ্ন হলো যে সালাতের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেল, তিনি তাদের জন্য নিশ্চিত ধ্বংস লিখে রেখেছেন।

> 'সুতরাং ওই মুসল্লিদের জন্য রয়েছে ধ্বংস, যারা তাদের সালাতে গাফিলতি করে।' সূরা মাউন : ৪-৫

দ্বিতীয় অধিকার হলো পিতা-মাতার অধিকার। তাঁদের প্রতি ইহসান করার কথা কুরআনুল কারিমে তাওহিদ এবং আল্লাহর ইবাদতে একনিষ্ঠতার পাশাপাশি এসেছে।

কুরআন ও সুন্নাহ মায়ের ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়েছে। কারণ, তাঁর অধিকার একটু বেশিই গুরুত্বের দাবি রাখে। তা ছাড়া তাঁর পরিচর্যার প্রয়োজনটাও বেশি এবং সন্তানের জন্য কষ্টটাও তিনিই বেশি করেছেন। তাঁর কষ্টের সাথে আর কোনো কিছুরই তুলনা চলে না।

> 'তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে, প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার বুকের দুধ ছাড়াতে লেগেছে ৩০ মাস।' সূরা আহকাফ : ১৫

ইসলাম মায়ের জন্য 'মা দিবস' নামে একটি দিন বরাদ্দ রাখাকে যথেষ্ট মনে করে না; এটি ইসলামের মূলনীতির বিপরীত।

এরপর নিকটাত্মীয়দের কথা; ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা, ছেলেমেয়েসহ অন্যান্য রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনদের অধিকার।

www.QuranerAlo.net

আসে সমাজের দুর্বল অংশ যথা ইয়াতিম, মিসকিন, অর্থশূন্যতায় পড়া মুসাফিরের অধিকার। আরও আসে নিকট ও দূরের প্রতিবেশীদের অধিকার। স্বল্প সময় কিংবা বছরের পর বছর ধরে সফর অথবা নিজ ভূমিতে যাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তাদের অধিকার। এর আওতায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক অধিকারও চলে আসে।

আর শেষ অধিকারটি হলো—যার মালিকানা বা দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত, তার অধিকার। কুরআনে এর প্রসঙ্গে এসেছে—

'এবং যার মালিকানা তোমাদের হাতে।'

দাসপ্রথা যতদিন ছিল, এর দ্বারা ততদিন দাস ও তাদের অধিকার নির্দেশ করত। তবে তা আ'ম অর্থে মালিকানায় থাকা সবকিছুর অধিকার বোঝায়। যেমন : মানুষের মালিকানায় থাকা পশু, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং একজন মুসলিম সবের ব্যাপারে সদাচরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এগুলো সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন এবং সেগুলো অপকর্মে ব্যবহার না করা। কারণ, সে এগুলোর শুধু মালিক নয়; রক্ষকও বটে।

ঘুমোতে যাওয়ার পূর্বে কিছু দায়িত্ব থাকে। দায়িত্ব নয়; বরং মুস্তাহাব কাজ। তা হলো, পবিত্রতা অর্জন করে দুই রাকাত সালাত আদায় করা। তারপর ডান পার্শ্বের ওপর ভর দিয়ে আল্লার নাম স্মরণ করে শুয়ে পড়া। রাসূল ﷺ-এর শোয়ার পদ্ধতি বর্ণনায় হাদিসে এসেছে, তিনি ঘুমানোর আগে নিচের দুআটি পড়তেন—

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُه اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِه عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

'তোমার নামে আমার পার্শ্ব বিছানায় রাখছি। তোমার নামেই উঠব। যদি আমি জীবিত হয়ে ফিরে আসি, আমাকে ক্ষমা করো। আর যদি তোমার দরবারে চলে যাই, তবে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের মতো আমার আত্মাকে সংরক্ষণ করো।'
বুখারি : ৬৯৫৮

www.QuranerAlo.net

Contents

সকাল-সন্ধ্যা, দিনরাত বা বিভিন্ন সময়ের আমল ও দুআ সম্পর্কে লিখিত বেশ কিছু বই রয়েছে। মুসলিমদের সেগুলোর নির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে হবে।

এ বিষয়ে লেখা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বই হলো—ইমাম নাসায়ির *দিবা-রাত্রির আমল*, একই শিরোনামে তাঁর ছাত্র হাফেজ ইবনুস সুন্নির বই, ইমাম নববির *আল আজকার*, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রচিত *আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন*, তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রচিত *আল ওয়াবিলুস সাইয়্যেব*, আল্লামা ইবনুল জাজারি রচিত *আল হিসনুল হাসিন* এবং শাওকানির করা এ বইয়ের ব্যাখ্যা *তুহফাতুজ জাকেরিন* ইত্যাদি। আর সামসময়িক আলিমদের রচিত বইগুলোর মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ ইমাম হাসান আল বান্না রচিত *রিসালাতুল মা'সুরাত*।

www.QuranerAlo.net

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সময়

যে সময়কে ঘিরে মানুষের বসবাস, তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অন্য ভাষায় বলতে গেলে—গতকাল, আজ ও আগামীকাল।

সময় বা তার কোনো একটি অংশের সাথে মানুষের আচরণের বিবেচনায় মানুষকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যারা প্রত্যেকেই একটি প্রান্তিক ও বাড়াবাড়ির জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তারা সময়ের সাথে সুষ্ঠু আচরণ করতে পারে না।

তাদের একটি অংশ অতীতের জিঞ্জিরে আবদ্ধ। একটি অংশ বর্তমানের গোলামিতে লিপ্ত। আরেকটি ভবিষ্যতের পূজারি।

তবে আশার কথা হলো, কিছু মানুষ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলে। তারা নিজ সময়কে মেপে মেপে খরচ করে এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে সুষম আচরণ করে। কোনো একটা কালের সাথে বাড়াবাড়ি বা অবহেলা তাদের চরিত্রের সাথে যায় না। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হলো—তাদের সংখ্যা নগণ্য।

www.QuranerAlo.net

কিছু মানুষ আছে, যারা শুধু অতীত দিয়ে নিজেদের পরিচিত করতে চায়। তারা অতীত ভিন্ন অন্যকিছু দিয়ে পরিচিত হতে অভ্যস্ত নয়। অতীতের গণ্ডিতেই তাদের বসবাস। অতীত ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তাদের আগ্রহ-উচ্ছ্বাস নেই। চোখের সামনে থাকা 'বর্তমান' কিংবা 'অনাগত ভবিষ্যৎ' কোনো কিছুতেই তারা গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক নয়। তাদের আগ্রহ শুধু ব্যক্তিজীবনের রোমাঞ্চকর বা প্রেমঘটিত ঘটনা এবং পরিবার-পূর্বপুরুষ বা গোত্র-জাতির বীরত্বগাথা ও প্রাচীন সাহিত্য।

অতীতের পূজারি এই ব্যক্তিদের ধরন, প্রকৃতি আবার বিচিত্র ধরনের। বহুল দৃশ্যমান কয়েকটি হলো—

এক : তারা হলো ওই সমস্ত লোক, যারা অতীতকে নিয়ে গর্ব করতে এবং অতীতের শৌর্যবীর্য নিয়ে গৌরবান্বিত হওয়ার মাঝে বেঁচে থাকে। তাতে নতুন কিছু সংযোজন অথবা অতীতের ন্যূনতম অবস্থান ধরে রাখার জন্য কিছুই করে না। তাদের 'বর্তমান' অতীতকে ধারণ করে না।

তারা সর্বদা বলে বেড়ায়—'আমাদের বাবারা, আমাদের দাদারা এটা করেছে, সেটা করেছে। তারা অমুক ছিলেন, তমুক ছিলেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। মূলত তারা ফ্যান্টাসিতে বাস করে। 'আমরা এটা করেছি কিংবা এটা দেখিয়েছি'—এই জাতীয় কথা বলার মতো কিছু খুঁজে পায় না।

তাদের উদাহরণ টানতে গিয়ে মুতানাব্বি বলেন—

لئن فخرت باباء ذوی حسب

لقد صدقت, ولكن بئس ما ولدوا

'তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাকে নিয়ে গর্ব করছ?
হুম! তোমরা সত্য বলছ।
কিন্তু আফসোস! আজ আফসোস হলো
তোমাদের বাপ-দাদারা
কীসব জন্ম দিয়ে গেল!'

www.QuranerAlo.net

অপর এক কবি বলেন—

كن ابن من شئت واكتسب ادبا * يغنيك محموده عن النسب

ان الفتى من يقول: ها انذا * ليس الفتى من يقول: كان ابي

'তুমি যার সন্তানই হও চরিত্রটা লও সাজিয়ে।
এটাই তোমাকে বংশগৌরবের তুলে দেবে ঊর্ধ্বে।
সেই তো যোগ্য সন্তান—যে বলে, আমি তো এই,
আর যোগ্যতাভ্রষ্ট বলে—আমার বাবা এই।'

অতীতের মর্যাদাগাথা এবং পূর্বসূরিদের কীর্তি নিয়ে গর্ব করা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে তা শুধু তখনই, যখন তাদের শুরু করা কাজগুলো পূর্ণ করা কিংবা কল্যাণধর্মী কর্মগুলো চালু রাখা হয়। কিন্তু তা নিয়ে শুধুই ঢোল পেটানো সম্পূর্ণ নেতিবাচক এক কাজ। এ থেকে জাতি কোনোভাবেই উপকৃত হয় না।

পচা হাড় কোনোভাবে উপকারী হতে পারে না। যদিও তার নাম নিয়ে শতবারও জপা হয়—সে একসময় সজীব, সুঠাম, প্রাণচঞ্চল ছিল। সেই পচা হাড় কখনোই আর নতুন করে কোনো সজীব, সতেজ, সুঠাম দেহ উপহার দিতে পারে না; বরং এখানে ইতিবাচক পদক্ষেপ হবে, কবির নিচের কথাটার মতোই—

انا وان كرمت اوائلنا * لسنا على الاباء نتكل

نبني كما كانت اوائلنا * تبني ونفعل مثل ما فعلوا

'যদিও আমাদের পূর্বপুরুষরা সম্মানের উচ্চাসনে সমাসীন হয়েছে, তবুও আমরা তাদের ওপর নির্ভর করি না। তারা দুনিয়াকে বহু কিছু দিয়ে গেছেন, আমরাও তাদের মতো দিয়ে যাচ্ছি। অলসভাবে বসে না থেকে তাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করছি।'

দুই : তাদের কাছাকাছি চরিত্রের আরেকটি দল রয়েছে, যারা তুরাস তথা যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যের দিকে আহ্বান করে। তা শুদ্ধ না ভুল, তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। গুরুগম্ভীর বা হাস্য-রসাত্মক যাই হোক না কেন,

www.QuranerAlo.net

তাতে কোনো আগ্রহ বা পর্যবেক্ষণ নেই। তাদের ধারণা, অতীত সব সময় বর্তমান থেকে উত্তম। অতীতের মহাপুরুষরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন কিছু ছেড়ে যাননি, যার দ্বারা সে অতীতের চাইতে ভালো কিছু করতে পারবে। তারা মনে করে, কোনো প্রজন্ম তার পূর্ববর্তীদের চেয়ে ভালো কিছু করবে—এটা কখনোই সম্ভব নয়।

এখানে একটা বিষয় জরুরি তা হলো—তুরাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও মূল্যায়ন।

একদল পণ্ডিত মনে করেন, মুসলিমদের কাছে তুরাসের অর্থই হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। আর ঈমানের দাবির কারণে এ দুটো মানার ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই; এটা মানতেই হবে। কুরআনের ভাষ্য—

> 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার পর সে বিষয়ে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো এখতিয়ার নেই।' সূরা আহজাব : ৩৬

কিছু কিছু তুরাসের সম্পর্ক সরাসরি মহান রবের সাথে। সেগুলো যাচাই-বাছাই করা বা সেগুলোর মাঝে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

আর কিছু তুরাস মানুষ থেকে প্রাপ্ত। সেগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য বিবেচনায় রাখতে হবে। যাচাই-বাছাই করার পর যা গ্রহণ করার মতো তা গ্রহণ করতে হবে, আর যা বর্জন করার মতো তা বর্জন করতে হবে। এগুলোর কিছু কিছু কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রযোজ্য; সর্বজনীন বা বৈশ্বিক নয়। সুতরাং তাকে তার গুণগত মান বিবেচনায় উপযুক্ত স্থানেই রাখতে হবে। সে স্থান ছাড়া অন্য কোথাও এর প্রয়োগ মানানসই হবে না। আবার কোনো কোনোটি নির্দিষ্ট একটি সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। অন্য কোনো সময়ে এর প্রয়োগ সঠিক হবে না।

আর এ কারণেই আধুনিকতার ডাক এবং তুরাস তথা ঐতিহ্য সংরক্ষণের ডাক একই সঙ্গে এসেছিল।

তিন : আরেকটি দল আছে, তাদের জীবনধারা অতীতের সাথে আঠার মতো লেগে থাকে। তারা সম্পূর্ণ অন্ধভাবে অতীতের অনুসরণ করে।

www.QuranerAlo.net

Contents

কারণ, তাদের পূর্বপুরুষরা এ পথ অনুসরণ করে গেছেন। এটা তাদের সিংহপুরুষদের পথ। তারা অতীতের মাঝে সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চায় না। কোন কাজটি সচেতনভাবে করা হয়েছে, কোনটি বিভ্রান্তির কারণে হয়েছে—সেটিও যাচাই করতে চায় না। তাদের অবস্থা মোটামুটি হুকুমের গোলামের মতো। কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা করা তাদের কর্ম নয়; একমাত্র কাজ কেবল অনুকরণ করা। তাদের কোনো উদ্ভাবনী শক্তি থাকতে নেই। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে কুরআন বলছে—

> 'যখন তাদের বলা হয় : আল্লাহর নাজিল করা বিধানের অনুসরণ-আনুগত্য করো। তখন তারা বলে—"না; বরং আমরা চলব সে পথে, যে পথে চলেছেন আমাদের বাপ-দাদারা।" (এ কেমন ব্যাপার!) তাদের বাপ-দাদারা যদি কোনো প্রকার আকল খাটিয়ে না থাকে এবং হিদায়াতের পথে না চলে থাকে, তারপরও কি তারা তাদেরই অনুসরণ করবে?' সূরা বাকারা : ১৭০

এই গোঁড়া চিন্তাগুলো যুগের পর যুগ নবি-রাসূলদের সাথে ছায়ার মতো লেগে ছিল। হুদ (আ.)-এর কওম তাঁকে বলেছিল—

> 'তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য করব আর আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদত করত—তাদের পরিত্যাগ করব?' সূরা আরাফ : ৭০

সামুদ জাতি তাদের কাছে প্রেরিত নবি সালেহ (আ.)-কে বলেছিল—

> 'তারা বলেছিল, হে সালেহ! ইতঃপূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশা-ভরসার স্থল। আর এখন কি তুমি আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদত করত, তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করছ?' সূরা হুদ : ৬২

ইবরাহিম (আ.) যখন তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল—

> 'এই ভাস্কর্যগুলো কী—যাদের প্রতি তোমরা নত হচ্ছ?' জবাবে তারা বলেছিল—'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখে এসেছি।' সূরা আম্বিয়া : ৫২-৫৩

www.QuranerAlo.net

শোয়াইব (আ.)-এর কওম তাঁকে বলেছিল—

> 'তোমার সালাত কি তোমাকে এই নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদত করত, আমরা যেন সেগুলো ত্যাগ করি?' সূরা হুদ : ৮৭

অবিশ্বাসীদের এই কর্মটি কুরআনে বারবার আলোচনায় এসেছে—

> 'এভাবে তোমার আগে আমরা যখনই কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী (রাসূল) পাঠিয়েছি, সেখানকার বিত্তশালী প্রভাবশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের একটি ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর পেয়েছি। আমরা তাদেরই অনুকরণ করে চলব।'
> সূরা জুখরুফ : ২৩

কুরআন এই ধরনের মানুষদের জমাট বুদ্ধি, পূর্বপুরুষদের অনুসরণে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার সংস্কৃতি অন্ধ অনুসরণ করার নিন্দা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছে—

> 'যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, জানত না সরল পথও।'
> সূরা বাকারা : ১৭০

> 'তাদের বাপ-দাদারা যদিও কিছুই জানত না এবং হিদায়াতপ্রাপ্তও ছিল না, তারপরও কি তারা তাদেরই অনুসরণ করবে?' সূরা মায়েদা : ১০৪

> 'সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে বিষয়ের ওপর পেয়েছ, আমি যদি তদাপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তা-ই বলবে?' সূরা জুখরুফ : ২৪

চার : আরেক প্রকারের মানুষ আছে, যারা নিজেদের অতীত নিয়ে লজ্জিত। অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে তাদের আফসোসের কোনো শেষ নেই। আফসোস-উৎকণ্ঠা এত বেশি যে, প্রায়শ তাদের মুখে শোনা যায়, 'হায়! যদি এটা করতাম! যদি এটা না করতাম! যদি এটা করতাম, তাহলে বোধ হয় এটা হতো। যদি এটা আগে করে ওইটা পরে করতাম, তাহলে মনে হয় এটা হতো!'

এই ধরনের চিন্তা বা উপলব্ধি মানুষকে মানসিক অস্থিরতার বৃত্তে আবদ্ধ করে। সে সব সময় দুর্দশা ও অস্থিরতার ভেতর দিয়ে সময় কাটায়—যার কোনো

www.QuranerAlo.net

Contents

যৌক্তিকতা নেই, নেই কোনো ফায়েদা; বরং এ অবস্থা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর এ কারণেই বলা হয়—

> 'অতীতের নষ্ট হওয়া সময় নিয়ে চিন্তা বা আফসোস নতুন কিছু সময়কে নষ্ট করে।'

কুরআন-সুন্নাহ এই ধরনের চরিত্রের নিন্দা করেছে। উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ওইসব লোকদের মতো হয়ো না, যারা কুফরি করে এবং তাদের ভাইদের বলে, যখন তারা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে কিংবা যুদ্ধরত থাকে—"তারা যদি আমাদের কাছে থাকত, তাহলে মরতও না এবং নিহতও হতো না।" আল্লাহ এসব কথাকে তাদের মনস্তাপের কারণ বানিয়ে দেন। আল্লাহই তো জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ দৃষ্টি রাখছেন।' সূরা আলে ইমরান : ১৫৬

রাসূল ﷺ বলেন—

> 'শক্তিমান মুমিন ব্যক্তি দুর্বল মুমিন ব্যক্তির তুলনায় উত্তম এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তোমাদের জন্য উপকারী প্রতিটি উত্তম কাজের প্রতি আগ্রহী হও এবং অলস বা গাফিল হয়ো না। কোনো কাজ তোমাকে পরাভূত করলে তুমি বলো—"আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন এবং নিজ মর্জিমাফিক করে রেখেছেন।" "যদি" শব্দ সম্পর্কে সাবধান থাকো। কেননা, "যদি" শয়তানের কর্মের পথ উন্মুক্ত করে।' মুসলিম : ২৬৬৪

আল্লাহ প্রদত্ত তাকদিরের ওপর ঈমান ইতিবাচক মানসিকতার কর্মঠ ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে সহায়ক। এটি মানুষকে 'যদি' এবং 'যদি না' ইত্যাদি শব্দগুলোর নেতিবাচক আসর থেকে বের করে কর্মনিষ্ঠ জীবন এবং ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের দিকে নিয়ে আসে। কবিদের কথায় প্রজ্ঞার ছাপসহ এর দেখা পাওয়া যায়।

ليت شعري: واين مني (ليت)؟ * ان (ليتا) (وان) لوا عناء!

وليس براجع ما فات مني * بـ(هلف) ولا بـ(ليت) ولا (لواني)

سبقت مقادير الاله وحكمه * فارح فؤادك من (لعل) ومن (لو)

www.QuranerAlo.net

বলতে পারি জীবনসায়াহ্নে এসে,
আমার জীবন এবং আমার কবিতা
মুক্ত ছিল—'যদি' ও 'যদি হতো'-এর মন্দ প্রভাব থেকে।
দেখেছি ভেবে গভীরভাবে,
আমার থেকে যা হারিয়ে হয়েছে অতীত,
তা তো আর কখনো আসবে না ফিরে।
এবার তুমিও দেখ ভেবে—
'যদি' আর 'যদি হতো'-এর চক্করে,
সময়গুলো নষ্ট করে কী আর লাভ হবে?

মূলত আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতিফলনই হতে থাকবে আমাদের জীবনে। ব্যাস, এবার তো নিজেকে দিবাস্বপ্নের মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করো!

ভবিষ্যতের পূজারি

সময় নষ্টকারী অতীতমুখীদের বিপরীতে আমরা আরেকদল লোক দেখি। এই দলের লোকজন তারাই, যারা ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি ব্যস্ত হতে গিয়ে অতীতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। তারা নিজেদের অতীত ঐতিহ্যকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে। আপন জাতি এবং দুনিয়ার অন্য জাতিগুলোর ইতিহাসকে উপেক্ষা করছে। এভাবে বরং সমগ্র মানবতার ইতিহাস এড়িয়ে চলছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় উত্তরাধিকারকে উপেক্ষা করছে এবং এগুলোর মধ্যে হক-বাতিল, হালাল-হারাম, উপকারী-ক্ষতিকর ইত্যাদির বাছ-বিচার করছে না।

তাদের ভাষ্য হলো—'আমরা পূর্বপুরুষ কিংবা অতীত নিয়ে পড়ে থাকতে চাই না। তাদের অনুকরণ থেকে আমরা মুক্তি চাই। যারা মরে গেছে, মৃত্যু যাদের নিঃশেষ করে দিয়েছে, তাদের নিয়ে পড়ে থাকার কোনো মানেই হয় না! আমাদেরকে যুবকদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে; যুবকরা আগামীর কর্ণধার। শিশুদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে; তারা আগামীর যুবক। সুযোগ থাকলে ভ্রূণ নিয়ে গবেষণায় মনোযোগী হতে হবে। কারণ, কাল এই ভ্রূণ থেকে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হবে।'

তারা আরও বলে—'আমাদের চক্ষু পেছনের দিকে ফিট করা হয়নি। সুতরাং আমরা পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকব কেন? চক্ষু তো সামনে রাখা হয়েছে,

www.QuranerAlo.net

যেন আমরা সামনের জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে পারি। তাহলে আমাদের পেছনের দিকে তাকাতে বাধ্য করা হবে কেন—যা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন, গতিশীল উন্নতি এবং পথ চলার পদে পদে বাধা।'

তারা এ ধরনের অনেক কথাই বলে। এই কথাগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সঠিক। যেমন : কেউ একজন অতীতের কারাগারে বন্দি; ঠিক এমন বন্দির মতো—যাকে নির্যাতনও করা হচ্ছে না, আবার বেরোনোর সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না। এমন বন্দিকে জাগিয়ে তুলতে হবে—যার দিনের বাস্তবতার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, আগামীর কর্তব্যের প্রতি নেই কোনো চেতনা।

কিন্তু এর উদ্দেশ্য যদি হয় অতীতকে গোড়া থেকে ভুলে যাওয়া, যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করা, চাক্ষুষ কিছু ও স্বীয় বুদ্ধিকে ঐতিহাসিক সকল জ্ঞান, শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ওপর সন্দেহাতীতভাবে সেরা বিবেচনা করা, তাহলে এ কথাগুলো সত্য নয় অথবা 'কথা সত্য, কিন্তু মতলব খারাপ' টাইপের সত্য। আল্লাহ তায়ালা অতীতের শিক্ষা থেকে ফায়দা নেওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনে খুব চমৎকার কিছু কথা বলেছেন—

> 'তারা কি জমিনের বুকে পরিভ্রমণ করে না? আর তাদের যদি আকলওয়ালা ক্বলব থাকত এবং শোনার মতো কান থাকত! আর তাদের চোখ তা তো অন্ধ নয়, মূলত অন্ধ হলো তাদের বুকের মধ্যকার ক্বলব (হৃদয়)।' সূরা হজ : ৪৬

ভবিষ্যৎ নিয়ে নৈরাশ্য : এক অশুভ চিন্তা

আরেকদল মানুষের চিন্তা শুধু ভবিষ্যৎ নিয়ে। তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সদা চিন্তিত। তাদের চিন্তা সব সময় হতাশাজনক। তাদের চোখের সামনে সর্বদা একটি কুচকুচে কালো চশমা থাকে। তারা তা দিয়েই দুনিয়াকে দেখে; জীবন, সময় ও অবস্থানের মূল্যায়ন করে। সে 'আগামী' সম্পর্কে হতাশ। সাফল্যের ব্যাপারে নিরুৎসাহী। তাদের বদ্ধমূল ধারণা—পরিস্থিতি দিনদিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাবে। জীবন এক অমানিশার কালো রাত্রি, যা কখনো সুবহে সাদিকের আলো দেখবে না। কোনো সূর্য তার অন্ধকার মুছে দেবে না।

www.QuranerAlo.net

নিঃসন্দেহে এটি মারাত্মক পর্যায়ের ধ্বংসাত্মক চিন্তা। মানুষের ব্যক্তিসত্তার জন্য ধ্বংসাত্মক; জীবন, সমাজ এবং তার পারিপার্শ্বিক সবকিছুর জন্য ধ্বংসাত্মক।

আশার আলোবিহীন কোনো ব্যক্তির জীবন আংটি কিংবা সুচের ছিদ্রের চেয়েও সংকীর্ণ। জনৈক কবি বলেছেন—

ما أضيق العيش لولا فسحة الامل

'জীবন কতই-না সংকীর্ণ!
যখন অনুপস্থিত আশার আলো।'

আর আশার আলোবিহীন সামাজিক জীবন একটা মৃত, নিষ্প্রাণ জীবন। যার মাঝে কোনো রুহ নেই, নেই কোনো স্পন্দন। যদি আশা না থাকত, স্থপতি কোনো স্থাপনা নির্মাণ করত না, কোনো কৃষক গাছ লাগাত না, জ্ঞান-বিজ্ঞান সামনের দিকে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতো না।

বাস্তবতা হলো—দ্বীন, ইতিহাস এবং চলমান ঘটনাপুঞ্জ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, হতাশার সাথে জীবনের কোনো অর্থ নেই। আবার জীবনের সাথেও হতাশার কোনো মানে হয় না। দুঃখের পরেই সুখ। রাতের পরেই ফজরের আলো। একই অবস্থা চিরকাল থাকবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আল্লাহর রহমত থেকে কাফিররা ছাড়া আর কেউ-ই নিরাশ হয় না।' সূরা ইউসুফ : ৮৭

আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'বিভ্রান্তরা ছাড়া কে নিরাশ হয় তার প্রভুর রহমত থেকে?' সূরা হিজর : ৫৬

কবি বলেছেন—

ولرب نازلة يضيق بها الفتى * ذرعا, وعند الله منها المخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها * فرجت وكنت أظنها لا تفرج

www.QuranerAlo.net

'বিপদ বনি আদমকে আটকে ফেলে অক্টোপাসের মতো,
আল্লাহর কাছে আছে উত্তরণের উপায় যত;
তারপর গণ্ডি যখন হলো সংকীর্ণ,
অবশেষে সেটা গেল ভেঙে পড়ে।
অথচ আমি তো ভেবেছিলাম
কখনোই হবে না তার অবসান।'

আরেক কবি বলেছেন—

اشتدى ازمة تنفرجي
قد اذن ليلك بالبلج
'ইচ্ছাশক্তি মজবুত করো।
আশার আলো দেখবেই।
রাত্রি তোমাকে শুভ কিছুর
আভাস দিয়ে যাচ্ছেই।'

হতাশা ও নৈরাশ্যের আরেকটি চিত্র হলো, আজকাল সিংহভাগ মুসলিম বিশ্বাস করে, আমরা শেষ জমানায় চলে এসেছি। কিয়ামতের আলামত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যা কিছু কল্যাণকর, সব পেছনে ফেলে এসেছি। সামনে কেবল অনিষ্টতার অন্ধকার ছাড়া কিছুই নেই। দ্বীনি মূল্যবোধের আলো দিনদিন স্তিমিত হয়ে পড়ছে, তা অচিরেই নিভে যাবে। কুফরিতে ছেয়ে যাবে গোটা দুনিয়া। আর কিয়ামত আসবে কাফিরের সন্তান কাফিরদের ওপর। এ রকম চিন্তা যখন একবার শুরু হয়, তখন সমাধানের কোনো আশা থাকবে না; সংশোধনের ইচ্ছাও না।

তারা এই নৈরাশ্যবাদী চিন্তার সমর্থনে ফিতনা এবং কিয়ামতের আলামতসংক্রান্ত হাদিসসমূহকে দলিল হিসেবে পেশ করে।

কিন্তু বাস্তবতা তাদের এই বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সীমিত বুঝ থেকে যোজন যোজন দূরে। কারণ, কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত কিয়ামতের নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, কিয়ামত আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে; বরং কিয়ামতের নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী

www.QuranerAlo.net

Contents

এ আলামতগুলো আপেক্ষিক। কে জানে, হয়তো আমাদের এবং কিয়ামতের মাঝে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান—যা কেবল আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না অথবা আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি নিকটবর্তী সময়ে কিয়ামত সংগঠিত হতে পারে। কুরআন এ ব্যাপারে শুধু এতটুকুই বলেছে—

> 'তা তুমি জানবে কী করে? হয়তো-বা কিয়ামত খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে।' সূরা আহজাব : ৬৩
>
> 'সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী।' সূরা শূরা : ১৭
>
> 'সেটা তোমাদের কাছে আসবে একেবারেই আকস্মিক।' সূরা আরাফ : ১৮৭

আমাদের নবি ﷺ-এর আবির্ভাবও কিয়ামতের একটা আলামত। তিনি বলেছেন—

> 'আমাকে এবং কিয়ামতকে ঠিক এ দুটোর মতোই কাছাকাছি পাঠানো হয়েছে (এমন কথা বলার সময় তিনি নিজের মধ্যমা এবং তর্জনী আঙুল পাশাপাশি করে দেখালেন)।' বুখারি ও মুসলিম

সুতরাং কিয়ামতের অপেক্ষায় ইসলামি শরিয়ত, মুসলিম উম্মাহ এবং ইসলামি রাষ্ট্রকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ থেকে হাত গুটিয়ে রেখে আমরা শেষ যুগে আছি—এরূপ মনে করে বসে থাকা দ্বীনি বিবেচনায় খুবই নিন্দনীয় কাজ।

একজন মুসলিমকে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সৎকাজ এবং জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। এই আদেশ তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত জারি থাকবে। আর এটা ঘটবে পৃথিবীর বয়স যখন একেবারে শেষ প্রান্তে উপনীত হবে। যখন আল্লাহ নির্ধারিত বছরের হিসাব এলোমেলো হয়ে যাবে, সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে। কুরআনের ভাষায়—

> 'সেদিন ওই ব্যক্তি ঈমান আনলে তাতে তার কোনো ফায়দা হবে না, যে ব্যক্তি ঈমানের ভিত্তিতে কল্যাণ অর্জন করেনি।' সূরা আনআম : ১৫৮

রাসূল ﷺ জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত দুনিয়াবি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও দ্বীনের দৃষ্টিতে দুনিয়াবি কাজ তুচ্ছ। তিনি বলেন—

www.QuranerAlo.net

> 'যদি কিয়ামত শুরু হয়ে যায় আর তোমাদের কারও হাতে একটি গাছের চারা থাকে এবং সে তা রোপণ করতে সক্ষম, তার উচিত তা রোপণ করে ফেলা।' মুসনাদে আহমদ : ১২৯০২

একজন মুসলিমকে শিঙায় ফুঁ শোনার পরও গাছ রোপণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সে যেন তার কাজ সম্পাদন করে। যদিও এর দ্বারা সে কিংবা তার পরে অন্য কেউ-ই উপকৃত হবে না। তাহলে আমরা কীভাবে নির্লিপ্ত হতে পারি! অথচ আমাদের এবং কিয়ামতের মাঝে অজানা এক সময়ের ব্যবধান। বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ-ই তার সঠিক সময় জানে না।

ফলাফল আসুক আর না আসুক, মানুষকে কাজ করতে বলা হয়েছে। যদি সে নগদ ফল লাভ করে, তবে সে দুটো কল্যাণ লাভ করল। অন্যথায় তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট—সে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, পরিশ্রম ও কর্তব্য আদায় করেছে। যখানে আটকে গেছে, সেখানে আল্লাহর কাছে নিজের অক্ষমতা পেশ করেছে। বিপরীত চিন্তার লোকদের কাছে প্রমাণ পেশ করে দাঁড়িয়ে গেছে। আল্লাহর দরবারে তাদের (যারা নির্লিপ্ত) কোনো আপত্তি চলবে না। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এখানে কিছু হাদিস উল্লেখ করছি।

১. ইমাম তিরমিজি আলি ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন—'আমার পরে অমানিশার অন্ধকারের মতো এক ভয়ংকর ফিতনার জন্ম হবে।' আমি বললাম, 'তা থেকে উত্তরণের পথ, হে আল্লাহর রাসূল?' তিনি বলেন, 'আল্লাহর কিতাব। সেখানে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ, পরবর্তীদের খবর এবং তোমাদের বিধিবিধানসমূহ।'

২. 'তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করো। অচিরেই ফিতনাসমূহের আবির্ভাব হবে নিকশ কালো অন্ধকারের মতো। একই ব্যক্তি সকালে মুমিন হবে তো সন্ধ্যায় কাফির হবে অথবা সন্ধ্যায় মুসলিম থাকবে এবং সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়াবি সামগ্রীর বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি করে দেবে।' মুসলিম

www.QuranerAlo.net

Contents

৩. আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ আবু সালাবা আল খুশানি থেকে বর্ণনা করেন—

'তোমাদের সামনে সবরের দিন। সেই দিনগুলোতে সবর হবে জ্বলন্ত কয়লা হাতে নেওয়ার মতো। সে সময় যারা কাজ করবে, তাদের কর্মের প্রতিদান তাদের মাঝে কাজ করা ৫০ জনের সমান হবে।' আমি বললাম, 'তাদের মাঝে কাজ করা ৫০ জনের সমান?' তিনি বলেন, 'তোমাদের মাঝে কাজ করা ৫০ জনের সমান।'

কিছু কিছু বর্ণনায় প্রতিদানের এই বাহুল্যের কারণ বর্ণনায় এসেছে তাঁর (নবিজির) কথা—

'তোমরা তো কল্যাণকর কাজে সহযোগী পাও, তারা কোনো সহযোগী পাবে না।'

৪. ইমাম বুখারি ও মুসলিম আবু হুজায়ফা আল ইয়ামান থেকে বর্ণনা করেছেন—

'তিনি বলেন—মানুষ রাসূল ﷺ-কে কল্যাণের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করত। আমি জিজ্ঞাস করতাম ক্ষতি সম্পর্কে। ভয় ছিল, সেটা আমাকে পেয়ে বসে কি না! আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম—"আমরা জাহেলি যুগে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের এই কল্যাণ দান করলেন। এই কল্যাণের পরে কি কোনো অকল্যাণ/ক্ষতি আছে?"

তিনি বলেন—"হ্যাঁ"। আমি বললাম—"ওই ক্ষতির পর কি আবার কল্যাণ আছে?" তিনি বলেন—"হ্যাঁ, তবে সেটাতে ধোঁয়াশা রয়েছে।" আমি বললাম—"কী সেই ধোঁয়াশা?" তিনি বলেন—"একদল লোক আমার সুন্নাতের বাইরে সুন্নাত খুঁজে নেবে। আমার আনীত হিদায়াতের বাইরে হিদায়াত সন্ধান করবে।" আমি বললাম—"সেই কল্যাণের পরে কি কোনো অকল্যাণ আছে?" তিনি বলেন—"হ্যাঁ। জাহান্নামের দরজায় আহ্বানকারীরা। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে, তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে।"

www.QuranerAlo.net

Contents

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! তাদের গুণগুলো বর্ণনা করুন।" তিনি বলেন, "তারা আমাদের মতো চামড়ার মানুষ এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে।"'

এই হাদিসগুলোতে কি ক্ষতিকর বিষয়গুলোর ব্যাপারে সতর্কতা, কল্যাণের কাজে উৎসাহ, সত্যের সাথে লেগে থাকা, আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরা, আনুগত্যের কাজে ধৈর্য প্রদর্শন, তার রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা এবং জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে অকল্যাণের দিকে আহ্বানকারীদের (তাদের ডাকে যারা সাড়া দেবে, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে) মোকাবিলা ভিন্ন অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে?

ভবিষ্যতের কল্পনাবিলাস ও দিবাস্বপ্ন

ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ও বিষণ্নতার নেতিবাচক এই দৃশ্যের পাশাপাশি আরেকটি নেতিবাচক অবস্থা দেখা যায়, তা হলো—ভবিষ্যৎ নিয়ে দিবাস্বপ্ন বা কল্পনাবিলাস। যার সাথে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বাস্তব কর্ম এবং পরিকল্পনার কোনো মিল নেই।

কল্পনাবিলাস মহান কিছু তৈরি করার পথে বিন্দুমাত্র সহায়ক নয়। এটি আশার আলোও দেখাতে সক্ষম নয়। কাব বিন জুহাইরের কথার মতোই—

'কল্পনাবিলাস ও দিবাস্বপ্ন ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।'

এক লোক ইবনে সিরিনকে বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি, পানি ছাড়া সাঁতার কাটছি। ডানা ছাড়া উড়ে বেড়াচ্ছি। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী?' জবাবে তিনি বলেন—'তুমি এত বেশি স্বপ্ন দেখ কেন?'

আলি ইবনে আবি তালিব তাঁর ছেলেকে বলেন, 'তুমি অতি উৎসাহী চিন্তা থেকে বিরত থাকো। কারণ, এটা বোকা লোকের কাজ।'

কবি বলেছেন—

أعلل بالمنى قلبي لعلي * اروح بالامانى الهم عني

واعلم ان وصلك لا يرجى * ولكن لا اقل من التمني

www.QuranerAlo.net

Contents

'সম্ভবনার কোনো কল্পনাবিলাস
আমার উপলব্ধিকে কি রেখেছে ভুলিয়ে?
আমি তো কল্পনায় মত্ত হয়ে
সকল উৎকণ্ঠা ভুলে রয়েছি বিশ্রামে!
আমি জানি, তোমার ফিরে আসার
সম্ভাবনা নেই কোনো।
ভাটা নেই আকাঙ্ক্ষায় তবুও।'

আরেক কবির কথা—

ولا تكن عبد المنى, فالمنى
رؤوس أموال المفاليس!

'কল্পনার পূজারি হয়ো না হে মানুষ!
অবাস্তব কল্পনা করে দেবে
দেউলিয়া আর বেহুঁশ।'

কুরআন আহলে কিতাব তথা ইহুদি-নাসারাদের তিরস্কার করেছে। তা কোনো ধরনের কারণ-উপকরণ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশের স্বপ্নে বিভোর জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম তথা সঠিক ঈমান এবং সৎকর্ম ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তারা আরও বলে—"জান্নাতে কখনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কেউ দাখিল হবে না।" আসলে এটা তাদের (অলীক) কামনা মাত্র। তুমি তাদের বলো, এ দাবির ব্যাপারে তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে দাবির সপক্ষে প্রমাণ দেখাও।
>
> হ্যাঁ (জেনে রেখ, জান্নাতে কেবল সে-ই যাবে)! যে নিজেকে পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছে আল্লাহর জন্য (আল্লাহর বিধান ও নির্দেশের কাছে) এবং বাস্তবেও সুন্দর ও কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে। তার প্রভুর কাছে অবশ্যই তার জন্য পুরস্কার রয়েছে। তা ছাড়া এ ধরনের লোকদের কোনো ভয়ও থাকবে না এবং তারা দুঃখও পাবে না।' সূরা বাকারা : ১১১-১১২

www.QuranerAlo.net

কুরআনে শুধু আহলে কিতাবদের তিরস্কার করা হয়নি। তাদের মতো যে মুসলিমরা কেবল মুসলিম নাম ধারণ করার কারণেই জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে ধরে নিয়েছে, তাদেরও তিরস্কার করেছে। তারা কোনো সৎকাজ করে না। এমনকী জান্নাতে প্রবেশের উপায়-উপকরণ নিয়েও তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, অথচ নাজাতের আশা করে বসে আছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমাদের খেয়াল-খুশি কিংবা আহলে কিতাবের খেয়াল-খুশিমতো কাজ হবে না। যে মন্দ কাজ করবে, তার প্রতিফল সে পাবেই এবং সে আল্লাহর পরিবর্তে কোনো ওলি বা সাহায্যকারী পাবে না। যেকোনো পুরুষ বা নারী মুমিন অবস্থায় আমলে সালেহ করবে, তারা অবশ্যই জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও অবিচার করা হবে না।' সূরা নিসা : ১২৩-১২৪

রআন কল্পনাবিলাসকে অপছন্দ করেছে; উচ্চাশাকে নয়। এ দুটোর মাঝে ার্থক্য হলো—উচ্চাশার সঙ্গে কর্মের সংযোগ থাকে, আর যার সঙ্গে কর্মের কোনো সংযোগ নেই, সেটাই কল্পনাবিলাস।

যারা আল্লাহর ক্ষমা, মার্জনা ও দয়ার প্রশস্ততার ওপর নির্ভর করে নাজাত পাবে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, আর প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং কামনার পেছনে ছুটছে, কুরআন তাদের কাজকে বোকামি ও দুর্বলতা বলে ব্যাখ্যা করেছে।

আল্লাহর বাণী হচ্ছে—

> 'নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।' সূরা আরাফ : ৫৬

তিনি আরও বলেন—

> 'আমার রহমত সবকিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত। তা আমি বিশেষভাবে লিখে দেবো সেই লোকদের জন্য, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, জাকাত পরিশোধ করে এবং আমার আয়াতের প্রতি ঈমান রাখে।' সূরা আ'রাফ : ১৫৬

www.QuranerAlo.net

Contents

এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে—

> 'বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ ও অকর্মণ্য সেই ব্যক্তি, যে তার নফসের দাবির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর নিকট বৃথা আশা করে।' মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ

আর (রাজায়াহ) বা প্রত্যাশা এবং তার ধারক সম্পর্কে কুরআনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীতে তাদের গুণগ্রাহিতা এসেছে—

> '(পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে, আর আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আশা করে (করতে পারে) আল্লাহর রহমত। আল্লাহ (তাদের ব্যাপারে) অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান।' সূরা বাকারা : ২১৮

সালাফের সালেহ বান্দারা বলতেন, সৎকর্ম ছাড়া জান্নাতের আশা করা একধরনের পাপ কাজ। সুন্নতের অনুসরণ ছাড়া কিয়ামতের দিনে সুপারিশ লাভের চিন্তা একপ্রকার প্রতারণা। আর নাফরমানির সাথে আল্লাহর রহমতের আশা করা বোকামি এবং মূর্খতা।

হাসান বসরি (রহ.) বলেন—

> 'ক্ষমার আকাঙ্ক্ষা একটি দলকে দেবতার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। তারা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিল, তখন তাদের আমলনামায় ভালো কিছু ছিল না। তাদের একজন বলছিল, "আমি আমার রবের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করি।" সে মূলত মিথ্যা বলেছে। যদি সে তার রবের ব্যাপারে ভালো ধারণাই করত, তবে তাঁর সামনে ভালো কিছু আমল পেশ করত।'

অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—

> 'তোমাদের প্রভু সম্পর্কে এ ধারণাই তোমাদের ডুবিয়েছে। ফলে তোমরা হয়েছ চরম ক্ষতিগ্রস্ত।' সূরা হা-মিম : ২৩

www.QuranerAlo.net

Contents

তিনি আরও বলতেন—

> 'হে মানব সন্তানরা! তোমরা অনেক বেশি কল্পনাবিলাস থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, এই জগৎটা হলো নির্বোধ লোকদের। তারা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আল্লাহ তায়ালার কসম! তিনি কোনো বান্দাকে কল্পনাবিলাসের মাধ্যমে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে কোনো কল্যাণ প্রদান করেননি।'

'বর্তমান'-এর প্রেমিক

কিছু মানুষ আছে, যারা অতীতের দিকেও তাকায় না, ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টিপাত করে না। বর্তমানকে নিয়েই মজে থাকে; বর্তমানকে ঘিরেই তাদের সকল আয়োজন। তারা বলে, 'অতীত তো হারিয়ে গেছে। যা হারিয়ে গেছে তা মৃত্যুর সমতুল্য, আর মৃত কোনো জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হওয়া বা চিন্তা করা মানানসই কাজ নয়।'

তাদের কাছে ভবিষ্যৎ মানেই অজানা-অদৃশ্য কিছু। আর অজানা মানেই অজ্ঞাত। একজন সাক্ষাৎ জীবন্ত মানুষ কেন অজ্ঞাত কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে? এটা তো বালি দিয়ে বাঁধ দেওয়া কিংবা বাতাসের ওপর লেখার মতো।

বর্তমানের মাঝে ডুবে থেকে তারা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে ভুলে গেছে। একইভাবে তারা অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেও নারাজ।

তাদের দাবি, তারা সময়ের সন্তান। তারা শুধু বর্তমানকে যথেষ্ট মনে করে। আখিরাতের ব্যাপারে তাদের কোনো মনোযোগ নেই। কারণ, সেটাও ভবিষ্যৎ। তারা নগদকে বাকির বিনিময়ে বিক্রি করতে নারাজ। চোখের সামনে থাকা লাভকে ভবিষ্যতে অধিক লাভের আশায় বিনিয়োগ করতে চায় না। তারা ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়েও নিজেদের ব্যস্ত রাখতে চায় না। কারণ, তা অতীত ও তার উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে।

'তারা সময়ের সন্তান' কথাটির অর্থ—তারা বর্তমানের চলমান সময় ছাড়া অন্য সময়কে গুরুত্ব দিতেও রাজি নয়। সেটা নিয়ে চিন্তা করতেও ইচ্ছুক নয়।

www.QuranerAlo.net

Contents

তারা বর্তমানকে সবটুকু উপভোগ করে। উপভোগের কিছুই বাদ রাখে না। অতীতকে স্মরণ না করে ভবিষ্যতের চিন্তা বাদ দিয়ে তাদের সকল মনোযোগের কেন্দ্র থাকে উপস্থিত মুহূর্তকে ঘিরে।

আরবি কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটি এ ধারার লোকদের প্রতিনিধিত্ব করছে—

ما مضى فات, والمؤمل غيب
ولك الساعة التى انت فيه

'যা যাওয়ার তা গেছে, প্রত্যাশাটা অন্ধকারে,
তুমি যে সময়ে আছ, তা তোমারই আছে।'

কথাটি সত্য, যখন তা দৃঢ় চিত্তের মুমিন বা সর্বস্ব হারানো কেউ উচ্চারণ করে।

মানুষের কাছে যদি শুধু একটা ঘণ্টা বাকি থাকে, সে কেন তা নষ্ট করবে? কেন তা আল্লাহর আনুগত্যে বিনিয়োগ করবে না? কেন তা সত্যের সহযোগিতা, উত্তম কাজ ও কল্যাণের বিস্তারে কাজে লাগাবে না?

যে কারণে নিচের পঙ্‌ক্তিটি অনেক প্রবীণ সালেহ ব্যক্তির কথার সঙ্গে মিলে যায়—

انما هذه الحياة متاع * فالجهول المغرور من يسطفيها
ما مضى فات والمؤمل غيب * ولك الساعة التى انت فيه

'দুনিয়া সামান্য ভোগের সামগ্রী
প্রতারিত ও নাদান সেইজন,
যে একে গ্রহণে আগ্রহী।
যা অতিবাহিত হয়েছে
তা তো হারিয়েই গেছে।
অনাগত আশা?
সে তো গায়েবি ব্যাপার।
শুধু এতটুকুর মালিক হয়েছ—
আজ যেখানে তুমি আছ।'

www.QuranerAlo.net

Contents

আর ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, বর্তমান মূলত অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে একটা কাল্পনিক রেখা মাত্র। এ উপলব্ধি থেকেই কবি বলেছেন—

ما الدهر الا ساعتان: تامل

فيما مضى وتفكر فيما بقى

'জীবন আসলে দুটো ঘণ্টার নাম।
এক ঘণ্টা অতীতকে পর্যবেক্ষণের,
আর অন্য ঘণ্টা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার।'

কবি এখানে বর্তমানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তবে জেনে রাখা উচিত, মানুষের চিন্তায় বর্তমান হলো উপস্থিত মুহূর্ত এবং তার সাথে মিশে থাকা ভবিষ্যতের ছোট্ট একটা সময়। যেমন : মানুষ বলে, 'সময় হয়ে গেছে! অর্থাৎ, এখনই করতে হবে। কাজ করার সময়টা বর্তমানকাল। আর তা বর্তমান মুহূর্ত এবং ভবিষ্যতের কিছু অংশের সমন্বয়ে হয়ে থাকে।

সময়ের সাথে সঠিক আচরণ

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের প্রতি সঠিক আচরণই হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ধারণ করা, মূল্যায়ন করা।

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত : অতীতের ঘটনাপুঞ্জ এবং বিভিন্ন জাতির সাফল্য বা পরিণাম থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর অনুসৃত নীতি উপলব্ধি করতে হবে। অতীতের পাতায় মিশে আছে হাজারো ঘটনার সমাহার। কারও ভাষায় অতীত হলো শিক্ষার বা উপদেশের খনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমাদের পূর্বে বহু সুন্নাহ বিগত হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখ (আল্লাহর নিয়ম-বিধানকে) অস্বীকারকারীদের পরিণতি কী হয়েছে। এটি (কুরআন) মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট বার্তা এবং সতর্ক লোকদের জন্য জীবন-পদ্ধতি ও উপদেশ। তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না। তোমরাই বিজয়ী হবে,

www.QuranerAlo.net

Contents

যদি তোমার মুমিন হও। তোমরা যদি আঘাত পেয়ে থাকো, তবে অনুরূপ আঘাত তো তারাও (প্রতিপক্ষ) পেয়েছে। মানুষের মাঝে সেই (ভালো-মন্দ) দিনগুলোর আমরা আবর্তন ঘটাই।' সূরা আলে ইমরান : ১৩৭-১৪০

'তারা কি জমিনের বুকে পরিভ্রমণ করে না? আর তাদের যদি আকলওয়ালা ক্বলব থাকত এবং শোনার মতো কান থাকত! তাদের চোখ তো অন্ধ নয়; মূলত অন্ধ হলো তাদের বুকের মধ্যকার ক্বলব (হৃদয়)।' সূরা হজ : ৪৬

'বহু নবি কিতাল (যুদ্ধ) করেছে। তাঁদের সাথে ছিল অনেক আল্লাহওয়ালা লোক। আল্লাহর পথে তাঁদের যেসব বিপদ-মুসিবত ঘটেছিল, তাতে তাঁরা দুর্বলতাও দেখায়নি এবং নতিও স্বীকার করেনি। আর আল্লাহ (ঈমানের ওপর) অটল-অবিচল থাকা লোকদেরই ভালোবাসেন।' সূরা আলে ইমরান : ১৪৬

এরপর আসে অতীতের লোকদের রেখে যাওয়া বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কারিগরি বিদ্যা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রসঙ্গ। তবে এগুলো অবশ্যই যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। যেটা আমাদের সময় ও অবস্থার সাথে যায়, সেটা গ্রহণ করতে হবে।

হাদিসে এসেছে—

'জ্ঞানের কথা মুসলমানের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাওয়া যাবে, সেই তার অধিক হকদার।'

পুরাতনকে শুধু পুরাতন হওয়ার দোষে বর্জন করা হবে, এমনটা ঠিক নয়। কিছু জিনিস রয়েছে, পুরাতন হওয়ায়ই যার বৈশিষ্ট্য। পুরাতন হওয়াই তার মর্যাদার প্রতীক। স্বভাবজাত কারণে সে নতুনত্ব গ্রহণ করতে পারে না।

কুরআনের মর্যাদা কি এ কারণে নয় যে, তা আল্লাহর কালাম এবং তার কোনো নতুন বিকল্প সৃষ্টি হতে পারে না? সময়ের গতি এবং যুগের বিবর্তনের সাথে সে হারিয়ে যাবে না?

কাবার গুরুত্ব কি এ কারণে নয় যে, এটা 'বায়তুল আতিক'; যুগের পর যুগ এখানে হজ পালন করা হয়েছিল?

www.QuranerAlo.net

কুরআন নতুন করে আসতে পারে না, নতুন কোনো কাবা সৃষ্টি হতে পারে না। আমাদের চলার পথে বহু বাস্তবতা রয়েছে, যার কোনো নতুনত্ব নেই।

পুরাতন মানেই বর্জন করা হবে, আর সব নতুনকেই অভ্যর্থনা দেওয়া হবে—এই ধারণার সাথে চলতে গিয়ে নতুনত্বের সৈনিকরা বারবারই সীমালঙ্ঘন করেছে। বহু পুরাতন জিনিস রয়েছে, যার উপকারিতা অসামান্য। অপরপক্ষে নতুন মানেই ভালো কিছু নয়। কিছু কিছু নতুন আমাদের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নতুনত্বের সৈনিকদের বিদ্রুপ করে প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক মুস্তাফা সাদিক বলেছেন—'তারা আমাদের দ্বীন, ভাষা, এমনকী চন্দ্র-সূর্যকেও নবায়ন করতে চায়!'

কবিকুলের সম্রাট আহমদ শাওকি 'আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়'কে নিয়ে লেখা তাঁর কবিতায় সংস্কারবাদীদের সমালোচনা করে বলেন—

لا تحذ حذو عصابة مفتونة * يجدون كل قديم امر منكرا
ولو استطاعوا فى المجامع انكروا * من مات من ابائهم او عمرا
من كل ساع فى القديم وهدمه * واذا تقدم للبناية قصرا

'তোমরা মোহাবিষ্ট হয়ে তাদের অনুসরণ করো না।
তারা প্রত্যেক পুরাতনের মাঝে জঘন্য কিছু খুঁজে পায়।
সুযোগ পেলে ভরা মজলিশে
মৃত পূর্বপুরুষ এবং বয়স্ক জীবিতদের
বাজে ধারণা করে বসে।
অতীতের সকল উদ্যোগ এবং ব্যর্থতা তাদের চোখে নিন্দনীয়,
আর সকল উন্নতি তুচ্ছ।'

আসলে নতুন ও পুরাতন—দুটোই আপেক্ষিক ব্যাপার। এক জাতির কাছে যা পুরাতন, অন্য জাতির কাছে তা নতুনও হতে পারে। এক এলাকায় যা নতুন, অন্য এলাকায় তা পুরাতন। আর নতুন সব সময় নতুন থাকে না। সময় তা পুরাতন করে দেয়। আজ যা পুরাতন, গতকাল তা ছিল নতুন। আবার আজকের নতুন আগামীকালের পুরাতন।

www.QuranerAlo.net

Contents

আমাদের দিনগুলো তার নিজ গতিতে চলছে। প্রতিটি দিনে একটি সময় নির্দিষ্ট থাকা উচিত, যেখানে মানুষ নিজের সম্পর্কে পর্যালোচনা করবে। আজ সে কী করেছে? কেন করেছে? কী করেনি? কেন করেনি? আর এই পর্যালোচনার সময় হওয়া উচিত ঘুমানোর পূর্বে।

আত্মসমালোচনার এ সময়টি মানবিক উন্নতিতে খুবই সহায়ক। এর মাধ্যমে মানুষ কামনার দাসত্ব থেকে বুদ্ধি ও মননকে মুক্ত করতে পারে। স্বেচ্ছাচারিতার দাসত্ব থেকে বিবেককে মুক্ত করতে পারে। তার ঈমানকে বানাতে পারে পর্যবেক্ষণশীল রশ্মি, নিরীক্ষক ও কর্মের ওপর বিচারক। আর এভাবেই সে নফসকে কুমন্ত্রণাদানকারী অবস্থা থেকে অনুশোচনাপরায়ণ নফসে উন্নীত করতে পারে। যে নফস তাকে পূর্বের জীবনে করা নিষিদ্ধ কর্ম এবং ছেড়ে দেওয়া করণীয় সম্পর্কে ভর্ৎসনা করে।

ইতঃপূর্বে আমরা একটি হাদিস উল্লেখ করেছি—যার ভাষ্য ছিল, মানুষ তার সময়কে চার ভাগে ভাগ করবে। তার মধ্যে একটি ভাগ হলো—সে কর্মের মূল্যায়ন করবে, আত্মসমালোচনা করবে।

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন—

> 'তোমরা পরকালীন হিসাব-নিকাশের পূর্বে নিজেদের হিসাব করে নাও। তোমাদের কর্ম দ্বারা তোমাদের ওজন দেওয়ার পূর্বে নিজ নিজ কর্মকে ওজন দিয়ে নাও।'

প্রতিদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার পর তিনি চাবুক দিয়ে স্বীয় পদযুগলে আঘাত করতেন। আর নিজেকে প্রশ্ন করতেন, 'আজ তুমি কী করেছ?'

প্রখ্যাত তাবেয়ি মাইমুন ইবনে মাহরান (রহ.) বলেন—

> 'আমি তাঁকে নিজের ব্যাপারে একজন অত্যাচারী শাসক এবং কৃপণ ব্যবসায়ীর চেয়ে বেশি হিসাবি দেখতে পেয়েছি।'

হাসান বসরি (রহ.) বলেন—

> 'মুমিন তার প্রবৃত্তি ওপর প্রভাব বিস্তারকারী। যে জাতি দুনিয়ায় নিজেদের ব্যাপারে হিসাবি, বিচার দিবসে তাদের হিসাব সহজ করা হবে। আর যারা আত্মসমালোচনা ছাড়া অবাধ জীবনযাপন করতে থাকে, তাদের কিয়ামতের দিনের হিসাব হবে বড়োই কঠিন।'

www.QuranerAlo.net

Contents

তিনি আত্মসমালোচনার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন—

> 'মানুষের সামনে যখন আকর্ষণীয় কোনো ব্যাপার আসে, তখন সে বলে—"তুমি আমাকে আকৃষ্ট করেছ, তোমার সাথে আমার মিশে যাওয়া উচিত। আফসোস! তোমার সাথে আমার মিলন অসম্ভব।"' (এটা কর্মের পূর্বের মুহাসাবা।)

তিনি আরও বলেন—

> 'যে কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলে এবং তারপর তার বিবেকের কাছে ফিরে যায়, সে বলে—"হায়, আমি এটা কেন করলাম! আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে যাব না। তাঁর কসম করে বলছি! এই কাজ আমি আর কখনো করব না, ইনশাআল্লাহ।"' (কাজ করার পরের আত্মসমালোচনা)

যে ব্যক্তি প্রতিদিন আত্মসমালোচনা করতে সক্ষম নয়, তার উচিত কয়েক দিন পরপর করা; অন্তত সপ্তাহে একবার। কেবল আত্মসমালোচনার মাধ্যমে কেউ ভালো করে বুঝতে পারে—তার প্রাপ্তি কতটুকু, তার দায়িত্বের কী কী বাকি আছে?

আর প্রত্যেক মাসের শেষে লম্বা সময় নিয়ে বসে আত্মসমালোচনা করতে হবে। প্রত্যেক বছর বিদায় জানানো এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর সময় বেশি বেশি বিশ্লেষণমূলক আত্মসমালোচনা করতে হবে। বিগত বছর যা কিছু হারিয়েছে, তার যথার্থ পর্যালোচনা এবং যা কিছু পেয়েছে, তার উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে; ঠিক ব্যবসায়ীদের বার্ষিক হালখাতার মতো।

Happy New Year কিংবা Happy Birthday পশ্চিমাদের একটি নতুন আবিষ্কার! দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিমদের একটি অংশ আজ এটা অনুসরণ করছে। তাদের জীবন থেকে প্রতিটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে সুস্বাদু এবং উন্নত খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মানুষ আজকাল পশ্চিমাদের এ আচার-আচরণগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। তারা সাল গণনার এ সময়টিতে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করছে এবং নাটকীয় কায়দায় তা নিভিয়ে ফেলছে। জন্মদিনের এই সময়টাতে শুভেচ্ছা ও উপহার বিনিময় করছে।

www.QuranerAlo.net

Contents

এটা অন্ধ অনুসরণ; যার কোনো অর্থ কিংবা উপকারিতা নেই! একজন বুদ্ধিমান মানুষের উচিত হবে, জীবনের একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করা। জীবনটাকে সুন্দর পরিপাটি করে গুছিয়ে নেওয়ার নিমিত্তে হিসাব-নিকাশে সময় দেওয়া এবং সুস্থ মাথায় চিন্তা-ভাবনা করা; ঠিক জাত ব্যবসায়ীর মতো। একজন জাত ব্যবসায়ী বছর শেষে হিসাব-নিকাশ নিয়ে বসে। হিসাবের খাতা খুলে মজুদ পণ্যগুলোর হিসাব করে এবং ঋণের পরিমাণটা দেখে নেয়—যাতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার কী দেনা-পাওনা আছে। সে কতটুকু লাভ করেছে, আর কতটুকু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

তার উচিত হবে আল্লাহর কাছে নিজের জন্য ধরনা দেওয়া, যেন আজকের দিন গতকালের চেয়ে ভালো হয়। আর আগামী দিন হয় আজকের চেয়েও উন্নত।

একজন বুদ্ধিমান মানুষের উচিত, জীবন থেকে খসে পড়া পূর্ণ একটি বছরে নিজের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করা; যার ব্যাপারে আল্লাহ অচিরেই তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। আর এটা মোটেই কম সময় নয়। পুরো একটি বছর! অর্থাৎ ১২ মাস। প্রতি মাসে ৩০টি দিন। দিনে ২৪টা ঘণ্টা। ঘণ্টায় ৬০ মিনিট। মিনিটে ৬০ সেকেন্ড। আর প্রতিটি সেকেন্ডেই আল্লাহর কিছু নিয়ামত রয়েছে; প্রতিটি সেকেন্ডই তাঁর পক্ষ থেকে আমানত।

প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের উচিত হবে জীবন থেকে হেলায় হারিয়ে যাওয়া সময় নিয়ে আফসোস করা। জীবনের বরাদ্দ সময় থেকে যা নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলো নিয়ে অনুশোচনা করা। অতিবাহিত প্রতিটি দিন জীবনবৃক্ষের ঝরে পড়া একেকটি পাতা।

আল্লাহ হাসান বসরির ওপর রহম করুন। তিনি বলেছেন—

> 'হে আদম সন্তান! তুমি কিছু দিনের সমষ্টি। যখনই একটি দিন চলে যায়, তোমার একটি অংশ হারিয়ে যায়।'

আবু আলি আদ-দাক্কাক গানের সুরে বলতেন—

كل يوم يمر يأخذ بعضي

يورث القلب حسرة, ثم يمضي!

www.QuranerAlo.net

Contents

'প্রত্যেকটি দিন
জীবনের কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়।
আমাকে কিছু স্মৃতি
উপহার দিয়ে হারিয়ে যায়।'

অন্য এক কবি বলেছেন—

يسر المرء ما ذهب الليالى
وكان ذهابهن له ذهابا

'রাত্রি কেটে গেলে মানুষ খুশি হয়। অথচ এটা মূলত তার নিজের জীবনের একটি অংশ চলে যাওয়া।'

আরেক কবি ভাষায়—

انا لنفرح بالايام نقطعها
وكل يوم مضى جزء من العمر

'আমরা হাসিতে-খুশিতে দিন কাটিয়ে দিই,
কাটিয়ে দেওয়া প্রতিটি দিন
জীবনেরই একটি অংশ,
তা ভাবি কজনই।'

ভবিষ্যতে দৃষ্টিদান

মানুষ স্বভাবগতভাবে ভবিষ্যতের সাথে বাঁধা। সে ভবিষ্যতের ব্যাপারে অমনোযোগী হতে পারে না। তা দৃষ্টির আড়াল করে চলতে পারে না। অতীতের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয় মানুষের জীবিকা অর্জনের সঙ্গে জড়িত। একই ভাবে ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে পারা বা পরিকল্পনা সাজানো কিংবা তাতে কী ঘটবে তার ওপরও জীবিকার বেশ কিছু বিষয় নির্ভর করে।

ভবিষ্যতের বৈশিষ্ট্য হলো তা অজ্ঞাত ও অজানা। কেউ-ই জানে না, ভবিষ্যতের বুকে কোন জিনিস লুকিয়ে আছে? কোন রহস্য আছে? তাতে কি কল্যাণকর কিছু আছে, নাকি অজানা অকল্যাণ!

www.QuranerAlo.net

Contents

'কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে।'
সূরা লুকমান : ৩৪

ভবিষ্যতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো—তাতে আগমনকারী সবকিছু খুবই নিকটবর্তী। যদিও মানুষের ধারণা, ভবিষ্যৎ দূরবর্তী কোনো সময় বা সম্ভাবনা। এ কারণেই বলা হয়, আজকের সাথে আগামী দিন মিশে আছে। পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তির জন্য আগামী দিন খুবই কাছে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন—

'কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী।' সূরা নাহল : ৭৭

সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং তার মোকাবিলায় সরঞ্জাম মজুদ রাখে; ঘটনা ঘটার আগেই তার জন্য প্রস্তুত থাকে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন ভেবে দেখে, সে আগামীকালের (পরকালের) জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে?' সূরা হাশর : ১৮

যারা মনে করে দ্বীন মানুষকে পশ্চাৎপদ করে রাখে, তারা মূলত দ্বীনের মৌলিকত্ব এবং তার গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধিতে ভুল করেছে। দ্বীনের মিশনই হলো মানুষকে চিরস্থায়ী জিন্দেগির জন্য প্রস্তুত করে তোলা। অর্থাৎ, তাকে ভবিষ্যতের এমন আবাসের জন্য প্রস্তুত করা—যা বর্তমান আবাসের তুলনায় বহুগুণ উত্তম ও স্থায়ী।

সুতরাং ভবিষ্যতের দর্শনই হচ্ছে দ্বীনের মৌলিক বুনিয়াদ।

হাদিসে এসেছে—

'বান্দার বসবাস দুটো শঙ্কার মাঝে। একটি অতিবাহিত সময়। সে জানে না তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো ধোঁকা সংগঠিত হয়েছে কি না? আরেকটি হলো অনাগত ভবিষ্যৎ। সে জানে না, আল্লাহ তার কী বিচার করবেন? সুতরাং বান্দাকে আত্মসত্তা বিকিয়ে নিজের জন্য রশদ সংগ্রহ করতে হবে। দুনিয়া থেকে আখিরাতের জন্য পাথেয় অর্জন করতে হবে। বার্ধক্য আসার আগে যৌবন থেকে

www.QuranerAlo.net

Contents

আখিরাত গুছিয়ে নিতে হবে। যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! মৃত্যুর পরে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কোনো সুযোগ নেই। দুনিয়ার পরে জান্নাত এবং জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই।'

এ কথাগুলোর মানে এই নয়, একজন দ্বীনদার মানুষ কেবল পরকালীন ভবিষ্যৎকেই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবে এবং তার দুনিয়াবি ভবিষ্যৎ নিয়ে অমনোযোগী থাকবে। ইসলাম তাকে আগামীর দিনগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে শিখিয়েছে। আগামীর জন্য পুঁজি সঞ্চয় করতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে সচেতনভাবে ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুদ করতে। আর এটা দুনিয়াবি ও দ্বীনি—উভয় প্রকারের বিষয়াবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

রাসূল ﷺ মুমিনদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। আমরা তাঁকে দাওয়াতি কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা, অনুসন্ধান এবং গবেষণা করতে দেখেছি। তিনি আগে আওস ও খাজরাজ গোত্র থেকে দ্বীন রক্ষার বাইয়াত গ্রহণ করেছেন এবং তারপর হিজরতের চিন্তা করেছেন। এসবই ছিল শরিয়াহ এবং ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ নিয়ে কার্যকর নীতির অংশ।

মাকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাইয়াত নেওয়া, তারপর ইয়াসরিবে হিজরতের জন্য প্রস্তুতি—এগুলো ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য ধারাবাহিক এবং পরিকল্পিত কার্যকর পদক্ষেপ। আর জাগতিক বিষয়ে দেখতে পাই, তিনি পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্যদ্রব্য মজুদ করেছিলেন। তিনি এই কাজকে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে করেননি। কারণ, তাওয়াক্কুল কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

বর্তমানকে গুরুত্ব প্রদান

একজন মুমিনকে অতীতের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে হবে। তা মূল্যায়ন করে আত্মসমালোচনা করতে হবে। ভবিষ্যতের প্রতিও দৃষ্টিপাত করতে হবে, যেন ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং পাথেয় সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। তাকে সচেতন থাকতে হবে—ভবিষ্যতের জন্য সে কী পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে তাকে বর্তমানের ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে। সে যে সময়ে বসবাস করছে, তার ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। তা ফুরিয়ে যাওয়ার আগে গনিমত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

www.QuranerAlo.net

ইমাম আবু হামিদ আল গাজালি তাঁর 'ইহইয়া'তে বলেন—

> 'সময় তিন প্রকার। এক প্রকার সময় মানুষকে ছেড়ে চলে যায়; কষ্টে বা বিলাসিতায় যেভাবেই কাটুক না কেন। আরেক প্রকার হলো—ভবিষ্যৎ। বান্দা জানে না, এ সময়ে সে থাকবে কী থাকবে না। সে এও জানে না, আল্লাহ তায়ালা এতে তার জন্য কী নির্ধারণ করে রেখেছেন! আরেক প্রকার সময় হলো—বর্তমান। বান্দার উচিত এই সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের জন্য কিছু উপার্জন করা এবং রবের নির্দেশনা অনুসরণ করে চলা।
>
> দ্বিতীয় প্রকারের সময় যদি না আসে, তবে তার জন্য আফসোস করতে হবে না। আর যদি এসে পড়ে, তবে করণীয় হবে তা থেকে রশদ সংগ্রহ করা; যেমন করণীয় ছিল প্রথম প্রকার সময়ের সাথে। তার আকাঙ্ক্ষা ৫০ বছর দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়। এটা তাকে ভবিষ্যতে কী ঘটে, তা পর্যবেক্ষণের চিন্তার মোহে অলস করে দেবে এবং তাৎক্ষণিক সংকল্প বাধাগ্রস্ত হবে; বরং তার উচিত বর্তমান সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা, যেন এটাই শেষ সময়, শেষ মুহূর্ত।'

যেহেতু বর্তমানের মুহূর্তটি শেষ মুহূর্ত হওয়ার সম্ভবনা রাখে, সেহেতু উচিত হবে এই সময়টা সকল করণীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আদায় করে রাখা, যেন হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা যায়। অবস্থা হওয়া উচিত আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসের তিন অবস্থার কোনো এক অবস্থার মতো। তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন—

> 'মুমিন সব সময় ইবাদতে মশগুল থাকবে না; বরং তার অবস্থা তিন অবস্থার কোনো একটি হবে। কখনো পরকালীন জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করবে, কখনো দুনিয়ার জীবনে উন্নতির জন্য কাজ করবে, আর কখনো হালাল নিয়ামত উপভোগ করবে।' আল কাফি : ৫/৮৭

একই বিষয়ে তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনা এসেছে—

> 'বিবেকবান মানুষের চার ধরনের সময় থাকা উচিত—
>
> - একটা সময় গোপনে রবের কাছে প্রার্থনা করবে।

www.QuranerAlo.net

- একটা সময়, হিসাব-নিকাশ ও আত্মসমালোচনায় ব্যয় করবে।
- একটা সময় আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করবে।
- একটা সময় খাবার ও পানীয় সংগ্রহের জন্য ব্যয় করবে।'

এ সময়গুলো তার অন্য সময়গুলোর জন্য সহায়ক। যে সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খাবার ও পানীয় সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন একটি মূল্যবান আমল থেকে বিরত থাকা উচিত হবে না। আর তা হলো জিকির ও ফিকির। যেমন : সে যে খাবার গ্রহণ করছে, তাতেও বহু বিস্ময়কর কিছু লুক্কায়িত থাকে। জিকির ও ফিকির বহু শারীরিক কর্ম থেকে বেশি ফলদায়ক।

কবি বলেছেন—

مضى أمسك الماضى شهيدا معدلا * وابحث فى يوم عليك شهيد

فان كنت بالامس اقترفت اساءة * فثن باحسان وانت حميد

ولاترج فعل الخير يوما الى غد * لعل غدا يأتى وانت فقيد

فيومك ان اعتبته عاد نفعه * عليك, وماضى الامس ليس يعود

'অতীত চলে যাওয়ার জন্য, সে চলে গেছে।
তাকে সুবিন্যস্ত সাক্ষী হিসেবে ধারণ করো।
আর সেও দিনে দিনে তোমার বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে আছে।
যদি অতীতের সাথে জুলুম করে থাকো,
প্রশংসিত চিত্তে তার প্রতি কিছু ইহসান ঢেলে দাও।

নেক কর্মকে আগামী এক দিনের জন্যও ফেলে রেখ না।
আগামী আসবে ঠিকই, হয়তো তুমি থাকবে না।
আজকের দিনকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারো,
সে তার উপকারী ফলাফলসহ আসবে ফিরে।
চলে যাওয়া অতীত কখনো ফিরে আসবে না।'

আল্লাহর রাসূলের একটি চমৎকার হাদিস থেকে বর্তমানের ওপর জোর দেওয়ার নির্দেশনা পাওয়া যায়। হাদিসটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

www.QuranerAlo.net

রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'যদি কিয়ামত এসে উপস্থিত হয় আর তোমাদের কারও হাতে একটা গাছের চারা থাকে, তোমরা সুযোগ পেলে তা রোপণ করো।' আল কাফি : ৫/৮৭

হাদিসটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর গূঢ়তত্ত্ব খোঁজার জন্য একটু বিরাম নেব। রাসূল ﷺ কেন কিয়ামত উপস্থিত হওয়ার পরও সুযোগ পেলে চারাগাছ রোপণ করার আদেশ দিলেন?

সেই ব্যক্তি এই গাছের ফল আসা পর্যন্ত জীবিত থাকবে না। সুতরাং স্পষ্টতই ভবিষ্যতে ফল পাওয়ার আশায় এই গাছ রোপণ করবে না। তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ গাছ থেকে ফল পাবে—এ সম্ভাবনাও এখানে নেই। যেমন : একজন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ একটি জাইতুনের গাছ রোপণ করেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি এ গাছটি কেন রোপণ করছেন? আপনার এক পা তো কবরে।' জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের আগের প্রজন্ম যা রোপণ করেছে, তা থেকে আমরা উপকৃত হয়েছি। আর তাই আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রোপণ করে যাচ্ছি।'

কিন্তু হাদিসে যে অবস্থার বর্ণনা এসেছে, তাতে সে দিন যা রোপণ করা হবে, তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য পরের দিন কেউ বেঁচে থাকবে না। কারণ, কিয়ামত এসে গেছে বা আসার উপক্রম হয়েছে; কারও বাঁচার আশা অবশিষ্ট নেই। সুতরাং এ মুহূর্তেও বৃক্ষরোপণের আদেশ কেন?

বিষয়টা এখানে খুবই স্পষ্ট; কর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। কোনো মানুষ উপকৃত হোক বা না হোক, কাজ করতেই হবে—এ রকম নির্দেশনা। এখানে এ উপলব্ধি জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, একজন মুসলিম ব্যক্তির কখনো উন্নয়ন এবং উৎপাদনমুখী একটি মুহূর্তও কর্মবিহীন থাকা জায়েজ নেই। আর তা ইসরাফিল (আ.) ফুঁ দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিঙা হাতে নেওয়ার পরও নয়; যদিও একটু পরেই দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ রকম একটি অবস্থায় গাছের চারা রোপণের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে রাসূল ﷺ মূলত প্রত্যেকটি সময় যথাযথ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অতীত বা ভবিষ্যৎ যাই হোক, চলমান মুহূর্তটি সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

www.QuranerAlo.net

দীর্ঘ হায়াত

স্বভাবগতভাবে মানুষ বেঁচে থাকতে পছন্দ করে; জীবন দীর্ঘ করতে চায়। ম্ভব হলে চিরঞ্জীব হতে চায়। চিরঞ্জীব হওয়ার এই সহজাত বাসনার ারণেই ইবলিস আদি পিতা আদম (আ.)-এর ভেতরে প্রবেশ করে এবং ধাঁকাবাজির মাধ্যমে তাঁকে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করতে প্ররোচিত করে।

> 'তখন শয়তান তাঁকে আশ্বাস দিলো। সে বলল, "হে আদম! আমি কি আপনাকে সংবাদ দেবো এক অমর গাছের এবং এক অক্ষয় সাম্রাজ্যের?"' সূরা ত্ব-হা : ১২০

আমাদের দ্বীনেও লম্বা হায়াতকে নিয়ামত হিসেবে গণ্য করে; যদি তা সত্যের বিজয় এবং নেক কাজে ব্যবহৃত হয়। নবি ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল—

> 'কোন মানুষ সর্বোত্তম? জবাবে তিনি বলেন, যার জীবন দীর্ঘ হয়েছে এবং কর্ম সুন্দর হয়েছে।' তিরমিজি, তাবরানি, হাকিম

কিন্তু মৃত্যু হঠাৎ উপস্থিত হয়ে মানুষের সকল পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দেয়। কত যুবককে যৌবনের শুরুতেই উঠিয়ে নেয়। কত নববিবাহিতকে বিবাহের প্রথম দিনই গ্রাস করে। পরিবারের একমাত্র আদরের সন্তানকে মৃত্যু পেয়ে বসে। কত বিলাসী ধনীকে প্রাচুর্যে ভরা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন থেকে কেড়ে নেয়।

www.QuranerAlo.net

Contents

কত শাসককে নিরাপত্তা ও অনুচরদের মাঝ থেকে নিয়ে যায়। এ কারণেই মৃত্যুকে বলা হয় 'বিলাস ছিনতাইকারী' এবং 'সমষ্টি বিচ্ছিন্নকারী'।

মৃত্যুই যখন আমাদের বিচরণের এবং জীবনের একমাত্র সমাপ্তি, তখন সন্দেহাতীতভাবে জীবন খুবই সীমিত। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যতই দীর্ঘ হোক না কেন, জীবন যতই লম্বা হোক না কেন, বাস্তবে তা গণনাযোগ্য কিছুদিন; সীমিত কিছু নিশ্বাসের সমষ্টি, মৃত্যু কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই যাকে শেষ করে দেবে।

حكم المنية في البرية جار * ما هذه الدنيا بدار قرار

بينا يرى الانسان فيها مخبرا * حتى يرى خبرا من الاخبار

'বৃক্ষহীন কোনো প্রান্তরেও আশার বীজ বোনা যায়,
কিন্তু দুনিয়া স্থির কোনো আবাস নয়।
এখানে মানুষ শত সংবাদ বহন করে,
একদিন সে নিজেই (শোক) সংবাদে পরিণত হয়।'

হাদিসে এসেছে—

'তোমার যেভাবে ইচ্ছা জীবনযাপন করো। কারণ, একদিন তুমি মৃত। যাকে ইচ্ছা ভালোবাসো। কারণ, তার থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করা হবেই। যা ইচ্ছা করতে থাকো। তার প্রতিদানই তোমাকে দেওয়া হবে, তুমি তার ব্যাপারেই জিজ্ঞাসিত হবে।' তাবরানি

আবুল আতাহিয়্যাহ সঠিক বলেছেন—

بين عيني كل حي * علم الموت يلوح

نح على نفسك يا * مسكين ان كنت تنوح

لتموتن وان عمرت * ما عمر نوح

'একেকটি মৃত্যু সংবাদ তোমাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে,
যদি তোমার কান্না আসে
তবে নিজের জন্য কাঁদো,
তোমাকে মরতেই হবে, নুহের মতো লম্বা জীবন পেলেও।'

www.QuranerAlo.net

যে চিকিৎসাশাস্ত্র হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনে সক্ষম হয়েছে, যে বিজ্ঞান চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছে, সেই চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞান বার্ধক্য মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। রাসূল ﷺ-এর উক্তিটি এখানে যথোপযুক্ত—

'আল্লাহ সকল রোগের সাথে শেফা নাজিল করেছেন; শুধু বার্ধক্য ছাড়া।'

মানুষের জীবন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধকক্য—এ চক্রেই বন্দি। তাহলে কীভাবে সে তার জীবনকে লম্বা করতে পারে? সত্যি বলতে, মানুষের আসল জীবন জন্মদিন থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের সমষ্টি নয়; প্রকৃত জীবন হলো আল্লাহর খাতায় লিখিত তার সৎ ও কল্যাণধর্মী কাজের যোগফল।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এমন মানুষও পাওয়া যাবে—যার জীবনকাল একশো বছরের চেয়ে বেশি, কিন্তু তাকওয়া ও সৎকাজের খাতায় অর্জন শূন্য বা তারও নিচে। লেনদেনের ভাষায় সে উলটো ঋণী।

আবার কোনো লোককে যুবক অবস্থায় মারা যেতে দেখা যায়, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার ক্ষুদ্র জীবন নানামুখী মর্যাদাপূর্ণ কর্মে ভরপুর।

হুকার আল হিকাম বলেন—

'বহু জীবন আছে যার সময়সীমা অনেক লম্বা, কিন্তু অর্জনের পরিধি খুবই সীমিত। আবার বহু কম সময় পাওয়া জীবনের অর্জন বেশ সমৃদ্ধ। যার জীবনে বরকত ঢেলে দেওয়া হয়, সে স্বল্প সময়ে বর্ণনাতীত এবং অভাবনীয় রহমত লাভ করতে সক্ষম হয়।'

সুতরাং কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর সৃষ্টির ওপর ইহসান করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে জীবনকে লম্বা করতে পারে। আর বান্দার কর্মনিষ্ঠা ও সততায় পরিপূর্ণ হলে তার মর্যাদা ও প্রতিদান আল্লাহর কাছে বহুগুণ বেড়ে যায়।

আর যাদের কর্মে অন্যরা উপকৃত বা প্রভাবিত হয়, তাদের কর্মের মূল্যায়ন সেই উপকার বা প্রভাবের বিস্তৃতি অনুযায়ী হবে। কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টিকে সৎপথ প্রদর্শন, তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা, কারও বিপদ দূরীকরণে সহায়তা, কারও ওপর থেকে জুলুম উঠিয়ে নেওয়া বা তাদের শত্রুকে প্রতিহত করা ইত্যাদি কাজের নানামুখী ফলাফল রয়েছে। এ কাজগুলো থেকে কখনো

www.QuranerAlo.net

শুধু একজন লোক উপকৃত হয়, কখনো একটি গ্রুপ উপকার পায়, আবার কখনো বিশাল সংখ্যক মানুষ এ থেকে ধারাবাহিক সুবিধা পেতে থাকে।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, দাওয়াহ ইলাল্লাহ এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মতো কাজগুলো অবস্থানের বিবেচনায় আল্লাহর কাছে শীর্ষে। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'যে সত্যের দিকে ডাকল, তার জন্য যারা তাকে অনুসরণ করবে, তাদের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে অনসুরণকারীর প্রতিদানে কোনো কমতি হবে না।' মুসলিম

তিনি আরও বলেন—

> 'জান্নাতে একশোটি স্তর আছে। এগুলো আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রত্যেকটি স্তরের মাঝে পার্থক্য আসমান-জমিন পার্থক্যের সমান।' বুখারি

অনুরূপভাবে শাসক এবং প্রশাসকের ন্যায়পরায়ণতা—যাতে রয়েছে বিশাল সংখ্যক মানুষ তথা কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর কল্যাণ। রয়েছে নফসের সাথে জিহাদ, প্রবৃত্তি সৃষ্ট বিতর্কের মোকাবিলা, পক্ষপাতদুষ্টতা ও সীমালঙ্ঘনের সুযোগ। এ কারণেই হাদিসে এসেছে—

> 'একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের এক দিন ৬০ বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।' তাবারানি

> 'একদিন রাসূল ﷺ-এর এক সাহাবি এক গিরিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে একটি মিষ্টি পানির ঝরনা ছিল। জায়গাটা তাঁর খুবই পছন্দ হয়। তিনি বলেন—"আমি যদি মানবসমাজ পরিত্যাগ করে নির্জনবাস গ্রহণ করি, তবে এই গিরিপথেই অবস্থান করব (ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্য)। কিন্তু আমি রাসূল ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত তা করব না।" তিনি আল্লাহর রাসূলকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূল ﷺ বলেন, "তুমি এটা করো না। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান করা, আপন ঘরে ৭০ বছর সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান? আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। যে আল্লাহর পথে উটের দুগ্ধ দোহনের বিরতিকাল সমান সময়ও যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।"' তিরমিজি ও হাকিম

www.QuranerAlo.net

এভাবেই মানুষের কর্ম একটার চেয়ে অন্যটি মর্যাদায় কম-বেশি হয়। তার প্রভাব বিভিন্ন রকমের হয়। আর সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে সর্বোত্তম বাক্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

আল্লাহ তায়ালার বাণী—

> 'বান্দাদের সুসংবাদ দাও, যারা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং সর্বোত্তমটির অনুসরণ করে।' সূরা জুমার : ১৭-১৮

বহু মানুষ খুবই অল্প সময়ে বড়ো বড়ো কাজ করে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাদের কারও কারও সাফল্যকে অলৌকিক মনে করা হয়, কিন্তু তা মোটেও অলৌকিক নয়; তা বরকত এবং আল্লাহ প্রদত্ত তাওফিকের ফল।

এতটুকু বর্ণনা যথেষ্ট যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ মানবজাতিকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর সোনার তোরণের দিকে নিয়ে আসেন। তিনি মানবেতিহাসের গতিপথ পরিবর্তিত করে বর্তমানের অবস্থায় নিয়ে আসেন। তিনি মাত্র ২৩ বছর সময় নিয়েছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি একটি নতুন দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন; অনন্য চরিত্রের প্রজন্ম গড়ে তুলেছেন। একটি উপমাযোগ্য উম্মাহর গোড়াপত্তন করেছেন, বিশ্বজনীন চরিত্রের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এ সবকিছু করেছেন মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যেই; যদিও প্রথম দিন থেকেই তাঁর পথ নানাবিধ জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা ঘিরে রেখেছিল।

এটা বলবেন না যে, রাসূল ﷺ তো মুজিজা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর মতো কে আছে? তাঁর তুলনায় আমরা কারা?

বাস্তবতা হলো, আল্লাহর রাসূলের ﷺ দাওয়াতি ও জিহাদি জীবন ছিল সম্পূর্ণ সাধারণ মানবীয় পদ্ধতির আলোকে। তাঁর মুজিজাগুলো সাধারণ মানুষের বুদ্ধিকে অচল করে দেওয়া মতো অলৌকিক কিছু ছিল না। তাঁর মুজিজা ছিল আল কুরআন। আর মুজিজা আসে দুনিয়াবি সকল প্রচেষ্টা ও উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার পর। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ব্যতীত কোনো উপায় থাকে না। যেমন : হিজরতের দিন আল্লাহর সাহায্য। সেদিন আল্লাহ তাকে প্রশান্তচিত্ত দান করেছিলেন। এক অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী দিয়ে শক্তিশালী করেছিলেন। অনুরূপভাবে বদর যুদ্ধের দিন

www.QuranerAlo.net

Contents

সকল প্রকার বৈষয়িক প্রস্তুতি সম্পন্নের পর আল্লাহ তাঁদের পেছনে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

> 'আল্লাহ এ ব্যবস্থা করেন একটি শুভ সংবাদ হিসেবে এবং এর ফলে যেন তোমাদের মন প্রশান্তি লাভ করে।' সূরা আনফাল : ১০

খোলাফায়ে রাশেদিন, তাঁদের সহযোদ্ধা সাহাবিগণ ও তাবেয়িদের জীবনচরিতের দিকে তাকান। তাঁরা কীভাবে জ্যামিতিক হারে দেশের পর দেশ জয় করেছে? কীভাবে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছে? কীভাবে পৃথিবীর জাতি-গোষ্ঠীগুলোকে শিক্ষিত করে তুলেছে? মাত্র কয়েক দশকে কীভাবে তাদের জাহেলি ধর্ম, নিজস্ব আচার-আচরণ এবং ভাষা থেকে বের করে এনেছে? ইতিহাসবেত্তারা এখানে এসে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে ইসলাম কীভাবে বিশ্বব্যাপী একটি ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক, দর্শনগত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সম্পাদন করেছিল?

উমর ইবনে আবদুল আজিজের খিলাফতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যিনি খিলাফতকে তার মূলধারায় ফিরিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া অধিকারসমূহ উপযুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। আমানতসমূহ প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দিতে চাইলেন। আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি মাত্র আড়াই বছর সময় পেয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁর পূর্ণ খিলাফত। তিনি আল্লাহর জমিনকে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারে ভরপুর করে দিলেন।

যখন সত্য পথে চলার প্রতিবন্ধকতা বেড়ে যায়, তখন দ্বীনি মানদণ্ডে তার ওজনও বেড়ে যায়। যখন কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন তার প্রতিদান সমান্তরাল গতিতে বাড়তে থাকে। তার চলার পথে সাথি যখন কমে যায়, আল্লাহর দরবারে তার প্রতিদানও বেড়ে যায়।

এখানেই পরবর্তী সময়ের লোকদের ওপর সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ, তাঁরা ঈমান এনেছিল; যদিও সে সময় অধিকাংশ মানুষই ছিল কাফির। তাঁরা আল্লাহর রাসূলের বাণীকে সত্যায়ন করেছিল, যখন মানুষ একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। একইভাবে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা শুরুর দিকে ঈমান এনেছিল, তাঁদের মর্যাদা পরবর্তী সময়ের সাহাবিদের তুলনায় অনেক বেশি। মক্কা বিজয়ের আগের সাহাবি এবং পরের সাহাবিদের

www.QuranerAlo.net

Contents

মর্যাদার পার্থক্য এখানেই। পার্থক্য আছে যারা ইসলামে শক্তি প্রকাশ হওয়ার আগে ও পরে ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে। এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য—

> 'তোমাদের যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে, তারা ওইসব লোকদের চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যারা ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে বিজয়ের পরে। তবে আল্লাহ উভয়ের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন।' সূরা হাদিদ : ১০

একই কারণে অস্থিতিশীল পরিবেশে সংস্কারধর্মী কাজ আল্লাহর কাছে উচ্চমানের মর্যাদাপূর্ণ। শাসকরা সীমালঙ্ঘনে ব্যস্ত, ধনীরা বিলাসিতায় নিমজ্জিত, ক্ষমতাবানরা জোর-জবরদস্তিতে মগ্ন, ওলামারা তোষামোদিতে লিপ্ত, পাপাচার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেছে, সর্বত্র অন্যায়ের সয়লাব হয়ে সৎকর্ম চাপা পড়ে গেছে। এটা সেই সময়—যাকে আলিমগণ 'ফিতনা ও ফ্যাসাদের সময়' বলে অভিহিত করেছেন। আমরা এর নাম দিয়েছি 'আধুনিক জাহেলিয়াত'। এ রকম একসময়ে যারা আল্লাহর দ্বীনের যথাযথ অনুসরণ করবে এবং তাঁর দ্বীনের জন্য কাজ করবে, তারা যেন 'আধুনিক সাহাবি'। সময়টা এতই ভয়ানক যে, দ্বীনের যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে; সামনে শুধুই জাহেলিয়াত।

সহিহ হাদিসে এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন—

> 'হারজ[৫] অবস্থায় ইবাদত আমার দিকে হিজরতের মতো।' মুসলিম, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ

হাফেজ আল মুনজির (রহ.) বলেন, 'হারজ হলো ফিতনা ও ইখতিলাফ।' কোনো কোনো হাদিসে তিনি হারজকে কতল (হত্যা) শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ, ফিতনা ও ইখতিলাফ কতলের একটি উপাদান। তিনি হারজকে তার উপাদানের জায়গায় নিয়ে এসেছেন।

আবু উমাইয়া আশ-শাবানি থেকে বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেন—

> 'আমি আবু সালাবার নিকট এলাম। বললাম, এ আয়াতকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেন? তিনি বললেন, কোন আয়াত? আমি আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম।

---

৫. মুসলিম উম্মাহর শুরুর দিকে লোকেরা দারুল কুফর ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে সপরিবারে দারুল ইসলাম অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করত। ফিতনার যুগে লোকেরা যখন দ্বীনের হেফাজতের জন্য ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতা খুঁজে নেবে, তখন তারাও প্রথম যুগের লোকদের ন্যায় হিজরতের সওয়াব পাবে।

www.QuranerAlo.net

Contents

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যখন সৎ পথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।" সূরা মায়েদা : ১০৫

তিনি জবাবে বলেন, তুমি এ ব্যাপারে জানা লোককেই প্রশ্ন করেছ। এ নিয়ে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করতে থাকো। তোমাদের পরে এমন এক যুগ আসবে—যখন তুমি লোকদের কৃপণতার আনুগত্য করতে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে নিজের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অহংকার করতে দেখবে। আর তুমি এমন সব গর্হিত কাজ হতে দেখবে, যা প্রতিহত করার সামর্থ্য তোমার থাকবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে তুমি নিজের হেফাজত করো এবং সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দাও। তোমাদের পরে আসবে কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষার যুগ। তখন ধৈর্যধারণ করাটা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার মতো কঠিন হবে। সে যুগে কেউ নেক আমল করলে তার সমকক্ষ পঞ্চাশ ব্যক্তির সওয়াব তাকে দান করা হবে।' তিরমিজি, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায় আরেকটি কথা বেশি এসেছে। তা হলো—

'জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পঞ্চাশজন নাকি তাদের পঞ্চাশজনের সমান। তিনি বলেন, তোমাদের পঞ্চাশজনের সমান।'

বিভিন্ন বর্ণনায় প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধির ব্যাখ্যায় রাসূলের একটি হাদিস এসেছে। তিনি বলেন—

'তোমরা কল্যাণের কাজে সহযোগী পাচ্ছ, কিন্তু তারা কোনো সহযোগিতা পাবে না।'

হাদিসের ভাষ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম প্রসারিত হওয়ার পর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছিল এবং সৎকাজে যথেষ্ট সংখ্যক সঙ্গী পাচ্ছিল।

তবে প্রথম যুগে মুহাজির ও আনসারদের কথা ভিন্ন। তাঁরা ইসলামের পথে চলার সময় কোনো সাহায্যকারী পায়নি; বরং পদে পদে বাধা ছিল। গোটা আরব এক হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং মর্যাদায় তাঁদের নিকটবর্তী কেউ-ই হবে না।

www.QuranerAlo.net

হাদিসটি আমর বিন মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারকে ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব করে দিয়েছে, যতক্ষণ কানের শ্রবণশক্তি থাকবে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন থাকবে কিংবা যতক্ষণ কোনো না কোনোভাবে সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা বাকি থাকে। কিন্তু যখন সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়, সকল উপকরণ অকেজো হয়ে যায় এবং পরিস্থিতি শক্তি ও সম্ভাবনার বাইরে চলে যায়, তখন বলা হয়েছে—

> 'আর তুমি এমন সব গর্হিত কাজ হতে দেখবে, যা প্রতিহত করার সামর্থ্য তোমার থাকবে না...'

অর্থাৎ, পরিস্থিতি যখন তোমার সামর্থ্য ও ক্ষমতার বাইরে, তখন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ। এ সময় মুমিন একমাত্র সবর ব্যতীত অন্য কিছুর মালিক নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফয়সালা চলে না আসে।

আর সবর মানে নেতিবাচক কোনো কিছু নয়; বরং মানসিকভাবে তীব্র ছটফট সত্ত্বেও স্থিরচিত্তে অবস্থান। এ অপেক্ষা ঠিক আগুনের ওপর পাতিলের অবস্থার মতো। আর একারণেই হাদিসে এই সবরকে জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এখানে সবরের মানে হচ্ছে হীনম্মন্যতামুক্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন হওয়া—যা জাহেলিয়াতকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে সক্ষম। সত্যিকারের মুমিনরা এ কাজে একে অপরকে সহায়তা করে। কারণ, তা একাকী করা অসম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সামষ্টিক প্রচেষ্টায় সহজ হয়ে যায়। মানুষ একাকী খুবই ক্ষুদ্র, কিন্তু তার ভাইদের সমন্বয়ে মহিরুহ আকার ধারণ করতে সক্ষম। আর আল্লাহর হাত সকল সামষ্টিক প্রচেষ্টার সাথে।

সম্ভবত একজনকে পঞ্চাশজনের সমান প্রতিদান দেওয়াসংক্রান্ত হাদিসের অর্থ এটাই—পঞ্চাশজন মিলে একজনের সমান কাজ করা। ভিন্ন কথায় একাই পঞ্চাশজনের সমান কাজ করে কিংবা পঞ্চাশজন সাহাবির সমান প্রতিদানের অর্থ হলো—উল্লিখিত আমলগুলো সাহাবিদের আমলের মতোই। যেমন : সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকা, ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে একত্রিত হওয়া, জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাওয়া এবং এসব কাজে সবর করার পাশাপাশি সবরের প্রতিযোগিতা করা। যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নুরকে পরিপূর্ণ করেন; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

www.QuranerAlo.net

মানুষের দ্বিতীয় জীবন

যেভাবে মানুষ তার জীবনকে লম্বা করতে পারে, একইভাবে মৃত্যুপরবর্তী সময়েও জীবনকে প্রসারিত করতে পারে। সে মৃত হয়েও জীবিত থাকে; কবরে থেকেই জীবন্ত মানুষের জন্য বার্তা পাঠাতে থাকে।

আর এটা তখনই সম্ভব হয়, যখন তার রেখে যাওয়া কিছু থেকে মানুষ উপকৃত হয়। যেমন : উপকারী জ্ঞান, উত্তম আমল, ভালো কোনো কিছুর নিদর্শন কিংবা সুন্দর কোনো রীতি-রেওয়াজ—যা মানুষ অনুসরণ করে। জনকল্যাণমূলক কোনো সংগঠন, যা থেকে সুফল আসতে থাকে অথবা তার নেক সন্তান—যাকে সে উত্তমভাবে গড়ে তুলেছে। ফলে সে সুন্দর চরিত্র নিয়ে জীবনকাল অতিক্রম করছে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেন—

> 'আদম সন্তানের মৃত্যুর সাথে সাথে আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি বিষয় ছাড়া; সাদাকায়ে জারিয়া, উপকৃত হওয়া যায় এমন জ্ঞান এবং সৎকর্মশীল সন্তান, যে তার জন্য দুআ করেন।'

www.QuranerAlo.net

Contents

অন্য একটি হাদিসে এই তিনটির বিস্তারিত এসেছে—

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন—'নিশ্চয় ঈমানদারের মৃত্যুর পরও তার আমল ও পুণ্যকর্ম থেকে যে সমস্ত বিষয় (তার আমলনামায়) যুক্ত হতে থাকবে, তা হচ্ছে—

১. এমন জ্ঞান, যা সে অন্যকে শিখিয়েছে এবং প্রসার করেছে।
২. সৎ সন্তান, যা সে দুনিয়ায় রেখে গেছে।
৩. কুরআন মাজিদ, যা সে তার উত্তরসূরিদের জন্য ছেড়ে এসেছে।
৪. মসজিদ, যা সে নির্মাণ করেছে।
৫. সরাইখানা, যা সে বানিয়েছে।
৬. নদী, যা সে খনন করেছে।
৭. এমন সাদাকা, যা সে তার সম্পদ থেকে জীবদ্দশায় দান করেছে।'

এমন বিষয়গুলোর সওয়াব মৃত্যুর পরও তার আমলনামায় যুক্ত হবে।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ মুসলিমে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন—

'যে একটি সুন্দর রীতি চালু করল, সে তার প্রতিদান পাবে। সাথে সাথে কিয়ামত পর্যন্ত যারা এর ওপর আমল করবে, তার প্রতিদানও সে পাবে।' ইবনে মাজাহ : ২৪২

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'আমিই মৃতদের জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি।' সূরা ইয়াসিন : ১২

'সেদিন মানুষকে জানানো হবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে আর কী পেছনে রেখে এসেছে।' সূরা কিয়ামাহ : ১৩

আর এ ব্যাপারে মানুষ একমত যে, মৃত্যুর পর উত্তম কাজের প্রশংসা তার অন্য একটি জীবন। সীমিত সময়ের জীবন শেষে সময় অনির্ধারিত এক জীবন। মুতানাব্বি বলেন—

ذكر الفتى عمره الثاني, وحاجته

ما فاته, وفضول العيش أشغال

www.QuranerAlo.net

'মৃত্যুপরবর্তী স্মরণ মানুষের দ্বিতীয় জীবন,
এটা তার আমলনামাকে মোটাতাজা করে।
তাকে অতিরিক্ত কর্মময় জীবন উপহার দেয়।'

আহমদ শাওকি এই ভাবটি ধারণ করে তাকে আরও জীবন্ত শব্দে ব্যক্ত করেন। তিনি মুস্তাফা কামালের শোকগাথায় বলেন—

دقات قلب المرء قائلة له * ان الحياة دقائق وثوان!

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها * فالذكر للانسان عمر ثان

'অন্তরের ধুকধুকানি তাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়,
জীবন কিছু মিনিট আর সেকেন্ড।
মৃত্যুর পর তোমার জিকিরের (স্মরণ) আয়োজন করো।
জিকির মানুষের দ্বিতীয় জীবন।'

আবুল আম্বিয়া ইবরাহিম খলিলুল্লাহর দুআ ছিল—

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ.

'এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করো।' সূরা শুআরা : ৮৪

দুজন লোকের মাঝে কত তফাত! একজন মৃত্যুবরণ করার পর আশপাশের সব হৃদয় ব্যথিত, চোখগুলো ক্রন্দনরত। সবার মুখে তার প্রশংসা উচ্চারিত হচ্ছে, দুআ করা হচ্ছে। আর আরেকজন মৃত্যুবরণ করল, কিন্তু কোনো চোখ তার জন্য কাঁদল না, তার বিয়োগে কোনো হৃদয় ব্যথিত হলো না। কোনো কণ্ঠ তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করল না। এটা তাদের ক্ষেত্রে হয়, যারা নেতিবাচক মানসিকতায় জীবন কাটিয়ে দেয় কিংবা মানুষের সঙ্গে জুলুম-জবরদস্তি করে। তাদের ব্যাপারে কবি বলেন—

فذاك الذان عاش لم ينتفع به

وان مات لم تحزن عليه اقاربه!

'এই হলো সে,
যতদিন জীবিত ছিল, কারও উপকারে আসেনি।
আর যখন সে মরল, স্বজনরাও ব্যথা পায়নি।'

www.QuranerAlo.net

Contents

আর কুরআনে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে—

> 'তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান, কত ঝরনা, কত সুরম্য স্থান! কত সুখের উপকরন, যাতে তারা খোশগল্প করত। অতঃপর আমি এগুলোর মালিক বানিয়েছিলাম আরেক সম্প্রদায়কে। তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি আকাশ-জমিনের কেউ-ই। তারা কোনো অবকাশও পায়নি।' সূরা দুখান : ২৫-২৯

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু তাদের জুলুম ও পাপাচার মৃত্যুবরণ করে না। তাদের কুফরি ও ভ্রষ্টপথ থেকে যায়। তাদের ছাত্র ও অনুসারীরা এগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পায় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করে।

যে ব্যক্তি কোনো উত্তম সুন্নাহ (রীতি) চালু করবে, সে কিয়ামত পর্যন্ত এর সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি কোনো খারাপ সুন্নাহ (রীতি) চালু করবে, সে কিয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি ভোগ করবে। যেহেতু উপকারী জ্ঞান রেখে যাওয়া ব্যক্তির উত্তম আমল জারি থাকে, তাই যে খারাপ কোনো নিদর্শন রেখে গেল বা ভ্রষ্ট কোনো চিন্তা রেখে গেল, তারও মন্দ আমল জারি থাকবে।

তাদের কত খারাপ অবস্থাই না হবে! মাটি যাদের ঠিকানা হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের পাপাচারী কর্ম, অন্যায় কথাবার্তা এবং বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর চিন্তাগুলো বিভিন্ন বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, ডকুমেন্টারি, ফিল্ম, ক্যাসেট রেকর্ড, বিভিন্ন প্রযুক্তির কল্যাণে রয়ে গেছে। এগুলো মানুষের চিন্তা ও মননে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আর অন্যদিকে জাহান্নামও তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এ কারণেই সালেহিনরা বলেন—

> 'সুসংবাদ তার জন্য, যার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার পাপগুলোও মৃত্যুবরণ করেছে। আর ধ্বংস তার জন্য, যে মরে গেছে, কিন্তু তার পাপাচার রয়ে গেছে।'

সময় যেভাবে নষ্ট হয়

বেশ কয়েকটি কারণে আমাদের সময়গুলো নষ্ট হয়ে যায়। এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে; নতুবা এই কারণগুলো আমাদের জীবনকে গিলে ফেলবে। জীবন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা কোনো পাথেয় সংগ্রহ করতে পারব না। এগুলো মধ্যে রয়েছে—

www.QuranerAlo.net

Contents

অন্যমনস্কতা : এটা এমন এক রোগ—যা মানুষের বোধশক্তি ও মননকে আঘাত করে। সতর্ককারী ইন্দ্রিয় খুইয়ে বসে। চলমান ঘটনাপঞ্জি এবং দিনরাত নিয়ে কোনো খবর থাকে না। সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও পরিণামদর্শিতা হারিয়ে ফেলে। কেবল বাহ্যিক ছবি চোখে ভাসতে থাকে; তাত্ত্বিক বিষয়গুলো মাথায় ঢোকে না। চিন্তায় মৌলিক কোনো অর্থপূর্ণ বিষয় আসে না; কেবল খোসা নিয়ে ভাবতে থাকে। শ্বাস-মজ্জায় চিন্তা পৌঁছে না। শুধু শুরু নিয়ে পড়ে থাকে, তারপরে কী হবে জানে না।

কুরআনুল কারিমে অন্যমনস্কতা নিয়ে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা তাদের জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত করবে। আর বানাবে নির্বাক জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও বেশি ভ্রষ্ট।

> 'আমরা জাহান্নামের জন্যই তৈরি করেছি জিন ও ইনসানের অনেককে। তাদের অন্তর আছে, তবে তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, তবে তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে, তবে তা দিয়ে তারা শোনে না। এরা হলো পশুর মতো; বরং আরও অধিক বিভ্রান্ত ও অচেতন।'
> সূরা আরাফ : ১৭৯

যারা মৌলিকত্ব ও নির্যাস বাদ দিয়ে বাহ্যিক জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দেয়, কুরআন তাদের অভিযুক্ত করে বলেছে—

> 'তবে অধিকাংশ মানুষই জানে না। তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকটাই জানে আর আখিরাত সম্পর্কে তারা একেবারেই গাফেল-অজ্ঞ।' সূরা রুম : ৬-৭

রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—

> 'তোমার প্রভুকে স্মরণ করো মনে মনে, বিনয়ের সাথে, অন্তরের ভয় নিয়ে, অনুচ্চস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি (এ ব্যাপারে) উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' সূরা আরাফ : ২০৫

অন্য একটি আয়াতে এসেছে—

> 'তুমি এমন কারও আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমরা আমাদের জিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, আর যার কর্মকাণ্ড সীমালঙ্ঘনমূলক।' সূরা কাহাফ : ২৮

www.QuranerAlo.net

বিপজ্জনক ব্যাপার হলো, আমাদের উম্মাহর ওপর দিয়ে পাহাড় নাড়িয়ে দেওয়া ভূমিকম্পের ন্যায় বহু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু এ উম্মাহ সেখান থেকে কোনো শিক্ষাই নিচ্ছে না। তাদের কর্মে কোনো পরিবর্তন আনছে না, তাদের প্রশান্ত চিন্তাকে নাড়া দিতে পারছে না। যেন এটা একটা পুতুল; যেভাবে নাচায় সেভাবে নাচতেই থাকে। এ কারণেই আবু বকর (রা.) দুআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْنِيْ فِيْ غَمْرَةٍ وَلَا تَأْخُذْنِيْ فِيْ غِرَّةٍ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْغَافِلِيْنَ.

'হে আল্লাহ! আমাদের অজ্ঞতার অন্ধকারে ছেড়ে দেবেন না। আকস্মিক পাকড়াও করবেন না। আমাদের অসতর্কদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।'

সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ বলতেন, তিন প্রকারের মানুষের সাহচর্য থেকে সতর্ক থেকো : তোষামোদকারী পাঠক (জ্ঞানী), জ্ঞানবিমুখ মূর্খ সুফি এবং স্বৈরাচারী অন্যমনস্ক।

ভবিষ্যতের জন্য রাখা : এখানে আরও বেশি ক্ষতিকর একটি আপদ রয়েছে, যা মানুষকে আজকের দিন এবং বর্তমান থেকে উপকৃত হতে দেয় না। তা হলো—কালক্ষেপণ, দীর্ঘসূত্রিতা বা গতিহীনতা। এটা মানুষের চরিত্র ও অভ্যাসের সাথে এ রকম একটি বাক্যকে যুক্ত করে দেয় যে, হুম! আমরা কাজটা করব, অচিরেই করব; বিষয়টা চিন্তায় আছে।

সে যুগের একজন অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোককে বলা হলো, 'আমাদের কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন—'তোমরা سوف (শীঘ্রই) শব্দ উচ্চারণ থেকে দূরে থেকো (আরবি سوف শব্দটি ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার অর্থ দেয়)।'

আরেকজন বলল—سوف হলো ইবলিসের সেনাবাহিনীর এক সৈন্য।

এটা তোমার আজকের দিনের অধিকার। তা উপকারী জ্ঞান অর্জন কিংবা ভালো কোনো কাজে লাগাবে। কোনো কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখবে না।

বর্তমান তোমাকে ফাঁকি দিয়ে অতীত হয়ে যাবে। আর অতীত কখনো ফিরে আসে না। সুতরাং তোমার আজকের দিনকে কাজে লাগাও—যাতে আগামী দিনে তার ফসল ঘরে তুলতে পারো, নচেৎ তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে; যদিও সে সময় অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না।

www.QuranerAlo.net

فما لك يوم الحشر شيء سوى الذى * تزودته قبل الممات الى الحشر

اذا انت لم تزرع وابصرت حاصدا * ندمت على التفريط فى زمن البذر

'মৃত্যুর পূর্বেই যা কিছু অর্জন করেছ,
তা বিনা কিছুই পাশে পাবে না হাশরের মাঠে।
চাষাবাদ না করে যদি ফসল আনতে যাও
অলসতার জন্য পস্তাবে তুমি বপনের দিনে।'

ইমাম হাসান বসরি (রহ.) বলেন—

'কোনো কাজ কালকের জন্য ফেলে রেখ না। আজকের দিনটি তোমার; কালকের দিন তোমার নয়। যদি কালকের দিন তোমার হয়, তাহলে ঠিক একই রকম হওয়া উচিত, যেমন হওয়া উচিত আজকের দিনটি। যদি তুমি কালকের দিনটি না পাও, তাহলে আজকের অবহেলার জন্য তোমাকে আফসোস করতে হবে না।'

পর্যটক মুহাম্মদ ইবনে সামিরা ইউসুফ ইবনে আসবাতকে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিটির ভাষ্য হলো—

'আমার ভাই! তোমার মন ও হৃদয়ের ওপর গড়িমসিকে প্রাধান্য বিস্তার করতে দিয়ো না। এটা অবসাদ ও ধ্বংসের কারণ। এর মাধ্যমে উদ্যমতা মরে যায়। জীবন হেলায়-ফেলায় চলে। যদি তুমি গড়িমসি করতে শুরু করো, তবে তা তোমার ইচ্ছাশক্তির ওপর চেপে বসবে। তোমার সংকল্পের ওপর কামনা-বাসনা কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। শরীরের ওপর চেপে বসা অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় তোমার শরীর যেন আরাম না খোঁজে। তোমার কাজ দ্রুত সম্পাদন করো। দ্রুততার প্রতিযোগিতায় নামো। তুমিই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। কর্মে ঐকান্তিক হও। প্রতিটি কাজই মর্যাদার। অলসতা ছেড়ে দাও। উচ্ছ্বাসী জীবনে অভ্যস্ত হও, সতর্ক হও। কেউ তোমাকে ভিন্ন পথে ঠেলে দিচ্ছে কি না একটু চিন্তা করে দেখ। নিয়মিত আত্মসমালোচনা করো। তোমার অর্জন কী? কোথায় শিথিলতা করেছ? কোনটা অন্যায়? কোনটা সফলতা? তোমার সকল কর্মকে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। মৃত্যু আসার আগেই আমলনামাকে সমৃদ্ধ করার কাজে নেমে পড়ো, যাতে পরে অনুশোচনা করতে না হয়।'

www.QuranerAlo.net

Contents

গড়িমসির ভয়াবহতা : গড়িমসি এবং আজকের কাজকে আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখার অনেকগুলো ভয়াবহ দিক রয়েছে। যথা :

এক. তুমি কাল পর্যন্ত বাঁচবে—এর কোনো নিশ্চয়তা নেই।

একজন শাসক জনৈক সালেহ ব্যক্তিকে খাবারের টেবিলে আহ্বান করল। তিনি বললেন, 'আমি রোজাদার।' শাসক বললেন, 'আজ আমাদের সাথে খাও। কাল রোজা রেখ।' তিনি জবাবে বললেন, 'আপনি কি আমার কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারেন?'

একজন মানুষ কীভাবে অন্য মানুষের জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারে? মৃত্যু তো যেকোনো সময়ে হাজির হয়ে মানুষকে থামিয়ে দেয়। প্রথিতযশা এক কবি বলেছেন—

تزود من التقوى فانك لا تدرى * اذا جن ليل: هل تعيش الى الفجر

فكم من سليم مات من غير علة * وكم من سقيم عاش حينا من الدهر

وكم من فتى يمسى ويصبح امنا * وقد نسجت اكفانه وهو لا يدرى

'তাকওয়ার রশদ করো সংগ্রহ।
কারণ, তুমি তো জানো না
রাতের শেষে ফজরের পর
বেঁচে আজ থাকবে কি না?

অথচ কত সুস্থ যুবক
বিনা কারণে গেছে চলে,
আর অসুস্থরা ঠিকই
শেষ বয়সের ঘানি টানে।

তরুতাজা বালক রাত্রি কাটিয়ে
ভোরের আলোর স্বপ্নে বিভোর,
কিন্তু সে জানে না
বোনা হয়ে গেছে তার কাফনের কাপড়।'

বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অনন্য উন্নতির যুগে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু বেড়েছে বই কমেনি। এই চিকিৎসাশাস্ত্র হার্ট অ্যাটাক, শ্বাসরোধ ইত্যাদি পদ্ধতিতে মৃত্যু ঠেকানোর কোনো ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে পারেনি। কোনো প্রযুক্তি সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান তথা গাড়ি-ঘোড়া,

www.QuranerAlo.net

Contents

উড়োজাহাজ, বৈদ্যুতিক এবং মেকানিজম বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা সংগঠিত মৃত্যু প্রতিরোধ করতে পারছে না; বরং প্রযুক্তিই সকল নতুন নতুন সমস্যা ডেকে এনেছে। শিল্প বিকাশের আগে মানুষ এ সকল মৃত্যুদূত থেকে নিরাপদ ছিল।

দুই. যদি তুমি আগামীকাল পর্যন্ত জীবনের গ্যারান্টি দিতে না পারো, আকস্মিক কোনো অসুস্থতা, ব্যস্ততা কিংবা বিপদ ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা দিতে না পারো, তবে বুদ্ধিমানের কাজ হলো—কল্যাণধর্মী কাজ নিজ দায়িত্বে প্রথম সুযোগেই সম্পন্ন করে ফেলা। পক্ষান্তরে অলসতা ও অবহেলা নিরেট বোকামি; যার ফলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। এতে মানুষ হতাশ হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায় খুঁজতে থাকে।

কবি বলেছেন—

ولا او اخر شغل اليوم عن كسل

الى غد ان يوم العاجزين غد

'শুধু অলসতায় আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য রেখে দিলে!
জেনে রেখ, আগামী দিন শুধু অক্ষমদের দিন।'

আরেক কবির ভাষ্য হলো—

عليك بأمر اليوم, لا تنتظر غدا

فمن لغد من حادث بكفيل

'দিনের দায়িত্বের সাথে লেগে থাকো।
কালকের জন্য অপেক্ষা কেন করো।
তোমার কালকের কাজের জামিনদার কে হবে?
তুমি তো জানো না কাল কী ঘটবে।'

রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন—

'পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনিমত হিসেবে গ্রহণ করো—

- মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে
- অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে

www.QuranerAlo.net

- ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে
- বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে
- অভাবের পূর্বে সচ্ছলতাকে।'

কোনো এক আলিম জনৈক যুবকদের বলেছিলেন—

> 'কর্মক্ষমতা হারানোর পূর্বেই কাজগুলো সেরে ফেলো। আমি আজ বহু কাজ করতে চাই, কিন্তু আমার কর্মক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে।'

হাফসা বিনতে শিরিন বলতেন—

> 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমরা কর্মে মগ্ন হও। যৌবনই কিছু করার সময়।'

তিন. প্রত্যেকটি দিনের কিছু কর্ম থাকে। প্রত্যেকটি সময়ে কিছু নতুন দায়িত্ব ঘাড়ে আসে। কোনো সময়ই কর্মহীন থাকার জন্য নয়। উমর ইবনে আবদুল আজিজ একদিন কাজের চাপে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে বলা হলো— 'আজ রাখুন, বাকিটা কাল সেরে নিতে পারবেন।' তিনি উত্তর দেন, 'এক দিনের কাজ আমাকে কাবু করে ফেলেছে। তাহলে দুই দিনের কাজ একসঙ্গে মা হলে কী হবে?'

বনে আতা *হিকাম* গ্রন্থে বলেন—

> 'সময়ের মাঝে কিছু অধিকার আদায় সম্ভব, কিন্তু সময়ের অধিকার আদায় সম্ভব নয়। আল্লাহর কসম! প্রত্যেকটি নতুন সময়ে নতুন কিছু কর্তব্য এবং জরুরি কিছু বিষয় রয়েছে। তাহলে কীভাবে অন্য সময়ের কর্তব্য সেই সময়ে আদায় করবে? সেই সময়ে আল্লাহর প্রতি কর্তব্যগুলো কোথায় যাবে?'

চার. দেরি ও গড়িমসি মানবমনকে ফরজ কাজ এবং নেক আমল ত্যাগে অভ্যস্ত করে তোলে। আর অভ্যাস একবার চেপে বসলে তা স্বভাব হয়ে পড়ে। তা থেকে উত্তরণ খুবই কঠিন। এমনকী মানুষ যদি সময়মতো ফরজ কাজ ও নেক আমল করতে মানসিক পরিতৃপ্তি পায়, তবে তা করতেই থাকে। সে এই কাজ কেন করছে? তার উদ্দেশ্যই-বা কী সে তা জানে না, কিন্তু এ কাজ ত্যাগ করতে সে কষ্ট অনুভব করে না। সে যখন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তা বাস্তবায়ন করার আগপর্যন্ত মনে হয় যেন পিঠে একটি পাহাড় নিয়ে হাঁটছে।

www.QuranerAlo.net

Contents

একইভাবে আমরা দেখি গুনাহ ও পাপাচার থেকে তওবার ক্ষেত্রেও। যার আত্মা পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, প্রবৃত্তির দাসত্বে মগ্ন হয়ে গেছে, তার কাছে পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়া বাচ্চাদের বুকের দুধ ছাড়ানোর চেয়েও কঠিন মনে হয়। প্রতিদিন আসক্তি বেড়ে যায়, আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়ে; পাপাচারের বহরও বাড়তে থাকে। এর প্রভাব গুরুতর হতে থাকে, একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে থাকে। পাপের অন্ধকার তার মূল্যবোধকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে দেয়। তার কাছে হিদায়াতের আলোকরশ্মি কিংবা সত্যের আলো পৌছতে পারে না।

হাদিসে এসেছে—

> 'মুমিন যখন কোনো পাপ করে, তখন তার কৃলবে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যখন সে তওবা করে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ইস্তেগফার করে, তখন তার কৃলব দাগমুক্ত চকচকে হয়ে ওঠে। আর পাপাচার বেশি হলে কালো দাগও বেড়ে যায়। একপর্যায়ে কৃলব বন্ধ হয়ে যায়। মরিচার কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াতে উল্লেখ করেছেন। "কখনোই নয়; বরং তাদের কর্মই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।"' তিরমিজি, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ : ৪২৪৪

পাঁচ. কর্মই হলো জীবিত মানুষের মিশন। যে মানুষ কোনো কাজ করে না, তার জীবিত থাকার অধিকার নেই। যতক্ষণ তার মাঝে জীবনের স্পন্দন আছে, ততক্ষণ তাকে কোনো না কোনো কাজ করতেই হবে; হোক তা দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবি।

আর মুসলিমদের কাছে প্রসিদ্ধ প্রবাদটি বলেছে—

> 'দুনিয়ার সাথে এমন আচরণ করো, যেন তুমি সর্বদা বেঁচে থাকবে। আর আখিরাতের সাথে এমন আচরণ করো, যেন কালই তোমার মৃত্যু হবে।'

কালের প্রতি নিন্দাবাদ : আরেকটি নিষিদ্ধ ও নেতিবাচক কাজ হলো যুগকে দোষারোপ করা। সকল কাজে সময়ের জুলুম ও যুগের রুক্ষতাকে দায়ী করা। এমনকী অনেকে মনে করে সময়ই তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, সময় তার চরম শত্রু। সময় তার অগ্রগতিতে প্রধান বাধা। তাদের ধারণা—সময় হলো কোনো জালিম শাসক, যে নিরপরাধকে শাস্তি দিচ্ছে এবং পাপিষ্ঠের পক্ষ

www.QuranerAlo.net

Contents

অবলম্বন করছে। সময়ই ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাচ্ছে এবং সে কোনো কারণ ছাড়াই এগুলো নিজের খেয়াল-খুশিমতো করছে কিংবা রাতকানার মতো এটা-সেটা করেই যাচ্ছে। একবার ঠিক করছে তো দশবার ভুল করছে।

এ ধরনের ভাবনাগুলো জাবরিয়্যাহ দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যারা মানুষ ও সমাজকে দায়মুক্তি দিয়ে পাপাচারের দায় অন্য কিছুর ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। তারা নিজেদের কর্ম ও ভুলের দায় নিতে অস্বীকার করে; নিজ কর্মের দায় সময়, ভাগ্য, নসিব, তাকদির, ব্যস্ততা কিংবা অন্য কিছুর ওপর চাপানোর চেষ্টা করে।

কিন্তু তাদের উচিত ছিল সকল বিপদ এবং যে সকল নিয়ামত থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে, তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবা। বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে সমস্যার গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করা। সমস্যার কারণের সাথে পরিণতি আর পদক্ষেপের সাথে ফলাফল পাশাপাশি রেখে আল্লাহ নির্ধারিত সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করা। সময় মূলত নিছক ক্রিয়ার আধার। আর সকল ক্রিয়াকাণ্ড আল্লাহ নির্ধারিত চিরন্তন নিয়ম-নীতি ও সুন্নাত মেনে সংগঠিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সহিহ হাদিসে এসেছেন—

> 'তোমরা সময়কে গালি দিয়ো না। কেননা, আল্লাহ নিজেই সময়।'[৬] (অর্থাৎ, তিনিই সকল রীতি-নীতি উদ্ভাবক এবং সঞ্চালক।) মুসলিম : ৫৭০১

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমরা বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। তাঁদের সাথে রাসূল ﷺও ছিলেন। সত্তরজন বীর সাহাবি এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে মুসলিমরা পারস্পরিক আলোচনায় প্রসঙ্গে বলছিলেন, কেন তাঁরা বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলেন? কেন তাদের ওপর ঘাত-বিপদ নেমে এলো? তাদের এ সকল আলোচনার জবাব কুরআন দিয়েছে নিজ ভাষায়—

> 'যখন তোমাদের ওপর কোনো মুসিবত এসে পৌঁছাল অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে আক্রান্ত, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এলো? তখন তুমি তাদের বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশীল।' সূরা আলে ইমরান : ১৬৫

---

৬. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

www.QuranerAlo.net

Contents

আরেকটি আয়াতে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে এসেছে—

> 'তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনো সেসব নিয়ামত পরিবর্তন করেন না, যা তিনি কোনো জাতিকে দান করেছিলেন; যতক্ষণ না সে জাতি নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয় নিজেই পরিবর্তিত করে দেয়।' সূরা আনফাল : ৫৩

এ থেকে বোঝা যায়, মানুষের উচিত হবে কালকে বা সময়কে দোষারোপ কারার আগে, সামাজিক অসংগতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করার আগে নিজের অবদান মূল্যায়ন করা; নিজের দোষটা দেখা।

এক জ্ঞানী ব্যক্তির কথা ছিল—

ان الجديدين فى طول اختلافهما

لا يفسدان ولكن نفسد الناس

'দুটো নতুনের মাঝে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন,
তারা ফ্যাসাদ দাঁড় করায় না। ফ্যাসাদ মানুষই দাঁড় করায়।'

অন্য কবির ভাষায়—

نعيب زماننا والعيب فينا لا * وما لزماننا عيب سوانا

ونهجو ذا الزمان بغير ذنب * ولو نطق الزمان بنال هجانا

'আমরা আমাদের সময়কে করছি দোষারোপ,
অথচ আমাদের নিজেদেরই তো সকল দোষ।
আমরাই আমাদের সময়ের কলঙ্ক।
কী হবে দোষারোপ করে সময়ের মালিককে,
সময় যদি বলা শুরু করে আমাদের কী হবে?'

আমরা কবি-সাহিত্যিকদের বিদ্রোহী উচ্চারণে সামাজিক পাপাচার এবং শাসকদের বাড়াবাড়ির দায় সময়ের ওপর চাপাতে দেখি। তারা মূলত সময় দ্বারা সেই সময়ের লোকজন ও শাসকদের উদ্দেশ্য করেন। এক কবি বলেছেন—

سألت زمانى وهو بالجهل مولع * وبالسوء مزهو، وبالخبث مختص

فقلت له: هل من سبيل الى العلا؟ * فقال: سبيلاه: الجهالة والنقص

www.QuranerAlo.net

Contents

'আমার সময়টি জাহেলিয়াতে আসক্ত,
সে পাপাচার নিয়ে গর্ব করছে
অশ্লীলতা হয়ে পড়েছে তার অলংকার,
তাকে প্রশ্ন করলাম : তোমার কি কোনো উন্নতি হবে না?
সে হেসে বলল : মূর্খতা এবং অবক্ষয়ের উন্নতি ঠিকই হবে।'

কোনো এক জালিম বাদশাহর ব্যাপারে কথিত আছে—তিনি বলেছেন, 'সময় মানেই সুলতান। তোমাদের কেউ সময়কে গালি দিলে (সুলতানকে গালি দেওয়ার অপরাধে) সাজাপ্রাপ্ত হবে।'

কোনো মুসলিম যখনই কোনো অপছন্দনীয় কাজ বা খারাপ বাক্য ব্যবহার করে, তার উচিত স্বীয় বিবেকবোধের কাছে ফিরে আসা এবং তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে রবের দরজায় কড়া নাড়া। সে আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়া (আ.)-এর ভাষায় বলতে পারে—

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

'হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের দয়া না করো, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ব।' সূরা আরাফ : ২৩

তাঁদের যখন জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তখন তাঁরা এ বাক্যে আল্লাহর দরবারে তওবা করেছিলেন।

অথবা তারা নবি মুসা কালিমুল্লাহর ভাষায় আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে পারে। যখন তিনি তাঁর রবের সান্নিধ্য থেকে নিজ কওমের কাছে ফিরে এলেন, তিনি দেখলেন কওমের লোকরা তাঁর অবর্তমানে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তারা হাম্বা রব তোলা একটি গাভির বাছুরের উপাসনা শুরু করেছে। আর তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে নবি হিসেবে মানছে না। তাঁকে দুর্বল পেয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তিনি মিনতি ও দুআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন—

www.QuranerAlo.net

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

'হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার ভাইকেও। আর আমাদের দাখিল করো তোমার রহমতের মধ্যে। তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ রহমওয়ালা।' সূরা আরাফ : ১৫১

অথবা আল্লাহভীরু বান্দাদের ভাষায়—যখন তাঁদের ঈমানের নিদর্শন উপস্থাপন করার প্রয়োজন এসে পড়ল, তাঁরা নবিদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। আল্লাহর পথে তাঁদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁরা ক্লান্তও হয়নি বা দমেও যায়নি। তাঁদের কথা ছিল একটাই—

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দাও। আমাদের কার্যক্রমের সীমালঙ্ঘন তুমি ক্ষমা করে দাও। আমাদের কদমকে মজবুত রাখো এবং কাফির কওমের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।' সূরা আলে ইমরান : ১৪৭

অতঃপর আল্লাহ তাঁদের দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম সকল প্রতিদান দান করেছেন।

সমাপ্ত

www.QuranerAlo.net